আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Love for all Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২৮ জমাঃ আউঃ, ১৪৩৫ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১৪ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্রোড়া (কোড্ডা)-র ৫৯তম জলসা সালানা সফলতার সাথে সমাপ্ত

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

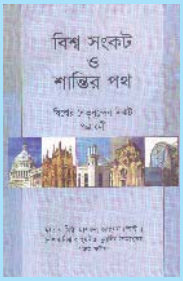

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

যুগ খলীফার দিক-নির্দেশনায় বিশ্বের শান্তি ও মুক্তি নিহিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯৯১ সালে তৃতীয় বিশ্বের তথা মুসলমানদের দুরবস্থার কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে বলেন ঃ

উন্নত জাতিগুলো যাদেরকে প্রথম-বিশ্বও বলা হয় তারা কেবল স্বাধীনই নয় বরং তারা আপনাদেরকে সেবা দাস বানানোর জন্য আগের চেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আমি আগেই বলেছি যে, তাদের অর্থনৈতিক ধারা এমন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে আরও পদদলিত করতে বাধ্য। এর কারণ হল, তারা তাদের জীবন যাত্রার মান কমাচ্ছে না আর তাদের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এই জীবন যাত্রার মান কমাতে বলার সামর্থ্যই রাখে না। যে পার্টি এ কথা বলবে তারা নির্বাচনে নির্ঘাত হেরে যাবে। তারা এমন জঘন্য ধরণের ফাঁদে আটকা পড়েছে যে, অত্যাচারের পর আত্যাচার করে যেতে তারা এখন বাধ্য।

ইসলামী বিশ্বকে আমি এই পরামর্শ দিব যে, প্রথমে তোমরা ইসলামের দিকে তথা ইসলামের স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমত সবদিক থেকে কীভাবে নাযেল হয়, তোমরা তা অবলোকন করবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হল, তোমরা জ্ঞানচর্চা আর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি মনোযোগ দাও। শ্লোগান দিতে দিতে কতগুলো শতাব্দী তোমরা পার করেছ! শ্লোগান দিয়ে আর কবিতার জগতে ও রূপকথার কল্পকাহিনীর মাঝেই তোমরা সময় কাটিয়েছো। তোমাদের কপালে আজ কিছুই জোটে নি। এরই মধ্যে অন্যান্য জাতিগুলো জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন তোমরা তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবছ অথচ তাদের কাছে যেসব পরিক্ষীত অস্ত্রসস্ত্র আছে যা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো অবলম্বন করার কোন চেষ্টাই তোমাদের নেই। তাই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মুসলমান ছাত্ররা আবেগ তাড়িত হয়ে চলে। তাদেরকে দিয়ে অলি-গলিতে মারা-মারি করিয়ে, গালি দিয়ে তাদের চরিত্র ও শিক্ষা ধ্বংস করো না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠিচার্জ আর গুলি চালিয়ে তাদের মান-মর্যাদা ও শারীরিক ধ্বংসের ব্যবস্থা করো না।

আজ পর্যন্ত তোমরা তো এই খেলাই খেলছো। মুসলমান সন্তানদের তোমরা প্রথমে উত্তেজিত কর যার ফলে, বেচারারা ইসলামের ভালবাসায় রাজপথে নামে তারপর তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। তাদেরকে লাঠিচার্জ করা হয়। তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। আর তারা নিজেরাও জানে না, কেন তাদের সাথে এমনটি হয়। তাই আবেগ নিয়ে না খেলে তাদের সাহস যোগাও, তাদেরকে ভদ্রতা ও শালীনতার শিক্ষা দাও। তাদেরকে বলো, যদি দুনিয়ার বুকে নিজেদের জন্য কোন সম্মানজনক স্থান পেতে চাও তাহলে প্রথমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতম স্থান অর্জন কর, তোমাদের প্রকৃত সম্মানজনক স্থান লাভ করার এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

তৃতীয়ত ঃ আরব এবং মুসলমানদেরকও ইনশাআল্লাহ্‌ পরামর্শ দিব–এই নতুন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তোমাদেরকে কোন্ ধরণের কর্ম করতে হবে। কোন্ ধরণের ভুল করেছ যার পুনরাবৃত্তি হওয়া সমীচীন নয় এবং আগামী কালের জন্য কোন্ ধরণের কর্মপন্থা হবে। এটা নির্বোধ ও আবেগের কথা যে, ইংরেজদের ঘৃণা কর। আমেরিকাকে ঘৃণা কর। এটা তো পাগলের কথা। পৃথিবীতে ঘৃণা কখনও সফলতা লাভ করতে পারেনি। উচ্চাঙ্গের চরিত্রই জয়লাভ করেছে।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান চারিত্রিক আদর্শই সফলতা লাভ করে থাকে এবং তা হওয়াই অবধারিত। মুসলমানগণ যদি এই জীবনকে বাস্তবায়িত করে তাহলে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শে পরিণত হবে। এটা তো এমন এক সীরাত (জীবন) যা পৃথিবীতে বিজিত হবার জন্য সৃষ্টি হয়নি। দুনিয়ার কোন শক্তি সীরাতে মুহাম্মদীর ওপর জয় লাভ করতে পারবে না। সুতরাং সেই ইনসাফের চরিত্রের দিকে ফিরে এসো। সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করো। তাহলে দুনিয়ার সকল সমস্যা সমাধান হতে পারে। প্রকৃত সেই বিপ্লব সাধিত হতে পারে যাকে আমরা এই দুনিয়াতে খোদা প্রদত্ত জান্নাত বলে আখ্যা দিতে পারব।

আজ খেলাফতে আহমদীয়ার ধারাবাহিকতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) অনুরূপ সতর্ক বার্তাই দিয়ে চলছেন বিশ্বের সর্বত্র। সকল আহমদী এ প্রত্যাশায় প্রিয় ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে চলছে। মহান আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে এই কামনাই আমরা করি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.)-এর আশিসময় খেলাফতকালে তার গতিশীল নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। জগত সে শুভ দিন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করুক। আমীন !

সূচিপত্র

৩১ মার্চ, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) প্রদত্ত
৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ইং তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৬

আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে খাতামান নবীঈন (সা.)-এর শান ও মর্যাদা ১১
মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান

কলমের জিহাদ ১৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আত্মার স্বাধীনতা-ই প্রকৃত স্বাধীনতা ২২
মাহমুদ আহমদ সুমন

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২৪

কোমল হৃদয়ের মানুষ 'মোহাম্মদ মোস্তফা আলী' স্মরণে ২৫
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার ২৮
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

ইসলাম ও মালী কুরবানী ৩০
মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

নবীনদের পাতা- পুণ্যময় স্মৃতিচারণ- দয়ার সাগর হাজী কলিমুদ্দিন মন্ডল ৩২
মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

পাঠক কলাম- ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব ৩৩
আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, মিলা পাটোয়ারী, লাকী আহমদ, মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান, ফারহানা মাহমুদ তন্বী, নিশাত জাহান রজনী

সংবাদ ৩৮

আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ ৪৫

আপনার সন্ধানে আছি ৪৬

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৪৭

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please subecribe it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

১৯। তবে যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে[১৪৮৮] এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু ধাওয়া করে[১৪৮৮-ক]।

১৪৮৮। আল্লাহ্‌র কথা শুনে ফেলা এই অর্থে হতে পারে যে ঐ সকল লোকের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কর্মকান্ড, যারা আল্লাহ্ তা'লার নবীগণের পবিত্র শিক্ষাসমূহের প্রবক্তা বলে নিজেরাই ভান করে। তারা লোকদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে, নবীরা কোন নূতন শিক্ষা নিয়ে আসে না এবং তারাও সেই জ্ঞান আহরণে সক্ষম, যে জ্ঞানের দাবী আল্লাহ্‌র নবীগণ করে থাকেন। অথবা এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে মূল-পাঠের কিয়দংশ ছিন্ন করে তার ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত অর্থ করে তারা সরল-মনা জনসাধারণকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা করে। "যে ব্যক্তি লুকিয়ে (ঐশী বাণীর) কোন কথা শুনে ফেলে" বাক্যাংশটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে ১৭ আয়াতে উল্লেখিত 'আকাশ' শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগৎ বুঝিয়েছে, জড় আকাশ বুঝায়নি। কারণ লুকিয়ে ঐশী বাণীর কোন কথা শুনে ফেলা' এর সাথে জড় আকাশের কোন সম্পর্ক নেই।

১৪৮৮-ক। ১৭ আয়াতে আকাশের কক্ষপথসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে আল্লাহ্ তা'লার রসূলগণকে বুঝানো হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে 'শিহাবুম মুবীন' অর্থঃ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অথবা ৩৭ঃ১১ আয়াতে জ্বলন্ত উল্কা ধারা যুগের নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে নির্দেশ করছে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কর্তৃক শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন এটাই ব্যক্ত করে যে যতকাল ধর্মীয় শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র ইলহাম-ভিত্তিক চলতে থাকে (আয্-যিকর-১০ আয়াত) এবং আলো দান করতে থাকে এবং পথ প্রদর্শন করতে থাকে ততকাল পর্যন্ত পবিত্র সংস্কারকগণও সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হতে থাকেন। পৃথিবীতে সংস্কারকের আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি হল পুনঃ পুনঃ উল্কাপাতের মত উজ্জ্বল ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার সংঘটন হতে থাকা, যাকে অতি মাত্রায় নক্ষত্রের পতন বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) এর যুগে এত অধিক সংখ্যায় উল্কাপিন্ডের পতন ঘটেছিল যে কাফিররা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, এই বুঝি আকাশ ও পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায় (কাসীর)। ইত্যাকার অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অবিজ্ঞ হিরাক্লিয়াস অনুমান করেছিল, আরবদের বাদশাহ্-নবী অবশ্যই আবির্ভূত হয়ে থাকবেন (বুখারী, কিতাব বাদ উল ওহী)। ঈসা (আ.) এর যুগেও অস্বাভাবিক রকম বহু সংখ্যক উল্কার পতন হয়েছিল (বিহার)। আমাদের যুগেও অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আকাশে এইরূপ নক্ষত্র পতনের খেলা দেখা গিয়েছিল। এইরূপে ইতিহাস এবং হাদীস উভয়ই দৃঢ়ভাবে এই বাস্তব ঘটনার সমর্থন করে যে বহু সংখ্যায় অস্বাভাবিক রকমে উল্কারপতন পবিত্র সংস্কারক আবির্ভূত হওয়ার প্রকাশ্য নিদর্শন (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১২৭২-১২৭৬)।

১৮ আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের অর্থ হতে পারে ভাগ্যগণনাকারী বা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অনুমানকারী গণক। সেক্ষেত্রে 'শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার জন্য' (৬৭ঃ৬) কথাটি এই মর্ম প্রকাশ করে যে যখন পৃথিবীতে কোন ঐশী সংস্কারক থাকে না তখন জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সাময়িকভাবে সরল-মনা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অধার্মিক বা পাপপঙ্কিল ব্যবসায় সফল হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সংস্কারকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিথ্যা গুমর ফাঁক হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তখন সহজেই নবীগণের সত্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বক্তাদের গণনা ও অনুমানের পার্থক্য বুঝতে পারে। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, যখন কিছু দুষ্টলোক ইলহামী পবিত্র বাণীর মৌলিক রচনার কিয়দংশ ছিড়ে নিয়ে এর বিকৃত অর্থ প্রচার করতে লিপ্ত হয় তখন এক নতুন উজ্জ্বল নিদর্শন আকস্মিকভাবে দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশ পায় এবং শয়তান-প্রকৃতির দুষ্টলোকদের সকল দূরভিসন্ধিপূর্ণ কৌশল এবং শয়তানী কার্যকলাপ সমূলে ধ্বংস করে দেয়।

হাদীস শরীফ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর কাজ হলো দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা

কুরআন :

'যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে' (সূরা তাকভীর : ১৪)।

হাদীস :

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অনুসারীদেরকে তাদের জান্নাতের স্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত করবেন' (মুসলিম)।

ব্যাখ্য :

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব যুগ-কাল সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, সেই সময়ে ইসলাম নামেমাত্র বাকী থাকবে, কুরআনের ওপর আমল থাকবে না। ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যাবে। পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবীর এমতাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হযরত মসীহ্ বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। তাঁর কাজ হবে শরীয়তকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বীনকে সঞ্জীবিত করা।

উপরোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই সময়ে দুনিয়া পাপে এমনভাবে ভরে যাবে যে, পার্থিব মোহে ও পাপে নিমজ্জিত হবার কারণে মানুষের পক্ষে নেক আমল করা দুরূহ হবে। মানুষের জন্য নেক আমল করা বা শরীয়তের ওপর আমল করতে পারাটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনে শরীয়ত ও দ্বীন জীবিত হবার কারণে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করে হযরত রসূল করীম (সা.) এর প্রকৃত দাসে পরিণত হবেন তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এই হাদীসে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনবে তাদেরকে চরম বিরোধতার সম্মুখীন হতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা তখন তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও সংকল্প প্রদর্শন করবে। তাই তাদেরকে সূরা হা-মীম-সাজদার ৩১, ৩২ আয়াতে বর্ণিত খোদার অঙ্গীকার অনুযায়ী ফেরেশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কর্তৃক এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর অনুসারীদের মধ্যে বহুজনকে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.), হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং আরও অনেকে।

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য– আমরাও যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত দাস হতে পারি এবং প্রতিশ্রুত জান্নাতের অধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন-সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না?

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

আল্লাহ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

জুমুআর খুতবা

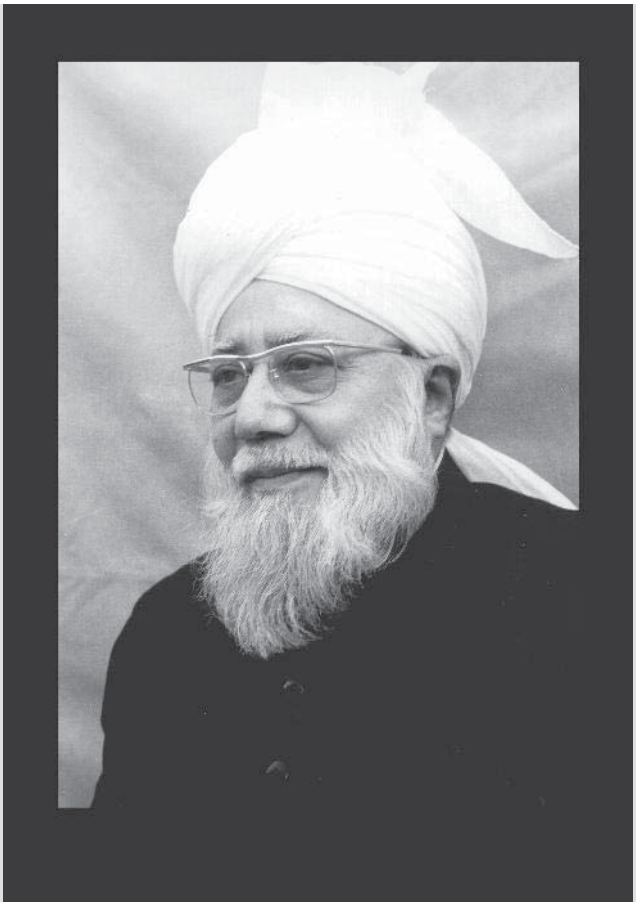

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) প্রদত্ত ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ইং তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন : প্রাথমিক যুগের মুসলমানের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ এই ছিল যে, তারা কুরআন করীমকে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন, যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার এর ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের জন্য একটি কামেল কেতাব অবতীর্ণ করেছিলেন এবং মুসলমানরাও এর যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করেছিলেন। তারা এটা নিয়মিত পাঠ করেছেন, অনেকে কণ্ঠস্থ করেছেন, অনেকে এটা কণ্ঠস্থ তো করেছেনই বরং এটা বুঝবার জন্যও চেষ্টা করেছেন। শুধু চেষ্টাই করেননি, বরং তা বুঝবার জন্য প্রত্যেকটি সম্ভবপর তদবীর করা ব্যতীত দোয়া দ্বারাও সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তারা আপন প্রতিপালক থেকে কুরআন করীমের জ্ঞান শিক্ষা করেছেন, এবং এই নিয়তে শিক্ষা করেছেন, যেন এর ফলে তারা খোদা তা'লার ফজল লাভ করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, খোদা তা'লা এই কেতাব তাদের আমল করবার জন্য অবতীর্ণ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, যদি তাঁরা এর ওপর আমল করেন, তবে তারা এই দুনিয়াতেও খোদা তা'লার ফজল এবং রহমত হাসিল করবেন এবং পরকালেও এর উত্তরাধিকারী হবেন। তারা যখন কুরআন করীমের বদৌলতে যা অতিশয় শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ গ্রন্থ এই দুনিয়াতেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হাছিল হয়েছিল। আপন তো আপনই, অন্য জাতিও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, এরা শ্রেষ্ঠতম জাতি।

তাঁরা কুরআন করীমের শিক্ষার ওপর আমল করেছেন। এর ফলে কুরআন করীমের উচ্চতার বদৌলতে তাঁদেরও

কুরআন করীম এমন এক শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত, যা শিক্ষা করবার এবং শিক্ষা দেবার জন্য আমাদেরকে মনোযোগ এবং বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

এই পরিকল্পনার অধীনে সমস্ত আহমদীকে কুরআন করীম নাজেরা, অত:পর এর তরজমা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

উচ্চতা হাসিল হয়েছিল। তাঁরা এত অধিক উচ্চতা হাসিল করেছিলেন যে, আকাশের নক্ষত্ররাজির উচ্চতাও তাঁদের উচ্চতার মোকাবেলায় নগণ্য বলে প্রতিয়মান হচ্ছিল। তারা এত উর্ধে পৌঁছেছিলেন, যেখানে মানুষের জাগতিক বুদ্ধি পৌঁছাতে পারে না। তারা ঐ সমস্ত বিষয় হাসিল করেছিলেন, যা মানুষ আপন চেষ্টা প্রচেষ্টা, আপন বুদ্ধি এবং আপন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হাসিল করতে পারে না। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে এটাই পতিত হয় যে, কুরআন করীমের ওপর আমলকারীগণ জীবিকা নির্বাহে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নেতা বলে পরিগণিত হতেন। তারা এটা দ্বারাই দুনিয়ার নেতা হয়েছেন, এবং এর বদৌলতে দুনিয়ার ওস্তাদ এবং দুনিয়ার প্রিয় হয়েছেন। এটা এজন্য হয়েছিল যে, কুরআন করীম তাঁদের স্বভাব চরিত্রে এমন পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যার ফলে দুনিয়া তাদেরকে ভালবাসতে বাধ্য হয়েছিল।

পরন্তু তিন শতাব্দীর পর মুসলমানরা মনে করলেন যে, কুরআন করীম হতে যা হাসিল করবার ছিল তা তারা হাসিল করেছেন এবং কুরআন করীম হতে যা প্রাপ্ত হবার ছিল, তা প্রাপ্ত হয়েছেন। এখন আর তাদের কুরআন করীম পাঠ করবারও প্রয়োজন নেই আর তা বুঝবারও প্রয়োজন নেই। ঐ আগন্তু বুদ্ধি এবং জাগতিক বিচক্ষণতা, যা তাদেরকে শুধু ঐশ্বরিক পয়গাম বুঝবার সহায়ক স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল। এর উল্টা তাঁরা কুরআন করীমকে পরিত্যাগ করে শুধু ঐগুলির প্রতি নির্ভর করলেন।

তখন খোদা তা'লা ঐ দৃশ্যও প্রদর্শন করলেন যে, ঐ জাতি, যে জাতি সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, এবং দুনিয়ার জাতিসমূহের দ্বারা আপন প্রাধান্য স্বীকার করিয়ে ছিলেন, বেইজ্জতির গর্ভে পতিত হলেন, এবং এত অধিক অসম্মানিত ও অপমানিত হলেন যে, "আল আমান ওয়াল হাফীয।"

অত:পর আল্লাহ্ তা'লা একমাত্র আপন ফজল দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আবির্ভূত করে আমাদেরকে কুরআন করীমের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। হুযূর (আ.) আমাদেরকে কুরআন করীমে প্রাপ্ত যাবতীয় সৌন্দর্যের জ্ঞান পৌঁছিয়েছেন, পরন্তু হুযূর (আ.) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের জ্যোতি কুরআনের শোভা ও সৌন্দর্য। অন্যের চাঁদ হল "কমর" কিন্তু আমার চাঁদ কুরআন করীম।" (কমর শব্দের অর্থ চাঁদ–অনুবাদক)। কুরআন করীমের সৌন্দর্য এবং এর প্রাণমুগ্ধকারী শিক্ষা দ্বারা একজন মুসলমান স্বীয় যিন্দেগীর জ্যোতি: আহরণ করেন। আমরা এটি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, যেদিকেই আমরা যাই না কেন, যে পর্যন্ত আমাদের হস্তে কুরআন করীমের আলোক বর্তিকা না থাকবে আর যে পর্যন্ত এর জ্যোতি: আমাদের পথ প্রদর্শন না হবে, সে পর্যন্ত আমরা সত্যতা এবং বোলন্দীর রাস্তায় পদক্ষেপ করতে পারব না। কুরআন করীমের জানালা বহু কাল পর আমাদের জন্য দ্বিতীয়বার উন্মুক্ত করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন করীম হতে বহু মূল্যবান বাণী ও জওয়াহেরাত বের করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। এখনও যদি আমরা এর কদর না করি, তবে আমাদের ন্যায় বদভক্ত জাতি আর কেউই হতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন, কুরআন করীমের জ্ঞান শুধু স্বয়ং অর্জন করাই নয়, বরং অন্যকেও তা দান করা। যদি আমরা কুরআন করীমকে দৃঢ় হস্তে ধারন করি, এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, এর জ্ঞান ভান্ডার কখনও নি:শেষ হবার নয়, তবে এর প্রতি আমরা যত অধিক চিন্তা-ভাবনা করব, যত কাকুতি মিনতির সাথে খোদা তা'লার সামনে অবনত হব, তত অধিক জ্ঞান কুরআন করীম হতে হাসিল হবে এবং এটা হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। এই মহা নেয়ামতকে নষ্ট না হতে দেয়া আমাদের ফরজ, যেন এই অন্ধকার রাত্রি যা ইসলামের ওপর অতিবাহিত হয়েছে তা ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত না আসে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বারবার আমাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেছেন এবং অতীব দুঃখের

আমাদের সহস্র সহস্র এমন সেবকেরও প্রয়োজন, যারা কুরআন করীম শিক্ষা দেবার জন্য নিজ সময়ের একাংশ ওয়াক্‌ফ করেন।

বন্ধুগণ, নিজ প্রাণ, নিজের বংশধর এবং আপন গৃহের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে এই মহান কাজের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

সাথে বলেছেন যে, আমরা কুরআন করীম শিক্ষা করবার এবং শিক্ষা নিবার প্রতি মোটেই মনোযোগ দিচ্ছি না। আমিও আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করছি যে, কুরআন শিক্ষা করুন, কুরআনের জ্ঞান লাভ করুন, অত:পর সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দিন যেন এই নেয়ামত আমাদের এক পুরুষ হতে পরবর্তী পুরুষে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এবং ঐ বোলন্দী যা আমাদের এক পুরুষ প্রাপ্ত হয়, আমাদের পরবর্তী তা থেকে বোলন্দ হতে থাকে, এবং কুরআন করীমের জ্ঞান তারা অধিক হতে অধিক প্রাপ্ত হতে থাকে। কুরআন করীমকে এত অধিক ভালবাসুন যে, এইরূপ ভালবাসা দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর প্রতি না থাকে।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, জামা'ত এদিকে পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছে না। জামা'ত পূর্বেও অলসতার শিকারে পরিণত হয়েছিল, এবং এখনও সীমাবদ্ধ অলসতার শিকারে পরিণত রয়েছে। এজন্য আমাদের কোন কার্যকরী পদক্ষেপের প্রয়োজন। আমি মনে করছি যে, একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে জামা'তের বালক-বালিকা ও জওয়ানদেরকে কুরআন করীম নাজেরা শিক্ষা দেয়া। কুরআন করীম পড়বার এবং পড়াবার ব্যাপারে শহরে জামা'তে গাফলতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম্য জামা'তেও হয়ত অধিকাংশ এইরূপ যারা এই দিকে মনোযোগ প্রদর্শন করছেন। এই নেয়ামত প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাই, যে নেয়ামত আল্লাহ্ তা'লা শুধু আপন রহমানিয়তের অধীনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বদৌলতে আমাদেরকে দান করেছেন। তবে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য আমাদেরকে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

এই পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা সংশ্লিষ্ট নাজারত প্রস্তুত করুন। অর্থাৎ যে হালকা মজলিস খোদামুল আহমদীয়াকে প্রদত্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত জামা'ত মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করা হয়েছে, বাকী জামা'ত যা ইসলাহ্ ও ইরশাদের প্রতি সোপর্দ করা হয়েছে, এই সমস্ত জামা'তে তাঁরা কি কি প্রকারে কার্য পরিচালনা করবেন, এই সম্বন্ধে স্ব স্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন এবং পরিকল্পনার তফসিল এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সামনে উপস্থাপন করুন। এই সমস্ত বিভাগকে এই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তাঁরা এই কাজে প্রথম বৎসরই শতকরা একশত ভাগ না হউক অন্ততপক্ষে ৯০ ভাগ সফলতা লাভ করতে হবে। কেননা, যে সমস্ত বাচ্চা মেধাবী তারা ছয় মাসের মধ্যে বরং কোন কোন বাচ্চা আরও অল্প সময়ের মধ্যে কুরআন করীম নাজেরা পড়ে ফেলবে। যদি ঠিকমত কায়দা ইয়াস্‌সারনাল কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়, তবে বাচ্চাদের জন্য কুরআন করীম নাজেরা পাঠ করা কঠিন নয়।

আমি তা শ্রবণে শুধুই আশ্চার্যন্বিত হয়েছি যে, আমাদের কলেজেরও অনেক ছাত্র কুরআন করীম পাঠ করতে জানে না। যদি তা সত্য হয় যে, কতিপয় ছাত্র কুরআন করীম দেখেও পাঠ করতে পারে না। অথবা এদের অনেকে কুরআন করীমের তর্জমা জানে না। তবে তাদের চিন্তা করা কর্তব্য যে, যদি কুরআন করীমের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকে, এবং যদি তারা কুরআনী জ্ঞান লাভ না করে থাকে, তবে তারা জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে কি পাবে? দুনিয়ার সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, বরং কোটি কোটি নাস্তিক দুনিয়ার এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করছে। এই সমস্ত ছাত্র দেখুক যে, এই সমস্ত জাগতিক বিদ্যা দুনিয়ার কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা দেখুক যে, অবশেষে এই সমস্ত জাগতিক বিদ্যা দ্বারা দুনিয়া কোন্ নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য লাভ করছে। আজ দুনিয়ার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যে, যে ভাবে এটি ব্যবহার করছে, তা মানুষকে মঙ্গলের দিকে নয় বরং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মোটকথা, আমাদের কলেজের ছাত্র হওয়া এবং কুরআন করীম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা, এটা বড়ই লজ্জাকর বিষয়। এটা সত্য কথা যে, এত বড় কাজের জন্য কতিপয় মুরব্বি অথবা মোয়াল্লেম, অথবা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র কতিপয় কর্মকর্তা যথেষ্ট নয়। এই অল্প সংখ্যক লোক এত বড় কাজ সঠিক ভাবে করতে পারে না। এর জন্য আমাদের ওস্তাদের প্রয়োজন। আমাদের শত শত নয়, বরং সহস্র সহস্র এমন সেবকের দরকার, যারা আপন সময়ের একাংশে কুরআন করীম নাজেরা পড়াবার জন্য,

অথবা যেখানে তর্জমা শিক্ষা দেবার প্রয়োজন, সেখানে তর্জমা শিক্ষা দেবার জন্য সময় ওয়াক্‌ফ করেন। যেন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ শীঘ্র এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

আমি জামা'তকে পুনরায় সাবধান করছি যে, ঐ নেয়ামত, যা কুরআন করীমরূপে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বদৌলতে আপনারা দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত হয়েছেন, তা যদি উত্তরাধিকারী সূত্রে আপনাদের সন্তানরা লাভ না করেন তবে আপনারা আপনাদের যিন্দেগী পূর্ণ করে আনন্দের সাথে এই দুনিয়া হতে বিদায় নিতে পারবেন না। আপনারা যখন দেখবেন যে, খোদা তা'লার ফজলের কোষাগার, অর্থাৎ কুরআন করীম, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা হতে আপনাদের সন্তানরা বঞ্চিত, তখন আপনারা মৃত্যুর সময় কি আনন্দ লাভ করবেন? আপনারা এই ভাবাবেশের সাথে এই দুনিয়া পরিত্যাগ করবেন যে, হায়! আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশও যদি এই নেয়ামতের অধিকারী হত যা আপনারা লাভ করেছেন। সুতরাং আপনারা আপন প্রাণের প্রতি দয়া করুন। আপন সন্তানদের প্রতি দয়া করুন। আপন খান্দানের প্রতি দয়া করুন। অত:পর ঐ সমস্ত ঘরের প্রতিও দয়া করুন, যে সমস্ত ঘরে আপনারা বাস করছেন। কেননা, কুরআন করীম ব্যতীত আপনাদের ঘর বরকত শূণ্য থাকবে।

প্রত্যেক আহমদীর ঘর এমন হতে হবে যে, ঐ ঘরের যতজন কুরআন করীম পাঠ করতে পারে প্রাত:কালে তা তেলাওয়াত করবে। কোন ঘরে যদি ১০ জন লোক থাকে এবং মাত্র একজন কুরআন পড়তে জানে, এবং বাকী নয় জন না জানে, তবে আপনারা এই নেয়ামতের এক দশমাংশ লাভ করলেন। জাগতিক ব্যাপারে কিন্তু আপনারা এটা কখনও পছন্দ করবেন না যে আপনাদের নির্দিষ্ট বেতনের এক দশমাংশ পান। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও এই একই কথা।

মোট কথা, আপনারা যে কার্যেই হস্তক্ষেপ করুন না কেন, ঐ কার্যেই আপনারা পূর্ণ সফলতা লাভের প্রত্যাশী। আপনারা একমাত্র পাগল ছাড়া অন্য কোন লোকই এমন পাবেন না, যে ব্যক্তি কাজ করে, অথচ অন্তরে শুধু আকাঙ্খা পোষণ করে যে, আমি এই কাজে পূর্ণ সফলতা করব না, বরং এক দশমাংশ লাভ করব এবং দশ ভাগের নয় ভাগ অকৃতকার্য থাকব। দুনিয়াতে যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তরে এই আকাঙ্খা পয়দা হয় না যে, সে তার কাছে এক দশমাংশ সফলতা লাভ করুক এবং দশমাংশের এক অংশ অকৃতকার্য থাকুক। তবে আপনারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কেমন করে তা সহ্য করতে পারেন যে, আপনাদের ঘরে কুরআন করীমের বরকতের এক ভাগের দশমাংশ বঞ্চিত থাকেন।

সুতরাং আপনারা নিজ নিজ প্রাণ, নিজ নিজ বংশ এবং নিজ নিজ ঘরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শীঘ্র এই দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনাদেরকে সেবক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য পেশ করুন এবং চেষ্টা করুন যেন শহরে হউক, বা গ্রামে হউক, প্রত্যেক জামা'ত এক বৎসরের মধ্যে এই কার্যের অধিকাংশ পূর্ণতায় পৌঁছান এবং ২/৩ বৎসরের মধ্যে এই দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোন আহমদী যেন এমন না থাকে যে, আহমদী কুরআন করীম নাজেরা পড়তে না জানে এবং অধিকাংশ আহমদী যেন এমন হয়, যারা কুরআন করীমের তর্জমাও জানেন। যে পর্যন্ত আমরা এই কার্যে সফলকাম না হব, ঐ পর্যন্ত আপনাদের কোন প্রকার জাগতিক উন্নতি হতে পারে না এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও আমরা সম্মানিত হতে পারব না। কেন না, আসমানী কল্যাণের উৎস আমরা আমাদের জন্য বন্ধ করে রেখেছি। অত:পর আমরা ঐ চিরস্থায়ী পানি কোথা হতে লাভ করব যা একমাত্র কুরআন করীম হতে লাভ করা যেতে পারে?

সুতরাং কুরআন করীমের সম্মান করুন। এর শ্রেষ্ঠত্ব আপন হৃদয়ে এবং আপন পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। এর উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করুন। যদি আপনারা এমন করেন তবে আপনারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় নক্ষত্ররাজি হতেও অধিক মর্যাদা পেতে থাকবেন। আপনারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি হাসিলকারী হবেন। খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের দ্বার আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাত আপনারা প্রাপ্ত হবেন। কুরআন করীমকে ভালবাসার ফলে খোদা তা'লা আপনাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন। আপনারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি হাসিলকারী হবেন। খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের দ্বার আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাত আপনারা প্রাপ্ত হবেন। কুরআন করীমকে ভালবাসার ফলে খোদা তা'লা আপনাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

আমরা যখন হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের দাবী করি, তখন এর অর্থ এই হয় যে, হুযূর (সা.)-এর প্রতি মহব্বতকে অন্য যাবতীয় মহব্বতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমরা হুযূর (সা.)-এর আনীত শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশ বুঝবার জন্য চেষ্টা করে থাকি। যদি আমরা এইরূপ না করি, তবে আমাদের মহব্বতের দাবী ফাঁকা দাবী বলে পরিগণিত হবে।

আমরা মুখেত হুযূর (সা.)-এর মহব্বতের দাবী করে থাকি। কিন্তু কার্যত: যদি হুযূর (সা.)-এর কোন হেদায়েতের ওপর আমল করতে প্রস্তুত না থাকি, তবে দুনিয়া আমাদের এই দাবী স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না। খোদা তা'লার দৃষ্টিতেও আমাদের দাবী গ্রহণীয় হবে না। কেন না হুযূর (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের দাবীর অর্থই এই যে, আমরা হুযূর (সা.)-এর প্রত্যেকটি ইঙ্গিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। যেখানেই হুযূর (সা.)-এর কোন অভিলাস দৃষ্টিগোচর হউক না কেন, আমরা তা পূর্ণ করবার জন্য সদা প্রস্তুত। আমাদের এই দরকার নাই যে, হুযূর (সা.)-এর এই আদেশের হেকমত আমাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করান হউক। এর ফিলসফি আমাদের সামনে রক্ষিত হউক। এর উপকারিতা আমাদেরকে অবগত করান হউক বা এর অপকার হতে রক্ষা পাবার প্রতিষেধকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হউক।

আমাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট হউক যে, তা হুযূর (সা.)-এর আদেশ। এই আদেশ পূর্ণ করতে যদি আমাদের প্রাণও কুরবান করতে হয়, তবুও তা পূর্ণ করবার

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বারবার আমাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করেছেন এবং অতীব দুঃখের সাথে বলেছেন যে, আমরা কুরআন করীম শিক্ষা করবার এবং শিক্ষা নিবার প্রতি মোটেই মনোযোগ দিচ্ছি না। আমিও আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করছি যে, কুরআন শিক্ষা করুন, কুরআনের জ্ঞান লাভ করুন, অত:পর সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দিন যেন এই নেয়ামত আমাদের এক পুরুষ হতে পরবর্তী পুরুষে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

জন্য আমরা সদা প্রস্তুত। কেননা এটাই মহব্বতের তাগিদ। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মহব্বত করে। কিন্তু হুযূর (সা.)-এর কোন কথা মানবার জন্য প্রস্তুত নয়। তবে আপনারা তাকে পাগল বলবেন। দুনিয়া তার মহব্বতের দাবী স্বীকার করবে না। কেননা, হুযূর (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের অর্থই এই যে, আমরা হুযূর (সা.)-এর প্রত্যেকটি আশা এবং আকাঙ্খা পূর্ণ করবার জন্য নিজের সব কুরবান করবার জন্য প্রস্তুত।

সুতরাং, আমরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি মহব্বতের দাবী করি, তখন আমাদেরকে হুযূর (সা.)-এর যাবতীয় আশা আকাঙ্খাও পূর্ণ করতে হবে। হুযূর (সা.) আমাদের কাছে কি কামনা করেছেন? তিনি (সা.) আমাদের কাছে এই কামনাই করেছেন যে, আমরা যেন কুরআন করীমের ওপর ঐরূপ আমলই করি, যেরূপ আমল হুযূর (সা.) স্বয়ং করে দেখিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হুযূর (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কানা খালাকাল কুরআন' (মসনদ আহমদ ইবনে হাম্বল, জি: ৬, পৃ: ৯১)।

হুযূর (সা.) এর চরিত্র সম্বন্ধে অবগত হতে চাইলে কুরআন করীম পাঠ করুন। হুযূর (সা.)-এর পূর্ণ জীবনী কুরআন করীমেরই কার্যকারী চিত্র স্বরূপ। কুরআন করীম যা কিছু বলেছে : হুযূর (সা.) তা কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ হুযূর আপন বাক্য দ্বারাও হেদায়েত করেছেন, এবং আপন আমল দ্বারাও হেদায়েত করেছেন। মোট কথা, হুযূর (সা.)-এর সারাটা জীবনের সাঁচের মধ্যে আমাদের জীবন প্রবেশ করানই হল হুযূর (সা.)-এর প্রতি মহব্বতের তাগিদ।

সুতরাং যদি আপনারা আপনাদের দাবীতে অকৃত্রিম হয়ে থাকেন, এতে আপন আত্মা এবং খোদা তা'লাকে ধোকা না দিয়ে থাকেন, তবে আপনাদের প্রয়োজন কুরআন করীমকে বুঝা এবং এর ওপর আমল করা। নিজ সন্তান এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের দায়িত্ব আপনাদের ওপর রয়েছে, ঐ সমস্ত লোককে কুরআন করীম শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে এমন উপযুক্ত করা যেন তারা কুরআন করীমের অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। এবং তাদের এমন তরবিয়ত করা যে, যখনই কুরআন করীমের আওয়াজ তাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন দুনিয়ার কোন শক্তি ঐ আওয়াজে লাব্বায়েক বলার মধ্যে যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হতে না পারে।

যদি আমরা আমাদের এই ফরজ সম্পূর্ণরূপে সমাপন করাতে সফলকাম হই, তবে খোদা তা'লার ফজল এবং রহমত যেখানে আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হবে, সেখানে তা আমাদের বংশধরদের প্রতিও অবতীর্ণ হবে। আর যদি আমাদের পরবর্তী বংশ ও তাদের দায়িত্ব এই ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে, যেরূপ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য এবং তারাও এই ভাবেই এই দায়িত্ব পালন করে যেভাবে আমাদের পালন করা কর্তব্য, তবে আল্লাহ্ তা'লার ফজল, তাঁর রহমত এবং তাঁর নেয়ামত বংশ পর্যায়ক্রমে আহমদীয়াতের মধ্যে জারী থাকবে।

খোদা করুন যেন এমনই হয়। খোদা করুন যেন, আমাদের হৃদয়ে কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হয়। অত:পর এমন ভাবে কায়েম হয় যে, আমরা নিজেরাও এর ওপর আমলকারী হই এবং আমাদের সন্তানদেরকেও এমন ভাবে তরবিয়ত করি যে, তারাও কুরআন করীমের প্রতি আশেক হয়, এর প্রতি আপন প্রাণ উৎসর্গকারী হয় এবং এর হেদায়েত মোতাবেক জীবিকা নির্বাহকারী হয়, আমীন। (আল-ফজল ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ইং)

অনুবাদক: ***আহসান উল্লাহ্ সিকদার***

[৩০ জুলাই, ১৯৬৬, পাক্ষিক আহমদীর সৌজন্যে]

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে নতুন খুতবা না পাওয়ার ফলে নতুন খুতবা প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি, তাই আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে খাতামান নবীঈন (সা.)-এর শান ও মর্যাদা

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ ও শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ۝

মহানবী (সা.)-এর খাতামান নবীঈন-হবার বিষয়ে এবং এর অর্থগত তাৎপর্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী যে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ উন্নত ও অতুলনীয় বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন তা পাঠ করলে যে কেউ অভিভুত হতে বাধ্য। আমি আপনাদের সামনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহানবী (সা.)-এর কী অসাধারণ মর্যাদা লালন করে এবং কত উন্নত ভাবধারা পূর্ণ বিশ্বাস রাখে আর এর তুলনায় বর্তমান যুগের আলেম-উলামারা এমন বিশাল ও মহান মর্যাদাপূর্ণ বিষয়টিকে কতইনা সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করে থাকে। অথচ 'খাতামান নবীঈন'-এর অর্থ 'যুগের দিক থেকে মহানবী (সা.) শেষ নবী আর এই শেষ নবী হওয়াই তার শ্রেষ্ঠত্ব'- মর্যাদার মানদণ্ডে নিরিখে এটি সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রমাণিত হবে।

কী সেই মর্যাদা বা রহস্য যা খাতামান নবীঈনের মাঝে লুকিয়ে আছে? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"নিঃসন্দেহে, এটি সত্য যে, প্রকৃত অর্থে কোন নবীও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র উৎকর্ষসমূহের সমভাগী হতে পারেন না। এমনকি এক্ষেত্রে ফেরেশতাদেরও সমকক্ষ হবার কোন অবকাশ নেই, আর অন্য কারো পক্ষে মহানবী (সা.)-এর কোন উচ্চতম উৎকর্ষের অংশিদার হওয়া অনেক দূরের কথা। (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খন্ড)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের রসূল (সা.) এর যোগ্যতা এবং দূরদৃষ্টি সকল উম্মতের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির চেয়ে বিস্তর, এমনকি .... সকল নবীর যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি মহানবী (সা.) এর যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি সমান নয়।" (ইযালায়ে আওহাম)

অর্থাৎ নবুওয়াতের সকল উৎকর্ষতা খাতামিয়্যাতের মাঝে নিহিত। আর পবিত্রকরণ শক্তির ক্ষেত্রেও সকল নবী এবং ফেরেশতার সম্মিলিত যোগ্যতা মহানবী (সা.) নিজ সত্তায় ধারণ করতেন। আর এ কারণেই মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এরপর মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "সকল রিসালত ও নবুওয়াত এর উৎকর্ষের পরমত্ব আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় একিভূত হয়েছে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "বিগত সকল নবুওয়াত এবং ঐশী গ্রন্থাবলীর বিধান এখন আর পৃথকভাবে মেনে চলার প্রয়োজন নেই। কেননা, এর সবই এখন নবুওয়াতে মুহাম্মদীয়ার অন্তর্ভূক্ত। এই পথ ছাড়া বাকী সব পথই রুদ্ধ। এমন সকল সত্য যা পরম উৎকর্ষ লাভের জন্য আবশ্যক তা এতে বিদ্যমান। এর পরে আর কোন নতুন সত্য আসবে না আর এর পূর্বেকার এরূপ কোন সত্য নেই যা এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত নয়। এজন্যই, এই নবুওয়াতের মধ্যে সকল নবুওয়াত খতম করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পরম উৎকর্ষসহ পূর্ণাঙ্গীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। (আল ওসিয়্যত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "আমাদের নবী (সা.) সমস্ত নবীদের উৎকর্ষতার সমষ্টি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ফাবেহুদাহুম ফাকৃতাদেহ অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীরা যেসব নির্দেশানা লাভ করেছিলেন তুমি সেই সবগুলোর ইকতেদা বা অনুসরণ কর। অতএব স্পষ্ট, যে ব্যক্তি এসব সামষ্টিক হেদায়েত নিজের মাঝে আত্মস্ত রাখে তার সত্তা নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ সত্তা সাব্যস্ত হবে এবং সকল নবীর চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবেন। (চশমায়ে মসীহী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"প্রত্যেক জ্যোতি এবং সকল উৎকর্ষতা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকেই লাভ করি। আর এই মাধ্যম ছাড়া খোদার ভালবাসা লাভ অসম্ভব।"

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাতামান নবীঈনের যে বিস্তর ও সম্মানজনক মহান বিশ্লেষণ দেয় এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর যে বিশাল মর্যাদা ও মাহত্ম উপস্থাপন করে আর কেউ সামষ্টিকভাবে এমন উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপস্থাপন করে না। তারা রসূল (সা.)-এর খাতামান নবীঈন উপাধীটিকে এত সংকির্ণভাবে উপস্থাপন করে যে কোন সুস্থ্য বিবেকবান এবং যার মাঝে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও প্রেমবোধ আছে সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু এমন অতুলনীয় মর্যাদা ও মাহত্ম বর্ণনার পরও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি করা হয় এর মাঝে প্রধান আপত্তি হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাকি খাতামান নবীঈন আয়াত অস্বীকার করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নাকি খাতামান নবীঈন হিসাবে বিশ্বাস করে না। আমি যে উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করেছি তাতে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, কেউ যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে এগুলো পড়ে দেখেন তাহলে স্পষ্টই বুঝবেন তাদের আপত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং স্বার্থ মিশ্রিত। এ বিষয়ে এ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ভাষাতেই বলি, তিনি (আ.) বলেছেন,

'আমার এবং আমার জামা'তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করি না এটা আমাদের বিরুদ্ধে ডাহা মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে প্রত্যয়, দৃঢ়বিশ্বাস ও যে অন্তদৃষ্টি দিয়ে মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অপরাপর লোকেরা মানেন না এবং সেভাবে মানার মত তাদের সেই হৃদয়, ক্ষমতা ও যোগ্যতাও নেই। খাতামুল আম্বিয়া (সা.) এর খতমে নবুওয়াতের মধ্যে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব এবং রহস্য নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝেনই না। তারা কেবল বাপ দাদার কাছ থেকে একটি শব্দ শুনে রেখেছেন কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত। তারা জানেন না, খতমে নবুওয়াত বিষয়টি কি, এর ওপর ঈমান আনার মর্মই বা কি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ ও সংশয়াতীত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (যা আল্লাহ্ তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন) মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করি এবং খোদা তা'লা আমাদের নিকট খতমে নবুওয়াতের গুঢ় তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জলভাবে খুলে দিয়েছেন, এর গভীর তত্ত্ব ও মর্মের যে সুপেয় শরবত পান করিয়েছেন তাতে এমন এক অনুপম স্বাদ আমরা লাভ করে থাকি যা একই উৎস থেকে পান করে তৃপ্তি লাভকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ অনুমানও করতে পারে না।' (মলফূযাত, প্রথম খন্ড: ৩৪২)

প্রশ্ন হলো, কী বিশ্বাস করে আহমদীয়া জামা'ত? আমরা কি খাতামান নবীঈন-এর আয়াত মানি ও বিশ্বাস করি? হ্যাঁ, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা খাতামান নবীঈন আয়াতের সকল অর্থের ওপর ঈমান রাখি, যা কুরআন ও হাদীস সমর্থন করে। আমরা যেভাবে আক্ষরিক অনুবাদ ও অর্থের ওপরেও ঈমান রাখি সেভাবে এর আসল ও মৌলিক অর্থের ওপরও ঈমান রাখি। আর আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি আমরা যে অর্থ করে থাকি তাতেই হযরত রসূল (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। আর এই বিষয়টি আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অর্থ পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

আপত্তিকারীরা খাতামান নবীঈন এর অর্থ শেষ নবী করেন। যদি খাতামান নবীঈনের অর্থ শেষ নবী হয় তাহলে ভালভাবে লক্ষ্য করুন, তারা এক দিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলছেন অপর দিকে তারা শেষ যুগে উম্মতে মুসলেমার সংশোধন এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য হযরত ঈসা নবী উল্লাহ্ আসবেন বলেও বিশ্বাস করেন। যিনি শেষে আগমন করবেন এবং বিশ্ব বিজয় করবেন তাহলে শেষ নবী কে হলেন, হযরত ঈসা (আ.) শেষ নবী সাব্যস্ত হন।

তারা বলেন, যেহেতু ঈসা (আ.) প্রথমেই নবী ছিলেন, তাই তিনি আসতে পারেন। তাদের যুক্তি হলো, জন্মের দিক থেকে বা আবির্ভাবের দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী। যদি আমরা মেনেও নেই তিনি জন্মের দিক থেকে বা আবির্ভাবের দিক থেকে শেষ নবী তবে তাদের আকিদা অনুযায়ী খাতামান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমত: জন্ম বা আবির্ভাবের দিক থেকে মুহাম্মদ (সা.) খাতামান নবীঈন বা শেষ নবী এবং কল্যান, শিক্ষা, বিস্তার, বিজয়, তরবীয়ত, তবলীগ এবং মৃত্যুর দিক থেকে হযরত ঈসা (আ.) খাতামান নবীঈন সাব্যস্ত হন। কুরআন করীম শুধু আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে এমন সম্মানের উপাধী দিয়েছেন অথচ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই অমূল্য উপাধী হযরত ঈসা (আ.)ও পেয়ে যান। আর এর ফলে মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাহানী হয় আর বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ নবীও মুহাম্মদ (সা.)কে প্রদত্ত উপাধির যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যান। আহমদীয়া জামা'ত মোটেও এটি মানে না। আহমদীয়া জামা'ত কেবল মুহাম্মদ (সা.)-কেই খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে মানে।

কেননা শ্রেষ্ঠত্ব কখনও আগে পরে বা মাঝে আসার সাথে সম্পর্ক রাখে না। শ্রেষ্ঠত্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে থাকে। যদি তাই হয়, দেখুন যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষ হবার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব কে? আমরাতো অবশ্যই বলবো হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শেষে জন্ম নিলেই যদি শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয় তাহলে আজ যে জন্ম নিবে সে পূর্বের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সকলেই জানেন শ্রেষ্ঠত্বের বিচার এভাবে হয় না। যদিও আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের দেড় হাজার বছর আগে এসেছেন, তার মাঝে যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তিনিই হলেন একমাত্র পূর্ণ মানব তাঁর পূর্বে এমন কোন মানুষের জন্ম হয়নি আর তাঁর পরেও এর চেয়ে যোগ্য কোন মানব জন্মাবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

"যেহেতু মহানবী (সা.) আন্তরিক পবিত্রতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সততা,

নম্রতা, দৃঢ়তা, নিষ্কলুষতা, খোদাভরসা, নিষ্ঠা, খোদা-প্রেমের সব দিক দিয়ে সব নবীদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন এবং সবার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, সম্পূর্ণ সম্মানিত, অধিক জ্যোতির্ময় ও অধিক নিষ্কলুষ বা মাসুম ছিলেন তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর আতর দিয়ে তাকে সবচেয়ে বেশী সুরভিত করেছেন এবং সেই বক্ষ যা সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর তুলনায় অধিক প্রশস্ত, পবিত্রতর, বেশী জ্যোতির্ময় ও অধিক প্রেমিক ছিল তা এমন ওহী লাভ করার যোগ্য হলো যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, পূর্ণতর, অধিক উচ্চমানের ও সম্পূর্ণ।" (সুরমা চশমায়ে আরিয়া, পৃষ্ঠা ২৩, ২৪)

খাতামান নবীঈন-এর এমন অনুপম সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কারণেই তো আল্লাহ্ তা'লা সূরা আহযাবে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্না কা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্না কা হামীদুম মাজীদ।

দেখুন, এখন আমি আপনাদের সামনে যে দুরুদ শরীফ পাঠ করেছি এতে গভীরভাবে লক্ষ করুন, দেখবেন রসূল (সা.) এর পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখন দেখুন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পর হযরত ইয়াহ ইয়া (আ.) এসেছেন তাহলে কি পরে আগমনের কারণে হযরত ইয়াহ ইয়া, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন? হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত মুসা (আ.) এর পর এসেছেন তাই বলে কি যাকারিয়া (আ.) মুসা (আ.) হতে শ্রেষ্ঠ? না বরং শ্রেষ্ঠত্ব তো গুণে ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর যদি এমনই বিশ্বাস করেন তাহলে ঈসা (আ.) যিনি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আসবেন তিনি কি পরে আগনের কারণে তার পূর্বেকার সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমানিত হবেন? অতএব বুঝা গেল পরে আসার সাথে কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব নেই। এ কথা শুধু আমরাই বলছি না বরং পূর্বের বড় বড় বুযুর্গ ও আলেমরা এ কথা বলে গেছেন যেমন-

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানতবী সাহেব তার তাহযীরুন নাস পুস্তকে লিখেছেন-

সাধারন লোকদের ধারানায় রসূল (সা.) এর খাতাম হবার অর্থ হলো তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের পরে এবং তিনি (সা.) সর্ব শেষ নবী। কিন্তু বিবেকবান বা জ্ঞানীরা জানেন, যুগের দিক দিয়ে আগে পরে আসার মাঝে কোন আফজালিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

এর পর খাতমুল আওলিয়া পুস্তকে বলা হয়েছে-

যারা এর প্রকৃত মর্ম সম্বন্ধে অনবহিত তারা খাতামান নবীঈন এর ব্যাখ্যা করে, তিনি আবির্ভাবের দিক থেকে তাদের সর্ব শেষ বা শেষ নবী। সবার শেষে আগমনের মাঝে কীসের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? সবার শেষে আগমনের মাঝে কোন প্রজ্ঞাটি রয়েছে? এই ব্যাখ্যা বা ধারনা তো কেবল অজ্ঞ ও নির্বোধদের।

আমাদের কাছে শেষ নবীর অর্থ তাই যা মুহাম্মদ (সা.) নিজে শিখিয়েছেন সহী মুসলিমের কিতাবুল হজ্জে- তিনি (সা.) বলেছেন, 'ইন্নি আখেরুল আম্বীয়ায়ে ওয়া মাসজীদী হাযা আখেরুল মাসাজেদে' আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ আখেরী বা শেষ মসজিদ। এই একটি বাক্যে তিনি তার শেষ নবী হওয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন যদি তার মসজিদ শেষ মসজিদ হয়ে থাকে এবং এই মসজিদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরনের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে শত শত হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হতে পারে এবং এ সত্ত্বেও সেই মসজিদ, মসজিদে নববী আখেরী মসজিদ থাকে তাহলে বুঝা গেল তার আখেরী নবী হওয়া স্বত্ত্বেও তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা কল্পে তার অনুসরণে নবী আসতে পারে। আর যদি আখেরুল আম্বিয়া হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে তার অনুসরনে নবী না আসতে পারে তাহলে আখেরী মসজিদ হওয়ার কারনে এরপর আর মসজিদ নির্মিত হতে পারে না। দেখুন, এখানে রসূল (সা.) আখেরী নবী বা শেষ নবী হবার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা হলো মানুষ যদি নিচ থেকে উপরের দিকে দেখে তাহলে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা এবং উচ্চ মার্গের দিক থেকে শেষে এবং সর্ব উচূতে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

খাতাম শব্দটিকে আরবিতে বলা হয় ইসমে আলা বা যন্ত্রবাচক বিশেষ্য। আর এ কারণেই এর একটি অর্থ করা হয় মহর। অর্থাৎ কোন সীল মোহর যে বিষয়ের সেই সিল মোহর তা-ই অংকন করতে সক্ষম। যেমন কোন সচীবের সীল হলে যেখানেই তাকে লাগানো হবে সেই সচীবের খচিত নাম পদবীই তাতে অংকিত হবে। ঠিক একই ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতাম বা সীল কীসের? সকল নবীর। অর্থাৎ যাতে রসূল (সা.) এর মোহর লাগবে তাতেই পূর্ববর্তী নবীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অংকিত হবে। আর যার মাঝে নবীর বৈশিষ্ট্য অংকিত হবে তাকে আমরা নবীই বলবো। এটি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একক গৌরব ও মর্যাদা যা আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে একজন নবীর মর্যাদাও পেতে পারেন। এই অপরূপ ও মহান গৌরবের কথাই আল্লাহ্ তা'লা সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করলে চারটি পুরুষ্কার রয়েছে নবী সিদ্দিক শহীদ এবং সালেহ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"এখন মুহাম্মদী নবুওয়াত ছাড়া বাকী নবুওয়াতের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শরীয়তবাহী কোন নবী আসতে পারে না তবে হ্যা শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে কিন্তু শর্ত হলো, তাকে উম্মতী হতে হবে।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া রূহানী খাযায়েন ২০শ খন্ড পৃষ্ঠা ৪১২) খাতামান নবীঈন (সা.)-এর এ এক অনন্য শান ও মর্যাদা। কিন্তু আপত্তিকারীরা সামান্য বিবেক ও রসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেমবোধ না রেখেই বলে দেন, না, না, নবী হতে পারবে না বরং নবীর সঙ্গী হতে পারবে। কিন্তু ভাবে না ওয়াও-এ আতেফার মাধ্যমে চারটী পুরস্কারকে এক করে দেয়া হয়েছে। কোন একটির পথ বন্ধ করলে বা সব ক'টির পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের কথা মেনে নিলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা কেউ-ই নবী, সিদ্দিক, শহীদ, এবং সাধারণ সালেহও হতে পারবে না বরং আগের নবীর এবং তাদের উম্মতের সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহদের সঙ্গি হতে পেরেই নিজেদেরকে ধন্য মনে করবে। শ্রেষ্ঠ কে হলো? যারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ নাকি যারা সঙ্গী হতে পেরেই আনন্দিত তারা? আমাদের বিশ্বাস হলো, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যার আগমনের পূর্বেই তার খাতামিয়াতের প্রভাবে সকল নবীই নবুওয়াত লাভ করেছিল স্বয়ং সেই মহামহিয়ান খাতামান নবীঈন যখন এই ধরাধামে আসলেন তাঁর অনুসণে অবশ্যই যোগ্য নবী, যোগ্য সিদ্দিক, যোগ্য শহীদ এবং যোগ্য সালেহ হওয়া যায়।

কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরেযাত লিন্নাস' অর্থাৎ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআনের বাণী শুনলেই তারা দৌড়ে হাদীসের দিকে চলে যান, তারা বলেন, রসূল পাক (সা.) বলেছেন, লা নাবিয়্যা বাদি। অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই। আমরা কেউ এই হাদীসকে অস্বীকার করি না। আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ যখন বলেছেন তার পর আর কোন নবী নেই আমাদের কারো অধিকার নেই। ঠিক তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলিম শরীফ কিতাবুল ফিতনে আগমনকারী মসীহকে চারবার নবীউল্লাহ্ বলে ডেকেছেন। অর্থাৎ কারো সাধ্য নাই মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত উপাধি কেড়ে নেয়ার। আপত্তিকারীরা অবলিলায় বলে দেন, উম্মতে মুসলেমার সকল আলেম উলামার ইজমা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে না।

যেখানে সকল আলেম-উলামা একমত সেখানে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বা এ জামা'তের সদস্যরা যা বলছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। যদিও আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র আল কুরআনের আলোকেই মহানবী (সা.) এই পরম উৎকর্ষ প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-ই সেই সম্মানের অধিকারী যার অনুসরণে নবীর পদমর্যাদাও লাভ করা যায়। কিন্তু এ যুগের আলেম উলামারা কুরআনের কথা কম উল্লেখ করে কেচ্ছা-কাহিনীর উদাহরণ বেশী দিয়ে থাকেন। তাই তারা যে প্রকাশ্য মিথ্যা বলছে এর প্রমান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তারা বলেন, সকল আলেম উলামাদের ইজমা হলো, রসূল (সা.)-এর পর কোন ধরনের নবী নেই। এখন আমি কয়েকজন সুপরিচিত ও খ্যাতনামা আলেমদের উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) ৫৬০-৬৩৯ ফুতুহাতে মাক্কিয়া পুস্তকে বলেন, সেই নবুওয়াত যা রসূল (সা.)- এর সত্তায় শেষ হয়েছে তা হলো শরীয়তধারী নবুওয়াত, নবুওয়াতের পদমর্যাদ নয়। অতএব মহানবী (সা.)- এর শরীয়ত মুনসূখ করবে এমন কোন শরীয়ত আসতে পারে না, এতে কোন শিক্ষা রাড়াতেও পারেবে না, আর এটাই রসূল (সা.)-এর সেই কথার অর্থ যে, নবুওয়াত ও রিসালত বন্ধ হয়ে গেছে এবং ওয়ালা নাবিয়া বাদী ওয়ালা রাসূলা। অর্থাৎ আমার পর এমন কোন নবী আসবে না যে আমার শরীয়ত ছেড়ে অন্য শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, হ্যা, যদি আমার শরীয়তের অধিনে হয় তবে হতে পারে। আর আমার পর কোন রসূল নাই অর্থাৎ আমার পর দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে এমন কোন শরীয়তধারী রসূল আবির্ভূত হতে পারেন না যে তার শরীয়তের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। অতএব এই ধরণের নবুওয়াতের দ্বার বন্ধ করা হয়েছে, সকল ধরণের নবুওয়াত নয়। (ফুতুহাতে মাক্কিয়া, খন্ড ২ অধ্যায়-৭৩ পৃষ্ঠা-৩)

আহলে হাদীসের খ্যাতনামা আলেম হযরত নওয়াব নুরুল হাসান খান সাহেব ইবনে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব বলেন, হ্যা, আলেমদের নিকট লা নাবিয়া বাদির অর্থ হলো, আমার পর এমন কোন নবী আসবে না, যে শরীয়ত রহিত করে।

হযরত ইমাম শে'রানী (রহ.) লা নাবিয়া বাদি-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার (সা.)-এর বাণী লা নাবিয়া বাদি ওয়া লা রাসূলা বাদী-এর অর্থ হলো, তার পর কোন শরীয়ত ধারী নবী আসতে পারে না।

বেরলভী ফেরকার সনামধন্য আলেম ও বুযুর্গ মৌলভী আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আব্দুল হাই তার কিতাব দাফেউল ওয়াসাবেস এর ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর বা তা যুগের পর শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে কিন্তু নতুন কোন শরীয়তবাহী নবীর দ্বার রুদ্ধ।

শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবি রাহে. বলেন, (মৃত্যু ৬৩৮ হি)

মাখলুকের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়ত অব্যহত থাকবে যদিও শরীয়তী নবুওয়াতের দার রুদ্ধ হয়েছে, অতএব শরীয়তবাহী নবী হলো নবুওয়তের একটি প্রকারভেদ।

এরপর ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব শে'রানীর উক্তি শুনুন, ইনি হলেন খ্যাতনামা সুফি বুযুর্গ হিসাবে পরিচিত। তার কিতাব আলইয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে এই পুস্তকের দ্বিতিয় খন্ডে ৩৯ পৃষ্ঠায় বলছেন,

"জেনে নাও মুহাম্মদ সা. এর পর সকল ধরণের নবুওয়ত বন্ধ হয়নি কেবল মাত্র শরীয়তধারী নবুওয়াতের দ্বার বন্ধ হয়েছে।"

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাশেম নানতবী সাহেব বলেন, মাহনবী (সা.)-এর যুগের পরও যদি কোন নবী আসে এতেও মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতামিয়্যাতে কোন প্রভাব পড়বে না। (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা ৩৪)

এ ব্যপারে হানাফী, দেওবন্দী, বেরলভী, মোটামুটি সকল ফিরকার সনামধন্য

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

"যেহেতু মহানবী (সা.) আন্তরিক পবিত্রতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সততা, নম্রতা, দৃঢ়তা, নিষ্কলুষতা, খোদাভরসা, নিষ্ঠা, খোদা-প্রেমের সব দিক দিয়ে সব নবীদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন এবং সবার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, সম্পূর্ণ সম্মানিত, অধিক জ্যোতির্ময় ও অধিক নিষ্কলুষ বা মাসুম ছিলেন তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর আতর দিয়ে তাকে সবচেয়ে বেশী সুরভিত করেছেন এবং সেই বক্ষ যা সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর তুলনায় অধিক প্রশস্ত, পবিত্রতর, বেশী জ্যোতির্ময় ও অধিক প্রেমিক ছিল তা এমন ওহী লাভ করার যোগ্য হলো যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, পূর্ণতর, অধিক উচ্চমানের ও সম্পূর্ণ।"

আলেম ও বুযুর্গ, কুতুবুল আকতাব হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদ আলফে সানি হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (মৃত্যু ১০৩৪ হি) তিনি তার মাকতুবাতে লিখেন-

খাতমুর রুসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তার অনুসারীদের তার আনুগত্য ও উত্তরাধিকারী হিসাবে নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা তাঁর খাতামুর রুসুল হওয়ার পরিপন্থি নয়। অতএব তোমরা সন্দেহপোষনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (মাকতুবাত ইমাম রাব্বানী, মাকতুব নম্বর-৩০১ পৃষ্ঠা ৪৩২, প্রথম খন্ড)

এরপর হযরত ইমাম বাকের (রহ.) বলেন-

হরযত আবু জাফর ইমাম বাকের (রহ.) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু-এর ফাকাদ আতায়না আলা ইব্রাহীমাল কিতাবা...এর তফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আলে ইব্রাহীমে রসূল ও আম্বিয়া এবং ইমাম বানিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ ইব্রাহীমের বংশে তো নবুওয়াত ও ইমামেতর নেয়ামত লাভের কথা স্বিকার করে কিন্তু আলে মুহাম্মদে নবুওয়াত ও ইমামতের অস্বিকার করে। (আস্‌সাফী শারাহ্ উসুল আল কাফী, খন্ড ৩ অধ্যায়-১ পৃষ্ঠা ১১৯)

মাওলানা রোমী তার এক পক্তিতে বলেন-

নেকীর পথে খেদমতের এমন পরিকল্পনা কর যেন উম্মতের মাঝে তুমি নবুওয়াত পেয়ে যাও। (মসনবী মাওলানা রোম দফতর পঞ্জম পৃষ্ঠা ৪২-কানপূর)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

হে নির্বোধ ও অন্ধরা! আমাদের নবী (সা.) এবং আমাদের সাইয়েদ ও মওলা তার ওপর হাজারো সালাম, স্বীয় উচ্চতর মর্যাদার দিক থেকে সকল নবীকে ছাড়িয়ে গেছেন, কেননা পূর্ববর্তী নবীদের পদমর্যাদা একটি পর্যায় পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল আর এখন সেই সব জাতি, সেই সব ধর্ম মৃত, তাদের মাঝে কোন জীবন নাই কিন্তু মহানবী (সা.) এর আধ্যাত্মিক কল্যান কিয়ামত পর্যন্ত চলমান তাই তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক কল্যান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন মসীহর বাহির থেকে আসার কোন প্রয়োজন নেই কেননা তাঁর অধিনে, তাঁর দাসত্বে পালিত হওয়া এক সাধারণ মানুষকেও মসীহ বানাতে পারে যেমন এই অধমকে বানিয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমার ধর্মমত হলো, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) কে পৃথক করে এ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত নবী একত্রিত হয়েও যদি সেই দায়িত্ব ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন করতে চাইতেন যা মহানবী (সা.) সম্পাদন করে গেছেন, তাহলে তারা তা কখনই করতে পারতেন না। তাদেরকে সে অন্তর আর সে শক্তিই প্রদান করা হয়নি যা আমাদের নবী (সা.) কে প্রদান করা হয়েছিল।

যদি এ কথায় কেউ নবীদের বে আদবী মনে করে তবে সেই অজ্ঞের পক্ষ থেকে তা হবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা। আমি সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা আমার ঈমানের অঙ্গ মনে করি। কিন্তু সকল নবীর ওপর হযরত নবী করীম (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার ঈমানের সবচাইতে বড় অঙ্গ, আর এ বিশ্বাস আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। দুর্ভাগা আর দৃষ্টি শক্তি বঞ্চিত বিরোধী যা ইচ্ছা বলূক। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সা.) যে কাজ সম্পাদন করে গেছেন তা পৃথক পৃথকভাবে কিম্বা সম্মিলিতভাবে অন্য কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারতো না। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বিশেষ। যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহি মাইয়্যাশাউ। (মলফুযাত প্রথম খন্ড, ৪২০)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, তিনি (সা.) খাতামান নবীঈন এই অর্থে নয় যে, তার হতে কোন আধ্যাত্মিক কল্যান পাওয়া যাবে না বরং এই অর্থে তিনি খাতামান নবীঈন কেননা তিনি খাতাম-এর অধিকারী। তাঁর এই মোহর ছাড়া কেউ কোন ধরণের কল্যান লাভ করতে পারে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার মোহরে এমন নবুওয়াতও লাভ হতে পারে যার জন্য তার প্রথমে উম্মত হওয়া আবশ্যক। (হাকীকাতুল ওহী)

সত্যিই আহদীয়া জামা'ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যেভাবে খাতামান নবীঈন বিশ্বাস করে এর লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্যরা বিশ্বাস করে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর উন্নত মকাম ও মর্যাদা বুঝার তৌফীক দান করুন আমীন। ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৫)

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি রেফারেন্স দৃষ্টান্ত হিসেবে নীচে উল্লেখ করা হলো (এগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী, হযরত মির্যা সাহেব (আ.)–এর লেখা ৯১ খানা পুস্তক এবং আহ্‌মদীয়া সাহিত্য, পত্র-পত্রিকাদি এবং ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।

'বূরুজী' আবির্ভাব ঃ- সূরা জুমুআ ঃ ৪ আয়াতে আধ্যাত্মিক অর্থে বুরুজীভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এ সম্বন্ধে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে "লাও কানাল ঈমানু মোয়াল্লিকান ইনদা সূরাইয়া লানালাহু রেজালুন মিন্ হাউলায়ে" প্রণিধানযোগ্য।

খেলাফতের প্রতিশ্রুতি ঃ সূরা নূর ঃ ৫৬ আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঐশী-প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বিশেষভাবে ইসলামের আবির্ভাব-যুগে এবং আখেরী-যুগে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সম্বন্ধে মেশকাত ও অন্যান্য হাদীস দ্রষ্টব্য।

আবির্ভাব কাল ঃ- সূরা সিজদা ঃ ৬ আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (সহী হাদীস অনুযায়ী প্রথম তিনশত বছর ইসলামের গৌরবময় যুগ) এক হাজার বছরে উহা আকাশে উঠে যাবে। অর্থাৎ ১০০০+৩০০ বছর =১৩০০ বছর পর উপরে বর্ণিত সূরা জুমুআর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশ হতে ধরাপৃষ্ঠে ঈমানকে আনয়নের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন অবধারিত। ফলতঃ চৌদ্দশত হিজরীর প্রারম্ভেই আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঐশী-নির্দেশে তাঁর দাবী পেশ করেছেন।

বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতিঃ- সূরা সাফঃ ১০, ফাতহ ২৯-৩০, তাওবাঃ ৩৩ প্রভৃতি আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস ও বুজুর্গানে উম্মতের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত যে, ' প্রতিশ্রুত মসীহ্' এবং প্রতীক্ষিত মাহ্‌দী' (আ.)- এর মাধ্যমে আখেরী যুগে ইসলাম–প্রচার ব্যবস্থা সুসংগঠিত হবে এবং ঐশী সাহায্যের দ্বারা ইসলামের বিশ্ব-বিজয় হবে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর বংশ, নাম, দৈহিক গঠন এবং আবির্ভাব স্থান ঃ- সূরা আনআম ঃ ২৯, সাফঃ ৭, জুমুয়া ৪, ইয়াসিনঃ ২১-২৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বুযুর্গানে উম্মতের অভিমতের আলোকে বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পুর্ণতা লাভ করেছে।

চরম বিরোধিতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহঃ- সূরা বাকারা ঃ ২৯৫, ইয়াসিনঃ ৩১, বুরুজ ৮-১২, আনআমঃ ২২ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমকালীন অহঙ্কারি দাম্ভিক আলেমগণ আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। এর দ্বারাও দাবীকারকের সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

৩) আখেরী যুগের চিহ্নাবলী ঃ

আখেরী যামানায় বিশেষ নিদর্শনাবলীর প্রকাশ সম্পর্কে সূরা তাকভীর ঃ ২-১৯, ইনফিতার, ইনশিকাক, যিলযাল, বুরুজ, কারিয়াহ এবং সংশ্লিষ্ঠ হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কতকগুলো বিশেষ ঘটনা, চিহ্নাবলী এবং নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে যদ্বারা 'আখেরী যুগ' সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঃ- সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৬-৯৮ , কাহাফ ৫-৬ ও ৯৫-৯৯ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত তথ্যাবলী হতে একদিকে যেমন ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল এর ফেতনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে জানা যায়, অপরদিকে সেই ফেতনা হতে রক্ষাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)- এর আগমন সম্পর্কেও জানা যায়। 'দাজ্জাল' বলতে ত্রিত্ববাদী মতবাদ এবং ''ইয়াজুজ-মাজুজ' বলতে পাশ্চ্যাত্যের দুটি প্রধান সামরিক রাজনৈতিক জোট এবং উহাদের ফেতনার কথা বলা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে রূপক-বর্ণনার রীতি পবিত্র কুরআন (আলে–ইমরান ঃ ৮)–হাদীস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত বিষয়।

'আযাব' সংক্রান্ত ঐশী-নীতির আলোকে ঃ সূরা বনী-ইস্রায়েল ঃ ১৬-১৭ রহমানঃ ৩২-৪৬, যিলযাল এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী-আযাব হতে

উদ্ধারকারী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের সপক্ষে পৃথিবীব্যাপী অগণিত আযাব ও ঐশী-শাস্তিমুলক নিদর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ সমুজ্জল সাক্ষ্য বহন করছে।

ইহুদী জাতির পুনঃ একত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিঃ সূরা বনী ইস্রায়েল ঃ ১০৫, আম্বিয়া ৯৮, ১০৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস অনুযায়ী আখেরী-যুগের অন্যতম বিশেষ নিদর্শন এবং সনাক্তকারী-ঘটনা হিসেবে 'ইস্রায়েল' নামক ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯ ইং) এবং দু' হাজার বছর পর ইহুদীদের পুনঃএকত্রিত হওয়ার ঘটনা জ্বলন্ত-সাক্ষ্য বহন করছে যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর যামানা।

হাদীসের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীতে আখেরী যুগের অবস্থা এবং সনাক্তকারী বিশেষ চিহ্ন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

যানবাহন হিসেবে উটের ব্যবহার উঠে যাবে, ধর্মীয়-জ্ঞান এবং তার যথাযথ অনুশীলনের তীব্র অভাব হবে, সৎকাজ হ্রাস পাবে, ঝগড়া- বিবাদ বুদ্ধি পাবে, বেশী বেশী ভূমিকম্প হবে, বাদ্য-যন্ত্র এবং গায়িকা-নারীর প্রাধান্য হবে, দলনেতা ফাসেক হবে, ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট থাকবে, মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত–শুন্য হবে, আলেমগণ আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে এবং ফেৎনা–ফাসাদ ছড়াবে, আমানতের খেয়ানত ব্যাপকভাবে করা হবে, মানুষ অত্যধিক অত্যাচারী ও অহংকারী হবে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, সুদের ব্যাপক প্রচলন হবে, ধর্মকে দুনিয়ার পশ্চাতে রাখা হবে–অবৈধ-সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি পাবে, উট চালকও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করবে, মুসলমানগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (যার মধ্যে একটি ব্যতীত সকলে ঝগড়া-বিবাদের আগুনে থাকবে), ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বলা অনাবশ্যক যে, বর্তমান যুগের পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং এখনও এগুলোর বহিঃপ্রকাশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। বিশ্বজনীন-ধর্ম হিসাবে ইসলামই এক মাত্র ধর্ম, যা পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম এবং ধর্মীয় মহাপুরুষদিগকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে (সূরা ইউনুস ঃ৪৮)। অবশ্য একথা সত্য যে, বিভিন্ন কারণে অতীতের গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত হয় নাই এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিকৃতি এবং হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো দ্বারাও 'আখেরী তথা কলি-যুগ' এবং সেই যুগের মহাপুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্নাবলীর উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো বর্তমান কালে পূর্ণতা লাভ করেছে।

(৪) দাবীকারকের ব্যক্তি–চরিত্র এবং 'তাকওয়া'–ভিত্তিক গুণাবলী

মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা নিরূপনের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে দাবীর পূর্বেকার জীবনের পবিত্রতা, সত্যবাদিতা এবং সাধুতার সাক্ষ্য–প্রমাণের কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে (সূরা ইউনুস ঃ ১৭)। এই নীতির আলোকে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী ইমাম মহদী (আ.)–এর ব্যক্তি চরিত্র এবং তাকওয়া ভিত্তিক দাবীপূর্ব অবস্থা কিরূপ ছিল তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর পূর্ববর্তী-জীবন কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব লিখেছেন, "মির্যা সাহেব মুহাম্মদী শরীয়াতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার ও মুত্তাকী" (ইশয়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ট বর্ষ, ১ম সংখ্যা)। অনুরূপভাবে সমকালীন পত্রিকার মন্তব্য প্রণিধান যোগ্যঃ–"চরিত্রের দিক দিয়ে মির্যা সাহেবের সমগ্র জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালিমার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। তিনি এক পরম-পবিত্র ও মুত্তাকী-জীবন যাপন করেছেন।" (অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'উকিল' ৩১-০৫-১৯০৮ইং)।

হযরত মির্যা সাহেব (আ.)–ঘোষণা করেছেন ঃ "কে আছে যে আমার জীবনীতে কোন দোষ–ত্রুটি বের করতে পারে?" (তাজকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর দাবীর সত্যতা অনুধাবন করার জন্য একটি সহজ পন্থা হিসেবে 'ইস্তেখারা' দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ("নিশানে আসমানী" পুস্তক প্রকাশকাল–১৮৯২ইং)। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং কল্যাণে শত–সহস্র লোক ইস্তেখারার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতার সপক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়ে আহমদীয়া জামা'তে বয়আত গ্রহণ করেছেন।

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)–এর মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আযাদ লিখেছেনঃ "তিনি এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখনী ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিস্ক ছিল মূর্তিমান বিস্ময়....তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব সংঘটিত হত....তিনি প্রলয়–বিষাণ হয়ে নিদ্রিতকে জাগ্রত করতেন।....ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি যেরূপ বিজয়ী-সেনাপতির ন্যায় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে রেখেছিল, তা যেন ভবিষ্যতেও কায়েম থাকে। খৃষ্টান এবং আর্যদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যেসকল পুস্তক রচনা করে গেছেন, জনগণের মধ্যে ঐগুলো অত্যধিক সমাদৃত হয়েছে।" (উকিল পত্রিকা–২৩শে জুন, ১৯০৮)

ইসলামের পুনরুত্থান বা আহমদীয়াতের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট-ব্যক্তি (মামুর মিনাল্লাহ) হিসেবে এ পৃথিবীতে আমার আবির্ভাব হওয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লার মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে যেরূপ শোচনীয় নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূরীভূত করে মানবজাতি এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ককে পুনঃ সংস্থাপিত করে দেওয়া এবং প্রকৃত সত্যের বিকাশ সাধন করে পরস্পর কলহ–বিবাদে মত্ত সম্প্রদায়গুলোর মতবিরোধ এবং ঝগড়া–ফ্যাসাদ সমুলে উৎপাটিত করে তদস্থলে প্রেম–প্রীতি এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা ও পরিবেশ আনয়ন করা। এবং পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ধর্মের অন্তর্নিহিত সুপ্ত মৌলিক সত্যসমুহ পুনরুদ্ধার করা।

বর্তমান যুগের বস্তুবাদিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত মানুষের হৃদয় হতে অপসারিত এবং সম্পূর্ণ বিলুপ্ত রূহানী শক্তিসমূহকে আল্লাহ্-প্রদত্ত জাজ্বল্যমান নিদর্শনের

মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বিকাশ সাধন করা। এবং পুরাতন বানওয়াট কিচ্ছা–কাহিনী ও ভিত্তিহীন প্রচলিত কিংবদন্তীসমূহের মন্দ-প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালনের ফলশ্রুতিতে এবং দোয়ার মাধ্যমে লব্ধ খাঁটি ধর্মজ্ঞানের প্রকৃত ব্যাখ্যা বর্ণনা করা। এবং ধরাপৃষ্ঠ হতে অধুনালুপ্ত খাঁটি তৌহীদকে পুণরায় মানব সমাজের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে রূহানী বীজ বপন করে দেওয়া। তবে এরূপ মহান কার্য আমার ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা সম্ভব নহে। বরং ইহা সেই খোদা-প্রদত্ত শক্তি দ্বারাই সাধিত হবে, যিনি আসমান ও জমীনের খোদা।" ('লেকচার লাহোর' ৪৭ পৃঃ)।

(৫) ঐশী নিদর্শন–মূলক সাক্ষ্য–প্রমাণঃ

ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে দাবীকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–তাঁর সত্যতার সমর্থনে এবং কলমের জিহাদের বিশেষ উপায়–উপকরণ স্বরূপ তাঁর সাহায্যের জন্য প্রকাশিত ঐশী–নিদর্শন সমূহের সাক্ষ্য–প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যেগুলো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বিশ্ববাসীকে তিনি অবহিত করেছেন এবং এই প্রচারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চিহ্নাবলী তাঁর আগমনের স্থান ও কাল, তাঁর নাম ও বংশ, তাঁর সংগঠন ও কার্যাবলীর সাক্ষ্য দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বিভিন্ন গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয়ে পুর্বাহ্নে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছেন এবং সেগুলো যথাসময়ে সংঘটিত হয়ে তাঁর দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে।

হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করেছেনঃ "বস্তুতঃ আমার নামের সপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমান। (প্রথমতঃ) আমার খোদা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সত্ত্বাধিকারী, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তিনি স্বীয় নিদর্শন সমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

যদি কোন ব্যক্তি ঐশী নিদর্শন সমূহে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (দ্বিতীয়তঃ) যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম কথা এবং তত্বজ্ঞান বর্ণনায় আমার সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী। (তৃতীয়তঃ) যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐশী রহস্যপূর্ণ সমস্ত ব্যাপার যাহা খোদা তা'লার অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে, আমার অনুরূপ হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে আমি খোদা তা'লার পক্ষ হইতে নহি।" (আরবাইন, ১ম খন্ড)

গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে এবং ঐশী বাণী প্রাপ্তির দাবী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত দুটি মাপকাঠি নিম্নরূপ ঃ-

(ক) সূরা জ্বিন ঃ (২৭–২৮)

"আলেমুল গায়েবে ফালা ইয়াজহেরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মানির তাজা মির রাসুলিন।" অর্থঃ- "আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। ফলতঃ তিনি গুপ্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে কাহারও নিকট প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করেন না-সে ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে তিনি রাসুল হিসাবে মনোনীত করেন।"

(খ) সূরা হাক্কা ঃ (৪৫:৪৮) "ওয়া লাও তাকাওওয়ালা আলায়না বা'জাল আকাবীল। লা আখাযনা মিনহুবিল ইয়ামিন। সুম্মা লাকাতা'না মিনহুল ওয়াতীন। ফামা মিনকুম মিন আহাদিন আ'নহু হাজেযীন।"

অর্থ ঃ- "যদি সে আমাদের নামে কোন কথা বানাইয়া বলিত, তবে আমরা অবশ্যই তাহার দক্ষিন হস্ত ধারণ করিয়া তাহার জীবন শিরা কাটিয়া দিতাম। তখন তোমাদের কেহই তাহার থেকে আমাদিগকে বাধা দিতে পারিতে না।"

উপরোক্ত দুটি মাপকাঠির আলোকে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী-কারকের সত্যতা সহজেই নিরুপণ করা যেতে পারে।

হযরত মির্যা সাহেব দাবী করেছেন যে, ওহী-ইলহাম, কাশফ-রুইয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অনেক গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যার ভিত্তিতে তিনি অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং কতকগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তার ভবিষ্যদ্বাণী সমুহ কোনক্রমেই পবিত্র কুরআনের বিরোধীতো নয়ই, বরং পবিত্র কুরআনের মহা–কল্যান ও আশীষ দ্বারা পরিপুষ্ট। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি মিথ্যা দাবীকারক হতেন এবং নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র কথা বলে চালাতেন, তাহলে উপরোক্ত ঐশী-নীতি অনুযায়ী (ক) ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ একটা একটা করে পূর্ণ হওয়ার কারণ কি এবং (খ) তিনি ওহী–ইলহাম, কাশফ ও রুইয়া লাভের দাবী করার পরও চতুর্দিক হতে প্রবল বাধা ও চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও উর্ধকাল যাবত বেঁচে থেকে ইসলামের সুমহান খেদমত ও প্রচার করার সুযোগ পেলেন কি কারণে?

ফলতঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতা এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী সাহায্য ও ঐশী সমর্থিত নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতরুপে প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেনঃ "বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যেরূপ সমুদ্র বিরাজিত, সেরূপ এই সংগঠনও খোদার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিন কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হয় এবং প্রত্যেক নিদর্শন ভবিষ্যদ্বানীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমি দশ হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাত্র নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করেছি। প্রকৃত পক্ষে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একটি বিরাট পুস্তকেও সংকুলান হবে না। এরূপ হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ কি কোন মিথ্যাবাদীর জীবনে সংঘটিত হতে পারে? " (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃ– ২৪)।

হযরত মির্যা সাহেব কর্তৃক কলমের জিহাদ অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা বিজয় ইসলামের কল্যাণময় আশীষ–ধারার চির প্রবহমানতা, ইসলামের পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সব প্রকার অপবাদের খন্ডন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার্থে বাস্তব–সম্মত পদক্ষেপপূর্ণ পুস্তকাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশ বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্রসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট পুস্তকাবলী এবং Website দ্রষ্টব্য।

কতকগুলো ঐশী নিদর্শনের তালিকা নিম্নরূপঃ

১–খৃষ্ট–ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী–নিদর্শনাবলীঃ

* পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমের সঙ্গে ভারতবর্ষের অমৃতসরে ১৫দিন বাহাস (১৮৯৩ইং), তাঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত ইলহাম–ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্ববাণীর শর্তানুযায়ী আথমের মৃত্যু। পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পরিণামে হযরত মির্যা সাহেবের সম্মানজনক বিজয়ের নিদর্শন।

* পাঞ্জাবের খৃষ্ট–সমাজের তৎকালীন লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড জর্জ লেফ্রাই সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং লেফ্রাই সাহেবের টাল–বাহানা (১৯০০ইং)।

* শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা (আঃ)–এর কবর সম্পর্কে ঘোষণা (১৮৯৫ইং) এবং 'মসীহ হিন্দুস্তান মে' ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকাবলী প্রনয়ণ ও প্রকাশ এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী।

২– হিন্দু–ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী–নিদর্শনাবলীঃ

* পন্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (১৮৯৩ইং) এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথা সময়ে পূর্ণতা (১৮৯৭ইং)।

* স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর মৃত্যু (১৮৮৫ইং)।

* পন্ডিত ইন্দ্রমোহন মোরাদাবাদীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং তাঁর পশ্চাদাপসরণ (১৮৮৫ইং)।

* ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'শুভ–চিন্তক' পত্রিকার পরিচালক সোমরাজ, পন্ডিত ইচ্ছর চন্দ্র এবং পন্ডিত ভগৎরামের প্লেগ জনিত মৃত্যু (১৯০৭ইং) এবং অন্যান্য নিদর্শনাবলী।

৩– শিখদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

* হযরত মির্যা সাহেব (আ.)–১৮৯৫ইং সনে "ডেরা বাবা নানক" স্থানে গমন করেন এবং বাবা নানকের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন। 'সৎ বচন' নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করতঃ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে শিখ–ধর্মগুরু 'বাবা নানক' মুসলমান ছিলেন।

* পাঞ্জাবের শিখ রাজপুত্র রাজা দিলীপ শিং সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

৪– বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ও অন্যান্যদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলীঃ

* বাটালা নিবাসী মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শন।

* হুশিয়ারপুর নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ ও তাঁর কন্যা মুহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তদনুযায়ী আহমদ বেগের মৃত্যু।

* ঝিলামের ফৌজদারী আদলতে জনৈক করমদীন কর্তৃক মামলায় হযরত মির্যা সাহেবের বেকসুর খালাস, ঝিলাম গমনের ফলে বিপুল সম্বর্ধনা এবং বহুলোকের বয়আত গ্রহণ। কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে আসার পথে বিরূদ্ধবাদীদের দেওয়াল নির্মাণ এবং ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশ প্রদান। মৌলবী রসূল বাবা লিখিত "হায়াতে মসীহ্" পুস্তকের বিষয় খন্ডন করতঃ "ইতমামে হুজ্জত" নামক পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশ।

৫– ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী ঃ

* পাঞ্জাবে মহামারী রূপে প্লেগের আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের প্লেগের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বধর্ম সম্মেলন' (১৮৯৭ইং) এবং উহাতে পঠিত প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ('ইসলামী উসুল কি ফিলসফি')।

৬– আফগানিস্তানের জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

* সাহেবযাদা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব এবং মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের শাহাদত বরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* আফগানীস্তানের জন্য ঐশী শাস্তির ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতার প্রবাহমানতা।

৭– ইরানের জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

* কিসরার রাজ প্রাসাদ তথা ইরানের 'কম্পন অবস্থা' (বিপ্লব অবস্থা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

৮= রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

* রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট 'জার' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* সম্রাট জারের সিংহাসন–চ্যুত অবস্থা এবং স্ব–পরিবারে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ।

* রাশিয়ার ভবিষ্যত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

*আমেরিকান পাদ্রী আলেকজন্ডার ডুই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর মৃত্যু।

* ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* ইংল্যান্ডের ধর্মযাজক জন হুগ স্মিথ পিগট–সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* ইসলামের প্রতি ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্যবাসীদের আকৃষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

৯– বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ

* বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টির ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী।

১০– চীন ও জাপানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শণঃ

* প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহা জাপান ও চীনের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

১১– পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শণঃ

* পাকিস্তানে হিজরত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

* পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের প্রচন্ড বিরোধিতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

১২– বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ নিদর্শন ও জামাতের চূড়ান্ত সাফল্যঃ

* ১৮৬৪ইং সনে স্বপ্নে হযরত রসূল করীম (সা.)–এর দর্শন লাভ এবং প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হওয়ার পুর্বাভাস। ১৮৬৮ইং সনে ইলহাম লাভ করেনঃ 'বাদশা তেরে কাপড়োঁ ছে বরকত ঢুণ্ডেগে' অর্থাৎ 'বাদশা তোমার বস্ত্র হতে আশীর্বাদ অনুসন্ধান করবেন।'

* বিশেষ সুর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা, উল্কাপাত ও নক্ষত্রের উদয়।

* 'সুলতানুল কলম' হিসেবে প্রাপ্ত ঐশী উপাধী। ৯১ খানা মহা–মূল্যবান পুস্তক রচনা দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

* পাঁচটি বিশেষ ঐশী নিদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো এখনও পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

*‘মুসলেহ মাওউদ’ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

* স্বীয় জীবন, কার্যাবলী ও সাফল্য, মৃত্যু এবং ‘কুদরতে সানিয়া’ হিসাবে খেলাফতের অব্যাহত ধারা, ওসীয়্যত ব্যবস্থা প্রবর্তণ।

* বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্তের অবসান এবং তিন শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা’তের মাধ্যমে ইসলামের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। (তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন এবং তাজাল্লিয়তে ইলাহিয়া এবং আল-অসিয়্যত সহ তাঁর প্রণীত ৯১ খানা পুস্তকের আলোকে)

১৩- মধ্যপ্রাচ্য-বাসীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শণঃ

* আখেরী যুগে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী’ হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আরবী-ভাষীদের জন্য বিশেষভাবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকলের জন্য সাধারণভাবে অনেকগুলো ঐশী-নিদর্শণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এরূপ কয়েকটি বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম যেগুলো মূলত: কলমের জিহাদেরই অন্তর্ভূক্ত।

১৪- আরবী সকল ভাষার জননী, পবিত্র কুরআন সকল ধর্মগ্রন্থের জননী এবং মক্কা সকল নগরের জননীঃ

পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-বিশেষ জ্ঞান লাভ করে ঘোষণা করলেন যে, আরবী ভাষাই সকল ভাষার জননী। অনুরূপভাবে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পবিত্র কুরআন অতীতের সকল ধর্ম-পুস্তকের জননী এবং মক্কা-নগরী সকল নগরের মাতা। তিনি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে (‘মিনানুর রহমান’ও অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য) এই সকল জ্ঞান-গর্ভ এবং বিস্ময়কর তত্ত্ব-কথা উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে এই সব সুত্র ধরে অনেক গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

১৫- আরবী ভাষায় খুতবাঃ

১৯০০ইং সনের ঈদুল আযহার দিনে হযরত-মির্যা সাহেব (আ.)-ঘোষণা করলেন যে, তিনি আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করবেন। তাঁর সেই বক্তৃতা ‘দ্রুত লিপিবদ্ধকারী’ দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তা পরবর্তীতে ‘খুতবায়ে ইলহামিয়া’ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামে কুরবানীর মূল দর্শন সম্পর্কে এই বক্তৃতায় অতি উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬- আরবী ভাষায় ৪০,০০০ শব্দমূল (Roots) শিক্ষাঃ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-বিশেষ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করেন নাই। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহ শিক্ষকের কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখেছেন এবং আরবী ভাষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। এমনকি তিনি আরবী ভাষাভাষী কোন দেশে কখনই ভ্রমন করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করলেন তখন সমকালীন উলামা এবং পন্ডিতগণ তাঁর দাবীর প্রতি নানা করণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো। এই সকল অভিযোগের মধ্যে প্রধান কারণ ছিল এই যে হযরত মির্যা সাহেবের প্রাতিষ্ঠানিক কোন ডিগ্রী ছিল না। যখন-বিরুদ্ধবাদীদের হাসি-ঠট্টা চরমে পৌঁছলো তখন আল্লাহ্ তা’লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি এক রাতে ৪০,০০০ শব্দ-মূল (Roots) শিক্ষা করলেন (জানুয়ারী ১৮৯৩ইং)। তাঁকে আরবীতে লেখা শুরু করার জন্য ঐশী নির্দেশ দেয়া হলো এবং তদনুযায়ী তিনি অনেক আরবী প্রবন্ধ, কবিতা, পুস্তক, পত্রাদি লিখেছেন।

১৭- আরবীতে লিখিত ২০খানা পুস্তকের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জঃ

* ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’-এর পুস্তকাংশ ‘আল তবলীগ’ নামে ১৮৯৩ইং প্রকাশিত হয়। এই লেখার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষ, আরবদেশ এবং অন্যান্য দেশের সম্মানিত লোকদের সম্বোধন করতঃ তাঁর দাবীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। বনী ইস্রাঈলী নবী যিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর পুনরাগন দ্বারা ঈসা-সদৃশ্য হিসাবে যাঁর আবির্ভাব হওয়ার কথা তিনি (স্বয়ং) যথা সময়ে এসেছেন।

* ‘তোহফায়ে বাগদাদ’ নামক আরবী পুস্তক লিখিত হয় ১৮৯৩ইং সনে। এই পুস্তকের মাধ্যমে তিনি সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক কাদীর বাগদাদী কর্তৃক আরবীতে লিখিত পত্র এবং প্রচার পত্রের জবাব প্রদান করেন।

* ‘কেরামাতুস সাদেকীন’ নামক আরবী পুস্তকের মাধ্যমে ৪টি আরবী কাসীদা এবং আরবীতে সূরা ফাতিহার তফসীর লেখা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীকে আরবীতে লেখার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয় (১৮৯৩ইং)।

* ‘হামামাতুল বুশরা’ নামক আরবী পুস্তকে তিনি ‘মসীহ মাওউদ’ হওয়ার দাবীর ব্যাখ্যা করেন। আরবদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ‘মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মক্কী’ ভারতবর্ষ ভ্রমনকালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুরোধে এই পুস্তক খানা লেখা হয়।

* ‘নুরুল হক’(১ম খন্ড) পুস্তকখানা আরবীতে লিখিত হয় ১৮৯৪ইং সনে। ‘পাদ্রী ইমাদুদ্দিন’ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় যে আক্রমণাত্মক পুস্তক (তৌযিনুল আকওয়াল) লিখেছিল এর জবাবে হযরত মির্যা সাহেব নূরুল হক পুস্তকটি রচনা করেন আর এতে সেই পুস্তকের সমকক্ষ পুস্তক লেখার জন্য ৫,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়।

* ‘নুরুল হক’ (২য় খন্ড) পুস্তকখানা আরবীতে লিখিত। হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৯৪ইং সালে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার পর মৌলবীদের পক্ষ থেকে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলো জবাব এই পুস্তকে প্রদান করা হয়েছে (১৮৯৪ইং)।

* ‘সিররুল খিলাফা’ নামক আরবী পুস্তকের অংশ বিশেষ উর্দুতে লিখিত। তিনি শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যস্থিত খিলাফত সম্পর্কিত মত-পার্থক্যের নিরসন করেন এবং ইসলামের প্রথম চারজন খলীফাকে সত্য বলে ঘোষণা করেন। তাঁর ধারণা সত্য কি না তা পরীক্ষা করার জন্য মুবাহালার আহব্বান জানান এবং সেই সংগে ৫,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ ছাড়া মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীকে অনুরূপ একখানা আরবী পুস্তক লেখার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

* ‘ইতমামে হুজ্জত’ পুস্তকখানার অর্ধেকাংশে আরবীতে এবং অপরাংশ উর্দুতে লিখিত। এই পুস্তকের মাধ্যমে অমৃতসরের

মৌলবী রসুল বাবা লিখিত 'হায়াতে মসীহ' পুস্তকের খন্ডন করা হয়েছে (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই ব্যক্তি ১৯০২ সনে প্লেগে মারা গিয়েছে)।

* 'মিনানুর রহমান' পুস্তক আরবীতে লিখিত (১৮৯৫ইং)। এই পুস্তকে 'আরবী সকল ভাষার জননী এবং মক্কা সকল নগরের মাতা' এই দাবী করা হয়েছে।

* 'হুজ্জাতুল্লাহ' নামে আরবী পুস্তকে তিনি গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে কতিপয় বিরুদ্ধবাদীর অভিযোগের উত্তর প্রদান করেছেন এবং আরবী ভাষায় গদ্য ও পদ্য লেখার জন্ম চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন (১৮৯৭ইং)।

* 'নাজমুল হুদা' পুস্তকখানি আরবী (উর্দু ও ফার্সী অনুবাদসহ) ১৮৯৮ইং সনে প্রকাশিত হয়।

* 'হকীকাতুল মাহ্‌দী'নামক পুস্তকের একাংশে আরবী ও ফার্সীতে তিনি তাঁর দাবী সম্পর্কে উল্লেখ করেন (১৮৯৯ইং)।

* 'খুৎবা ইলহামিয়া' (১৯০২ইং) আরবী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা। কুরবানীর প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

* 'লুজ্জাতুন নূর' পুস্তক আরবীতে লিখিত (১৯০০ইং)। আরব, সিরিয়া, বাগদাদ, ইরাক, খোরাসানের উলেমার প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধিত।

* 'তোহ্‌ফায়ে গোলড়াবিয়া' (১৯০২ইং) পুস্তকের একাংশ আরবীতে পাঞ্জাব, ভারত, আরব, পারস্য এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমানদিগকে জেহাদ সম্পর্কিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং তফসীরে কুরআন লেখার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে।

* 'ইজাযুল মসীহ' নামক পুস্তকে আরবী ভাষায় সূরা ফাতেহার তফসীর লেখা হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইহার সমতুল্য তফসীর লেখার জন্য আহ্বান জানানো হয় (১৯০২ইং)।

* 'আলহুদা' নামক আরবী পুস্তকের মাধ্যমে হযরত মির্যা সাহেব মিশরের 'আলমানার' নামক পত্রিকার সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ রশীদ রেজা কর্তৃক আনীত অভিযোগের দাঁত-ভাঙ্গা জবাব উপস্থাপন করেন (১৯০২ইং)।

* 'ইজাযে আহমদী' পুস্তকে তিনি অনবদ্য আরবী কবিতা সংযুক্ত করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অনুরূপ কবিতা লেখার জন্য আহ্বান জানান এবং দশ হাজার টাকার পুরস্কারসহ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

* 'মাওয়াহিবুর রহমান' নামক আরবী পুস্তকের মাধ্যমে মিশর হতে প্রকাশিত 'আল-লেওয়া' নামক পত্রিকার সম্পাদকের অভিযোগের জবাব প্রদান করেন এবং আহমদীয়া জামা'তের আকীদা বর্ণনা করেন (১৯০৩ইং)।

* 'সীরাতুল আবদাল' নামক আরবী পুস্তকে হযরত মির্যা সাহেব অতি বাগ্মিতার সংগে আল্লাহর নৈকট্যশীল লোকদের লক্ষণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন (১৯০৩ইং)।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-বলেছেনঃ

"খোদা তা'লা আমাকে ৪টি নিদর্শন দিয়েছেনঃ (ক) কুরআন শরীফের অলৌকিকত্বের প্রতিচ্ছায়ায় আমাকে ভাষা, বাগ্মিতা এবং রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার মোকাবিলা করার মত কেউ নেই।

(খ) আমাকে কুরআন শরীফের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, হকিকত ও মা'রেফাত প্রকাশ করবার নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে। এতদ্বিষয়ে কেউই আমার মোকবিলা করতে সক্ষম নন।

(গ) আমি আমার অসংখ্য প্রার্থনা মঞ্জুরীর তথা দোয়াসমূহ কবুলিয়তের নিদর্শনপ্রাপ্ত হয়েছি। ইহাতেও আমার সমকক্ষতা করতে কেউই সক্ষম নয়। ইহা আমি শপথ করে বলতে পারি এবং ইহার প্রমাণও আমার হাতে বিদ্যমান রয়েছে যে, আমার ত্রিশ হাজারেরও অধিক প্রার্থনা কবুল হয়েছে।

(ঘ) আমাকে অধিক মাত্রায় গায়েবের সংবাদের নিদর্শন প্রদত্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মোকাবিলা করতে পারে এমন কেউই নেই। রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো জ্বলন্ত নিদর্শনের ন্যায় আমার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ সম্পর্কে খোদা তা'লার সাক্ষ্যসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন যে আমার দাবীর সমর্থনে "আকাশ নিদর্শনের ধারা বর্ষণ করছে এবং পৃথিবীও তা ঘোষণা করছে যে, সেই সময় সমাগত এবং এই দুই সাক্ষী আমার দাবীর সত্যতা ঘোষণা করছে।" -(জরুরতুল ইমাম পুস্তক)

(চলবে)

প্রকাশিত হয়েছে

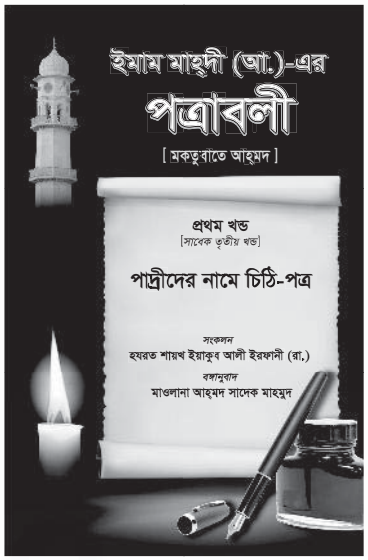

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

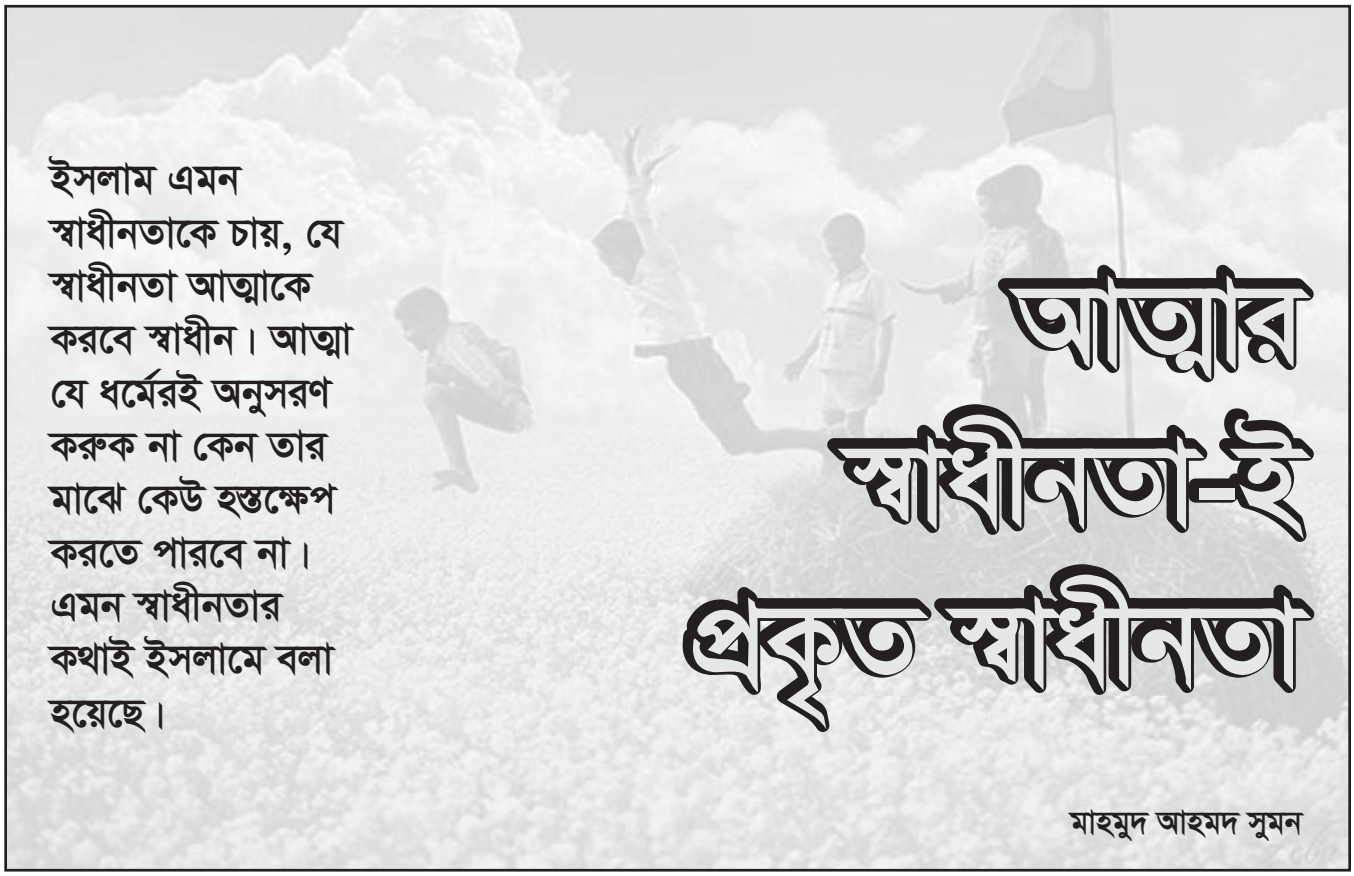

ইসলাম এমন স্বাধীনতাকে চায়, যে স্বাধীনতা আত্মাকে করবে স্বাধীন। আত্মা যে ধর্মেরই অনুসরণ করুক না কেন তার মাঝে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এমন স্বাধীনতার কথাই ইসলামে বলা হয়েছে।

আত্মার স্বাধীনতা-ই প্রকৃত স্বাধীনতা

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা। ইসলাম স্বাধীনতা চায়, ইসলাম পরাধীনতা চায় না। মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার সেই গৌরব ও অহংকারের দিন ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের, জন্ম হয় লাল-সবুজ পতাকার। এদিনে বাঙালি পরাধীনতা থেকে দেশমাতৃকাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। আক্রমণকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নেমেছিল সশস্ত্র যুদ্ধে।

একটি জাতির স্বাধীনতা তার ইতিহাসে যেমন গৌরবের, তেমনি বেদনার। অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয়। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও পটভূমি। স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। স্বাধীনতার ইসলামী স্বরূপ হচ্ছে-মানুষ মানুষের গোলামি করবে না। মানুষ একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার গোলামি করবে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত।

আল্লাহ্ পাকের জমিনে তিনি পরাধীনতা পছন্দ করেন না। শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝায় ব্যক্তি জীবনে ইচ্ছেমত যা খুশি করতে পারা। তাই বলে যখন যা মনে হবে তাই করবো এটাকে স্বাধীনতা বলে না। এই স্বাধীনতা হলো নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে সকল মানুষকেই রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন স্বাধীনতার অন্তরায় নয় বরং তা স্বাধীনতার সহায়ক। আইন বিবর্জিত অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা কখনও সুশীল সমাজের কাম্য হতে পারে না।

স্বাধীনতা মূলত আত্মার স্বাধীনতা। আত্মা যদি স্বাধীনতা লাভ না করে তাহলে বাহ্যিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। বাহ্যিকভাবে যদিও আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি আসলেই কি আমরা স্বাধীন? আমরা কি শতভাগ স্বাধীন হতে পেরেছি? বাহ্যিক ভাবেও আমরা তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারবো যখন শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলার পথে থাকবে না কোন বাধা আর না কোন অন্তরায়। জান, মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষিত হবে সবার, ভুগবে না কেউ কোন ধরণের নিরাপত্তাহীনতায়। মৌলিক অধিকারের পাওয়া যাবে নিশ্চয়তা। দেশের সার্বভৌমত্ব অন্য কোন দেশ বা জাতি দ্বারা হুমকিপূর্ণ হবে না। যদি এমনটি হয় তাহলেই আমরা গর্বের সাথে বলতে পারবো আমরা আসলেই স্বাধীন।

মানুষকে সব রকম অধীনতা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র অধীন করার জন্যই ইসলাম নামক পরিপূর্ণ ধর্মের সৃষ্টি। তাইতো ব্রিটিশ দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ ইসলামকে তুলনা করেছেন স্বাধীনতার সাথে। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতা তথা শাসনতান্ত্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার ধর্ম। সামাজিক দিক থেকে সৃষ্ট ধর্ম তার মোকাবিলা করতে পারে না। অন্য কোন ধর্মের সমাজব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মত এত পরিপূর্ণ নয়। মুসলিম জগতের অধঃপতন হচ্ছে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির ফল। মুসলমানরা আবার যখন শুধু

ইসলামের ভিত্তিতেই চেষ্টা সাধনা করবে, মুসলিমজগত তখন সুপ্তির কোল থেকে জেগে উঠবে'।

স্বাধীনতার মানে শুধু পতাকা পরিবর্তনের নাম নয়। মানুষ যদি স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ ভোগ করতে না পারে, তাহলে এ স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। স্বাধীনতার ফল ভোগ করার জন্য সমাজ থেকে সর্বপ্রকার জুলুম, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হবে সেই সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণ করতে হবে। ধনীরা অর্থ সম্পদের পাহাড় তৈরী করছে আর গরীবরা একবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য দিনরাত সংগ্রাম করছে এটাকে স্বাধীনতা বলে না।

সর্বোপরি বিশ্বের কোন দেশ আজ এমন পাওয়া কঠিন হবে যারা সব দিক থেকে শতভাগ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে। শতভাগ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করাতে পারে এমন কোন দেশ বা সরকার পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। আর এটা জাগতিক নেতৃবর্গের মাধ্যমে সম্ভবও নয়। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদের নেয়ামত কেবল মাত্র ঐশী নেতৃত্বের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে থাকে। যেভাবে মহানবী (সা.) স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করিয়েছিলেন তাঁর সাহাবীদের (রা.) ঠিক একইভাবে বর্তমান যুগেও স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাধ উপভোগ করতে হলে প্রয়োজন হবে ঐশী খলীফার।

বর্তমান বিশ্বে কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই রয়েছে ঐশী ইমামের ছায়ায় আর এ জামা'তের সদস্যরাই যুগ খলীফার আনুগত্য করে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করছেন। এটা নিশ্চিত যে, আজ যদি রাষ্ট্র প্রধানরা এই ঐশী খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে দেশ পরিচালনা করতো তাহলে সারা বিশ্ব যেমন শান্তির নীড়ে পরিণত হতো তেমনি সবাই উপভোগ করতে পারতো স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ। তাই বাহ্যিক এবং আত্মার স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ঐশী ইমামের আনুগত্য একান্তভাবে আবশ্যক।

আসলে আত্মার স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে সেই স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। আত্মার স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্বাধীন একটি ভূখন্ড। যেখানে স্বাধীন ভূখন্ড নেই সেখানে যেমন ধর্ম নেই আর যেখানে ধর্ম নেই সেখানে আত্মার স্বাধীনতার প্রশ্নই আসে না। ইসলাম এমন স্বাধীনতাকে চায় যে স্বাধীনতা আত্মাকে করবে স্বাধীন। আত্মা যে ধর্মেরই অনুসরণ করুক না কেন তার মাঝে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এমন স্বাধীনতার কথাই ইসলামে বলা হয়েছে।

ইসলামে সকল প্রকার স্বাধীনতার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা চায় না এমন কি কেউ আছে? সৃষ্টির প্রতিটি জীব স্বাধীনতা পছন্দ করে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা জীব পাওয়া যাবে না যারা পরাধীন থাকতে চায়। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবাই কতই না চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। আর এই স্বাধীনতার জন্যই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মক্কাকে করেছিলেন স্বাধীন। তিনি (সা.) শুধু তাদেরকে বাহ্যিকভাবে স্বাধীন করেন নাই বরং আধ্যাত্মিকভাবেও সকলকে স্বাধীন করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক আত্মাকে স্বাধীন করে জগতে স্বাধীনতার এক নতুন মাত্রা স্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.) হলেন স্বাধীনতার উজ্জল সূর্য। যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সব ধরণের স্বাধীনতাকে ধারণ করেছিলেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা দেননি, বরং সমাজ ও দেশ থেকে সব ধরণের নৈরাজ্য দূর করে সবাইকে করেছিলেন স্বাধীন। বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠী অবলোকন করেছে, কিভাবে বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বত্রে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি যেমন লড়েছেন তেমনি তিনি সকলকে করেছিলেনও স্বাধীন।

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্‌পাক মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে বিবেক ও বিশ্বাসেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাউকে পরাধীন করেননি। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তুমি বল, চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। অতএব তিনি যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন' (সূরা আন আম: ১৫০)। অপর এক স্থানে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন।

কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে' (সূরা হূদ: ১১৯)। আবার আল্লাহ্ বলছেন, 'আর (বান্দাদের) সোজাপথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র, কেননা এ (পথ)-গুলোর মাঝে বাঁকা পথও রয়েছে। আর তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিয়ে দিতেন' (সূরা আন নাহল: ১০)। আরো উল্লেখ আছে, 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসত। তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে?' (সূরা ইউনুস: ১০০)। উপরোক্ত আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ সবার স্বাধীনতা চান। তিনি চাইলে সবাইকে একসাথে মু'মিন বানাতে পারেন এবং হেদায়াত দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তা করেননি। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ভালো-মন্দ দু'টি রাস্তা দেখিয়ে স্বাধীন করে দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন স্বাধীনভাবে বুঝে-শুনে ঈমান আনে, মানুষ যেন তার আত্মার বিশ্লেষন করে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করে।

স্বাধীনতাকে ইসলাম যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকেও অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম যেমন ছিল তেমনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। তিনি (সা.) মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর মুখ ফেরালেন জন্মভূমি মক্কার দিকে, যেখানে তিনি নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছেন। তিনি বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন মক্কার দিকে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি মক্কাকেই ভালোবাসি। আমার মন মানছে না। কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না, সব কিছুর মালিক তুমি। মক্কার মানুষদের ঈমানের আলোয় উজ্জল কর। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত কর' (মুসনাদ আহমদ ও তিরমিযি)।

একটু ভেবে দেখুন! স্বদেশের প্রতি কতই না

গভীর প্রেম ছিল মানব দরদী রসূল (সা.)-এর। যে দেশের লোকেরা তাঁর ওপর এতো জুলুম অত্যাচার করেছে তার পরেও মাতৃভূমির প্রতি কতই না অগাদ ভালোবাসা। একেই না বলে স্বদেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম রক্ষায় হযরত রসূল করীম (সা.) যখনই আহ্বান করেছেন তখনই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বোতভাবে এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ ও দ্বীন-ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বাধীন ভূখন্ডের প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

মহানবী (সা.) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি প্রতিটি আত্মাকে স্বাধীন করে সেই আত্মাগুলোতে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন। পশুতুল্য মানুষকে আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে পরিণত করেছিলেন। আর এসব সম্ভব হয়েছে আত্মার স্বাধীনতার মাধ্যমেই।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদের আত্মা যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌পাকের ধ্যানে মগ্ন হয়ে তার রঙে রঙীন হয়।

masumon83@yahoo.com

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৯ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৪ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১,২২,২৩ এবং ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০/০৫/২০১৪ তারিখ সোমবার জামেয়ার অফিস সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে। (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১ অথবা ০১১৯১৩৬৩৪১৮।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

কোমল হৃদয়ের মানুষ ‘মোহাম্মদ মোস্তফা আলী’ স্মরণে

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

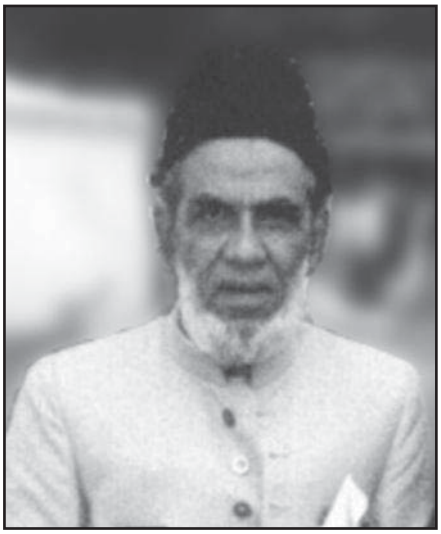

বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার অন্তর্গত তারুয়া গ্রামে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব ১ মার্চ ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী সাবুদ আলী, মাতা সাবেদুন্নেসা খাতুন। তাঁরা চার ভাই ও চার বোন ছিলেন।

তিনি ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। বাল্যকালে তার লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলার প্রতি বেশি মনোযোগ ছিল। সমবয়সী এক মামার সাথে সারাদিন খেলায় মেতে থাকতেন। তাই পাড়ার পাকা চুলওয়ালা মুরব্বীরা বলতেন– মোস্তফার লেখাপড়া হবে না। কিন্তু তাঁর পিতা উচ্চ-শিক্ষিত না হলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ফলে তাকে পড়ালেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। নিকটবর্তী প্রেমতলা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। অধুনা সেই স্কুলটির অস্তিত্ব নেই।

তিনি এ স্কুলে ক’বছর অধ্যয়নের পর ১৯৩১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে অন্নদা হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন পুনিয়াউট গ্রামে তিতু মিয়ার বাড়িতে জায়গীর থাকেন। পরে স্কুলের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সদালাপী, বিনয়ী, যুক্তিনিষ্ঠ, ধার্মিক, পরোপকারী, হাস্যরসিক এবং উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল প্রখর। নতুনকে জানার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেমের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এ পরিচয় থেকেই খাদেম সাহেব তাঁকে আহমদীয়া জামা’তের সত্যতার ওপর তবলীগ করতে থাকেন। ফলে পবিত্র মনের অধিকারী যুক্তিনিষ্ঠ আলী সাহেবের নিকট অল্পদিনের মধ্যে এর সত্যতা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই ১৯৩৪ সালে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

১৯৩৭ সালে মেট্রিক পাশ করে ঢাকায় আসেন এবং জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে আইএসসি পাশ করে তেজগাঁও কৃষি কলেজে বি এ জি-তে ভর্তি হন। এ কলেজটি সেই বছরই চালু হয়। ফলে তিনি ছিলেন এ কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। ১৯৪১ সালে কৃতিত্বের সাথে বি এ জি পাশ করেন। পরবর্তীকালে এ তেজগাঁও কৃষি কলেজ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আহমদী হওয়ার পর তিনি জামা’তের কাছে নিজকে সোপর্দ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর এবং জামা’তের বিভিন্ন বুযুর্গদের সান্নিধ্যে বিভিন্নমুখী কাজে তিনি নিজকে সম্পৃক্ত করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে উত্তম-খাদেমে পরিণত হন। তবলীগের কাজে জড়িয়ে পড়েন। কোন মানুষের সাথে পরিচয় হলে অকপটে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করতেন।

ত্রিশের দশকে ঢাকায় কলেজে অধ্যয়নকালে সতীর্থ বন্ধুদের নিকট অনেক তবলীগ করেছেন। তখন আনসারুল্লাহ্‌ সংগঠনের উদ্যোগে দল বেঁধে দিনের পর দিন তবলীগ করার রীতি প্রচলিত ছিল। ফলে ১৯৩৭ সালে কলেজ বন্ধ হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, এ টি এম আবেদ, মির্যা আলী আখন্দ, আব্দুস সামাদ এবং নাজের আলী সমন্বয়ে গঠিত একটি তবলীগি দল ১২ দিন ব্যাপী পদব্রজে ১৬০ মাইল ভ্রমণ করে বিভিন্ন গ্রামে নিরলস তবলীগ করেছেন। এতে আহমদীয়া জামা’তের পরিচিতির বিস্তার লাভ করে। মোস্তফা আলী সাহেবের এ তবলীগি কর্মতৎপরতা পরবর্তী জীবনে আরো গতিশীল ছিল।

তিনি সব সময় কাঁধে একটি ব্যাগ রাখতেন এবং কোন মানুষের সাথে সাক্ষাতে ব্যাগ থেকে জামা’তের বই বের করে প্রদান

করতেন। কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত-অতিথি হিসেবে ব্যতিক্রমধর্মী এসব বই উপহার দিতেন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় একদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইন এলাকায় তবলীগের কারণে এক বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক আক্রান্ত হন। মারমুখী অবস্থায় পড়েন। অনেক গালি-গালাজ শুনেন, লাঞ্ছিত হন। কিন্তু তিনি তা হাসি মুখে বরণ করে নেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন খোদার রাহে এক ফেরিওয়ালা।

তাঁর লেখালেখি ছাত্র জীবন থেকেই শুরু হয়। ধর্মীয়, কৃষি, সমাজ এবং দেশ গঠনমূলক অসংখ্য প্রবন্ধ ও ডজন খানেক বই তিনি রচনা করেছেন। ত্রিশের দশক থেকেই পাক্ষিক আহমদীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ সাল থেকে তৎকালীন প্রাদেশিক আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশনায় মোস্তফা আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন যাবত পাক্ষিক আহমদী প্রকাশিত হয়। 'হারিয়ে যাওয়া- কুড়িয়ে পাওয়া', 'চিন্তার খোরাক', 'অন্তর্মুখী', 'চলতি দুনিয়ার হালচাল' এবং 'উটে চড়া নবী, চাঁদে চড়া মানুষ' প্রভৃতি শিরোনামে একের পর এক ধারাবাহিক ভাবে তিনি লিখেন এবং তা প্রায় চল্লিশ বছর যাবত 'পাক্ষিক আহমদীতে' প্রকাশিত হয়। এসব লেখায় বিশ্বময় সামাজিক অবক্ষয় এবং নৈতিকতার অধঃপতনের চিত্র ফুটে তোলার মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আবির্ভূত যুগ-ইমামের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমাজ-চিত্র আলোকপাতে মুক্তির দিক-নির্দেশনা দেন, যা বিবেকবান পাঠকদের অন্তঃকরণে নাড়া দেয়, আলোর সন্ধান মিলে।

পঞ্চাশের দশকে আলী সাহেব পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। পরে প্রাদেশিক এবং বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমেলার বিভিন্ন সেক্রেটারির পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর নিযুক্তির প্রেক্ষিতে ২২ জুন ১৯৮৭ তারিখে তিনি আমারতের দায়িত্বে আসীন হন। তাঁর আমারত কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মোখালেফাতের প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং দেশব্যাপী আহমদী-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় ভাবে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। কিন্তু তিনি তা প্রতিহত করতে পাকামাঝির হাল ধরেছেন। ফলে মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ করুণায় জামা'ত রক্ষা পায়, উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৮৯ সালের জুন মাসে পবিত্র কুরআনের বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এটা এক যুগান্তকারী কাজ। এটা বাজেয়াপ্ত করতে আহমদী বিরোধী মোল্লারা আন্দোলন করে, এমনকি কোর্টে মোকদ্দমাও করা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

১৯৮৯ সালে জামা'তে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী বাংলাদেশে তাঁর দিক-নির্দেশনায় জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ ৭ বছর ১১ মাস নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে আমারতের দায়িত্ব পালনের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নির্দেশনায় ২১ মে ১৯৯৫ তারিখ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

পার্থিব কর্মজীবনে মোস্তফা আলী সাহেব ১৯৪৩ সালে বগুড়ায় জেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। সেবছরই তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর জার্মানি বিজয়ী প্রথম মিশনারি খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলীর মেয়ে মোহসেনা খানমকে বিয়ে করেন। তাঁর এ বিয়ে ছিল ইসলামী-আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু ধর্মপরায়ণতাকে প্রাধান্য দিয়ে ধার্মিক ব্যক্তির তাকওয়াপরয়ণ কন্যাকে বিয়ে করেন। রূপ- সৌন্দর্যের চেয়ে ধার্মিকতাই ছিল তাঁর পাত্রী-নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি। তিনি বিভিন্ন জেলায় চাকুরি করার পর কৃষি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় দপ্তর ঢাকার খামার বাড়িতে বদলী হয়ে আসেন।

তখন কৃষি অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'কৃষি কথা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে তিনি এ পত্রিকায় কৃষি-শিক্ষামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ 'কাশতকার' নামে নিয়মিত লিখেন, যা কৃষি-মৌসুমে অধিক ফসল ফলানোর দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশ বেতারে কৃষি শিক্ষামূলক 'দেশ আমার মাটি আমার' অনুষ্ঠানে তিনি আলী ভাই নামে এ দেশের কৃষকদেরকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন, প্রয়োজনীয় নানা উপদেশ দিয়েছেন। সেকালে এ অনুষ্ঠানটি গ্রাম-বাংলার কৃষি-সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

কৃষকরা সারাদিন মাঠে কাজ করার পর সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে আপন নীড়ে বসে অধীর আগ্রহের সাথে তাদের প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতেন এবং বড়ই আনন্দিত হতেন। তখন তাঁর সহস্রাধিক কথিকা এ অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। আজও বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন ষ্টুডিও থেকে এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু আলী ভাই ও মজিদের মা-র কথোপকথনের সেই আবেদন আর নেই।

সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করে অতিরিক্ত পরিচালক হিসেবে ১৯৭৬ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্রাকার কৃষি তথ্যকেন্দ্র ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে এটি একটি পূর্ণ ডাইরেক্টরেটের রূপ লাভ করে। তিনি

কৃষিবিদ সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। এ সমিতির সাংগঠনিক কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। তাই কৃষিবিদ সমিতি কর্তৃক তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কৃষকদেরকে চাষা বলে কটুক্তি এবং অবজ্ঞা করাকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর মতে–কৃষকরা রোদ বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল-পরিবেশ উপেক্ষা করে আমাদের জন্যে খাদ্য ফলায়, অন্নের ব্যবস্থা করে। তাই তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা প্রয়োজন। তিনি কৃষি-উন্নয়নমূলক বেশ কটি মূল্যবান বই রচনা করেছেন। ফলে তাঁর প্রচেষ্টায় কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। কৃষি-উন্নয়ন ও কৃষি-সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারে ভূষিত হন এবং পদকটি ঐ বছর হতেই চালু হয়।

মোস্তফা আলী সাহেব যেমন একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন সুবক্তাও। তাঁর কথায় ছিল হাস্যরস, যুক্তির ফুলঝুড়ি, লেখায় ছিল জ্ঞানের ভান্ডার এবং শিক্ষার উপকরণ। তিনি জামা'তের জলসাসহ বিভিন্ন তালিম-তরবিয়তী অনুষ্ঠানে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করতেন, যা শ্রোতাদের নিকট খুবই প্রিয় হতো। তাঁর প্রকাশিত প্রথম বই 'মুসলেহ মাওউদ'। এটা আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ পাক্ষিক আহমদীতে 'উটে চড়া নবী, চাঁদে চড়া মানুষ' শিরোনামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত লেখা সংকলন করে ২০০১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

এছাড়া তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল–(১) কৃষকের বার মাস, (২) চল কৃষি শিখি দেশ গড়ি, (৩) কৃষি সমস্যার গভীরে, (৪) রূপ কথা নয়, (৫) অল্প স্বল্প গল্প কই, (৬) দান প্রতিদান, (৭) অভ্যন্তরে, (৮) আমরা বড় হই বড় হবো, (৯) মহা জিজ্ঞাসা, (১০) চলুন আমরা ভাল মু'মিন হই, (১১) সংক্ষেপে সম্প্রসারণ এবং (১২) ঐক্যে উদাত্ত আহ্বান। তাঁর অনেক উক্তি কিংবদন্তিতুল্য। খনার বচনের মত তাঁর অনেক কথা প্রচলিত আছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল :–

১। বোকার ফসল পোকায় খায়।

২। লাঙ্গল যার মঙ্গল তার।

৩। মিষ্টিকথা যাদুর কাজ করে।

৪। দোয়া করি দোয়া চাই, দোয়ার তুল্য অস্ত্র নাই।

৫। ভাল বীজ, উর্বর মাটি, অনুকুল আবহাওয়া ও প্রয়োজনীয় যত্ন, কোনটা ছাড়াই ভাল ফসল পাওয়া যায় না। তেমনি ঈমান, আনুগত্য, আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা, কোনটিকে বাদ দিয়ে ভাল মানুষ তথা মু'মিন হওয়া যায় না।

৬। ***প্রগতি !***

আদিকালের কথা– পড়লে খাবো
পুরাকালের কথা– পেড়ে খাবো
তার পরের কথা– করে খাবো
তারও পরের কথা– কেড়ে খাবো
এ কালের কথা– মেরে খাবো
কেড়ে খেলে মেরে খেলে
ত্বরায় হয় মরণ,
পেড়ে খেলে করে খেলে
দীর্ঘ হয় জীবন।

আহমদীয়া জামা'তের এবং কৃষক সমাজের এ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিটি ১২ মে ২০০৭ তারিখ ৯১ বছর বয়সে ঢাকায় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে তাঁর জন্মস্থান তারুয়ায় পারিবারিক-কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। এমটিএ-তে এক ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন–মোস্তফা আলী সাহেব অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, অনেক এহসানকারী (পাক্ষিক আহ্‌মদী ৩১ মে ১৯৯৭)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর এক শোক বাণীতে বলেন–মরহুম মোস্তফা আলী সাহেব ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে দেশ এবং জামা'তের খেদমতের কারণে দীর্ঘকাল সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন (পাক্ষিক আহমদী ৩১ মে ২০০৭)। যুগ খলীফাগণের এ মূল্যায়ণ তাঁর জীবনের অনেক বড় প্রাপ্য।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ৩১ মে ২০০৮ তারিখ কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি সাহিত্য রচনায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে মরণোত্তর সম্মাননা-পদক প্রদান করে। আল্লাহ্ তা'লা এ কোমল হৃদয়ের মানুষটিকে তাঁর রহমতের কোমলতায় অনন্ত জীবনে সুখী করুন। ইহজগতে দেশের রাষ্ট্র প্রধানের বিচারে তিনি যেমন পুরস্কৃত হয়েছেন, তেমনি মালেকিইয়াওমিদ্দীনের বিচারেও পুরস্কৃত হোক–এ কামনা করি।

হুয়াশ্ শাফী
HUASH SHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue
Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার

সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

(৭ম কিস্তি)

হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর মসীহ্ হওয়ার দাবীর পূর্বে ও পরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তদানিন্তন বৃটিশ-শাসিত পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট, লাহোর, লুধিয়ানা, কপুরথলা, জলন্ধর, আলিগর এবং ভারত উপমহাদেশের রাজধানী দিল্লীতে একাধিক বার সফর করেছিলেন। ঐসব সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার। উক্ত সফর সমূহে মৌখিক প্রচার ছাড়াও কোন কোন মৌলভীদের মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আকীদার বিভিন্ন বিতর্কমূলক বিষয়াদি নিয়ে বাহাস-মোবাহেসা হয়েছিল। (সুলতানুল কলম পৃ: ৫০)

হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (সিভিল সার্জন) বর্ণনা করেন, ১৮৯৩ সনে একবার অমৃতসরে ১৫ দিন পর্যন্ত খৃষ্টান পাদরীদের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক মুনাজেরা (বহছ) হয়েছিল। এই মুনাজেরার পূর্ণ বিবরণ "জঙ্গে মোকাদ্দাস" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অসাধারণ বিতর্কে হযরত আকদাস (আ.) এর উপাস্থাপিত যুক্তির অস্ত্র দ্বারা পাদরী আব্দুল্লাহ্ আথম এবং ডাক্তার হেনরী মার্টিন ক্লার্কের মত প্রখ্যাত মিশনারীগণ কর্তৃক উত্থাপিত ইসলাম-বিরোধী ঠুনকো অভিযোগগুলো বানচাল হয়ে গিয়েছিল।

পাদরী সাহেবরা পরাজয়ের গ্লানি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মির্যা সাহেব (আ.) এর বিরুদ্ধে গোপনভাবে এক নতুন ষড়যন্ত্র করেছিল। পাদরীদের প্ররোচনায় স্থানীয় খৃষ্টানগণ একদিন একজন অন্ধ, একজন বধির ও একজন খঞ্জ লোককে সংগোপনে হাজির করে সভাস্থলেরই এক কোণে লুকিয়ে রাখলেন। মুনাজেরা চলাকালে যখন খৃষ্টান মিশনারীগণের বক্তব্য পেশের পালা আসল, তখন হযরত (আ.)কে সম্বোধন করে তারা বললেন, আপনি তো মসীহ্ হয়েছেন বলে দাবী করেছেন, আমাদের মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম এতই কামেল ছিলেন যে, তিনি বহু অন্ধ, বধির ও খঞ্জকে স্পর্শ করে সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এখন নিন, এসব অন্ধ, বধির ও খঞ্জ লোকগুলোকে আপনার সম্মুখে এনে দিলাম। আমাদের প্রভু যীশুর ন্যায় আপনি তাদেরকে স্পর্শ করে ভাল করে দিন। প্রশ্নটি উত্থাপন হওয়া মাত্র সভায় উপবিষ্ট উভয়পক্ষের শ্রোতামন্ডলী অবাক হয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন। শ্রোতৃবর্গ অত্যধিক কৌতুহল-পুর্ণ হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে হযরত আকদাসের প্রতি-উত্তরের দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন।

অত:পর যখন লিখিত জবাব পাঠ শুরু হল, তখন লিখিত বক্তব্যে হুযূর বললেন, আমি কখনো এরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাস পোষণ করি না যে, যীশু স্পর্শ দ্বারা এ ধরণের রোগীদেরকে আরোগ্য প্রদান করতেন। বরং আপনাদের শাস্ত্র 'মথি' ১৭:২০ এবং 'জন' ১৪:১২ আয়াত অনুযায়ী ইহা আপনাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে "যার একটি ক্ষুদ্র রাই পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে ঐ সমুদয় মু'জেযা অর্থাৎ অলৌকিক-কার্য প্রদর্শন করতে পারবে, যা স্বয়ং মসীহ্ প্রদর্শন করেছিলেন।" সুতরাং এখন আমি আপনাদের নিকট বড় কৃতজ্ঞ যে আপনারা এসব অন্ধ, বধির ও খঞ্জ লোকদেরকে তালাশ করার মত পরিশ্রম হতে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এখন আপনাদের এ উপহার আপনাদেরই সামনে পেশ করা হল। এ অন্ধ, বধির ও খঞ্জ লোকগুলো আপনাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। আপনাদের মধ্যে যদি আপনাদের শাস্ত্র বাইবেল এর ওপর এক সরিষার-তুল্য ঈমান থেকে থাকে, তাহলে আপনাদের মসীহের রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আপনারা ভাল করে দিন।

হযরত আকদাস (আ.)-এর এরূপ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী মহোদয়গণের হুঁস উড়ে যায় ও তাড়াহুড়া করে ঐসব অন্ধ, বধির ও খঞ্জ লোকদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে লুকিয়ে ফেলে।

এ ঘটনাটি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হল যে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযলের ফলশ্রুতিতে হযরত আকদাস (আ.) এর মাধ্যমে এ যুগে ইসলাম সর্ব ধর্মের ওপরে বিজয়ী হয়ে থাকবে। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন, "লে ইউজ হেরাহু আলাদ্বীনে কুল্লিহি ওয়ালাউ কারেহাল মুশরেকুন" (সূরা সাফ : ১০)। অর্থ : তিনিই ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দিবেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্ট হউক না কেন। (সুলতানুল কলম পৃ:১০৯-১১১)।

গোপন তত্ব :

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন : হে আমার বন্ধুগণ! এখন আমার একটি শেষ উপদেশবাণী শ্রবণ করুন। আরও একটি গোপন তত্ব বলছি, তা উত্তমভাবে স্মরণ রাখবেন। খৃষ্টানদের সাথে যেসব বিষয়ে আপনাদের যেসব তর্ক হয়, তাতে পার্শ্বপরিবর্তন করুন এবং খৃষ্টানদের কাছে তা প্রমাণিত করুন, বাস্তবিক মসীহ্ ইবনে মরিয়ম চিরদিনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এই একটি মাত্র তর্কে বিজয় লাভ করলে আপনারা খৃষ্ট-ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে পারবেন। আপনাদের মূল্যবান সময় দীর্ঘ বিতর্কে নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শুধু মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুর ওপর জোর দিন এবং খৃষ্টানদেরকে শক্তিশালী যুক্তির দ্বারা নির্বিকার করে দিন। যখন আপনারা মসীহের মৃত-ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণ করবেন এবং

খৃষ্টানদের হৃদয়ে তা অঙ্কিত করে দিবেন, তখন জানবেন যে, সেদিন থেকে খৃষ্ট-ধর্ম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে।

নিশ্চিত জানবেন, যে পর্যন্ত তাদের খোদার মৃত্যু হবে না, তাদের ধর্ম মরবে না। অন্য যাবতীয় তর্ক তাদের সাথে অনাবশ্যক। তাদের ধর্মের একটি মাত্র স্তম্ভ, এবং তা এই যে, এখন পর্যন্ত ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশে জীবিত অবস্থান করছেন। এই ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার করুন। তারপর তাকিয়ে দেখুন, খৃষ্টধর্ম পৃথিবীতে কোথায়? যেহেতু খোদা তা'লা এই ভিত্তিকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করতে এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় তৌহিদের সমিরন প্রবাহিত করতে চান, সেজন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার নিকট ইলহাম দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন : "আল্লাহ্‌র রাসূল মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার রঙে রঙীন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী তুমি এসেছো। আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হবেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে আছ, তুমি উজ্জ্বল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তুমি ঠিক পথে আছ, সত্যের সহায়তাকারী।"

"হায়! যদি আমাদের উলামা সাহেবান এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন এবং এই বিশ্বাস, এই ধর্মমত প্রচার করে সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ তৌহিদ স্বীকারকারীকে খৃষ্টান মতবাদ ও খৃষ্টান ফেৎনা থেকে উদ্ধার করতেন।

হে মুসলমান জাতি! তোমরা কত হতভাগা, তোমাদের মধ্যে "ফা ইয়াক সিরুসসালিবা" ক্রুশের ফেৎনা চূরমার করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যথা সময়ে এক আধ্যাত্মিক সেনাধ্যক্ষ আগমন করেছেন। তিনি ইসলামের মাথা উঁচু এবং খৃষ্টান মতবাদগুলোর মাথা অবনত করার জন্য তোমাদের সামনে রাশি রাশি মহা শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু তোমাদের উলামারা তবু তাদের জেদের ওপর কায়েম রয়েছেন। তারা মসীহের দেদীপ্যমান মৃত্যুর ঘোষণা করেন নি এবং এইভাবে তারা প্রকারান্তরে খৃষ্ট-পূজার সহায়তা করেন এবং মুসলমানদেরকে খৃষ্টীয় মতবাদের গর্তে ঠেলে ফেলার উপলক্ষ্য হন (হায়াতে তাইয়েবা, পৃ: ১১৯)।

মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের সাক্ষ্য:

ভারত বিখ্যাত একজন মৌলভী নূর মোহাম্মদ কাদেরী, নকশে বন্দী, চিশতী, যিনি মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের লেখা তাফসীরুল কুরআন-এর ভূকিকায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সম্বন্ধে লিখেছেন :

বিলাত থেকে ইংরেজরা পাদরীদেরকে বহু টাকা পয়সা দিয়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে আরো অর্থ সাহায্য দেওয়ার অঙ্গিকার করেছিলেন। তারা ভারতে এসে মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তোলপাড় আরম্ভ করে দিলেন।

তখন পাঞ্জাবের মৌলবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং পাদ্রী লেফ্রাই ও তার সহচরগণকে বল্লেন, তোমরা যে ঈসা (আ.)-এর কথা বলছ, তিনি অন্যান্য মানুষের মত ইহলীলা ত্যাগ করে সমাধিস্থ হয়ে গেছেন এবং যে ঈসা (আ.) এর আগমনের সংবাদ আছে, আমি সেই ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা যদি পুণ্যবান হও, তাহলে আমাকে গ্রহণ কর।'

এ পন্থা অবলম্বন করে তিনি পাদ্রী লেফ্রাই সাহেবকে এরূপ নাজেহাল করলেন যে, তার পরিত্রাণের কোন পথ বাকী রইল না। একই উপায়ে তিনি ভারত হতে আরম্ভ করে সুদূর ইংল্যান্ডের পাদরীগণকেও পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করলেন।

("মোজে যন মাঁ কুরআন শরীফ" হযরত মৌলানা আশরাফ আলী থানবী, ভূমিকা-পৃ: ৩০ প্রথম সংস্করণ)। (সীরাত সুলতানুল কলম পৃ: ১৮৩)

মৌলভী নিযাম উদ্দীন সাহেবের বয়আত গ্রহণ :

মৌলভী নিযাম উদ্দীন নামের একজন কুরআন-ভক্ত মৌলভী তার কয়েকজন সঙ্গীসহ মৌলবী মোহম্মদ হোসেন বাটালবীর নিকট গিয়ে বললেন, কুরআন শরীফে কি ঈসা (আ.) আসামনে জীবিত থাকার কোন আয়াত নেই? উত্তরে মৌলবী সাহেব বললেন, "হা বিশটি আয়াত কুরআন শরীফে বিদ্যমান রয়েছে।" এ কথা শুনে মৌলভী নিযাম উদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে হযরত আকদাস (আ.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, মির্যা সাহেব, আপনার নিকট হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর দলিল কি আছে? হযরত আকদাস (আ.) উত্তরে বললেন, "কুরআন আমার সহায়ক, কুরআনে হযরত ঈসা (আ.) এর আকাশে জীবিত থাকার একটি আয়াতও নেই।" মৌলভী নিযামউদ্দিন সাহেব বললেন, "আমি যদি কুরআন শরীফ হতে বিশটি আয়াত বের করে দেখাতে পারি যে, ঈসা (আ.) আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন, তবে আপনি কি তা মেনে নিবেন? হযরত আকদাস (আ.) উত্তরে বললেন, "মৌলভী সাহেব, আপনি কেবল একটি আয়াত নিয়ে আসেন, আমার জন্য তাই যথেষ্ট।

তখন মৌলভী নিযাম উদ্দিন হুযূর (আ.)কে সম্বোধন করে বললেন, "মির্যা সাহেব! আপনি আপনার কথায় ঠিক থাকবেন, আমি এখনই বিশটি আয়াত কুরআন হতে এনে দিচ্ছি।"

এই বলে তিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর কাছে গিয়ে বললেন, মৌলভী সাহেব, আমি মির্যা সাহেবের নিকট থেকে স্বীকৃতি নিয়ে এসেছি যে, আমি কুরআন শরীফ থেকে ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকা সম্পর্কে বিশটি আয়াত নিয়ে এলে তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করে নিবেন। বরং তিনি এ-ও বলেছেন যে, তাঁর জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। এখন আপনি তাড়াতাড়ি ঈসা (আ.) এর আসমানে জীবিত থাকার আয়াতগুলো বের করে দিন। আমি এখনই মির্যা সাহেবের নিকট গিয়ে তাঁকে তওবা করিয়ে আসবো।" উপস্থিত শ্রোতাগণ মৌলভী নিযাম উদ্দীনের এই সাফল্যের কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এতে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তুই মির্যাকে পরাজিত করে আসিস নাই বরং আমাকে লজ্জিত করেছিস। আমি বহু দিন যাবত মির্যাকে হাদীসের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করেছি এবং তিনি আমাকে কুরআন শরীফের দিকে টেনেছেন। কুরআন শরীফে ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট আয়াত থাকলে আমি তা কবেই উপস্থিত করতাম। এজন্য আমি সর্বদা হাদীসের দিকে জোর দিয়ে এসেছি। কুরআন শরীফ দ্বারা আমরা সজীব হতে পারি না। কুরআন শরীফ তো মির্যার দ্বাবীকে সমর্থন করে।

তখন মৌলভী নিযাম উদ্দিন সাহেব বললেন, কুরআন শরীফ যখন আপনার সঙ্গে নেই, তখন এত বড় দাবী করেছিলেন কেন? এখন আমি মির্যার কাছে যাব। যদি কুরআন শরীফ আপনার সঙ্গে নেই বরং মির্যা সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ও তাঁর সহায়তা করে, তবে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করলাম। যে দিকে কুরআন শরীফ সেদিকেই আমি। ঈসা (আ.) এর আকাশে জীবিত থাকার সম্বন্ধে কুরআনের স্পষ্ট-আয়াত আমার প্রয়োজন।" যখন কোন আয়াত পাওয়া গেল না, তখন মৌলভী নিযাম উদ্দিন হযরত আকদাস (আ.) এর নিকট এসে চুপ করে অবনত মস্তকে বসে রইলেন। হযরত আকদাস (আ.) তাঁকে বললেন, বলুন বিশ, উনিশ, দশ, পাঁচ, দুই চারটি বা একটি আয়াত উপস্থিত করুন।" মৌলভী সাহেব প্রথমে চুপ থাকলেন, তারপর সমস্ত ঘটনা বললেন, এরপর বললেন, এখন যেদিকে কুরআন শরীফ, সে দিকে আমি।" এই বলে হুযূরের (আ.) নিকট তিনি বয়আত গ্রহণ করলেন। এতে লুধিয়ানায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। (সুলতানুল কলম পৃ: ৫২-৫৪)

(চলবে)

ইসলাম ও মালী কুরবানী

মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

(৫ম কিস্তি)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মর্যাদায় অনেক বড়। আর এরাই সফল হবে। (সূরা আত তাওবার : ২০) উল্লেখিত আয়াত দ্বারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়। উক্ত আয়াতের চিহ্নাবলী আঁ হযরত (সা.) এর সাহাবীগণ নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে ধর্মের সেবা করেছেন, নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনাতে হিজরত করতে হয়েছিল। আখেরী যুগের দাবীদার হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর জামা'ত পৃথিবীতে একমাত্র জামা'ত, উল্লেখিত আয়াতের আওতায় আঁ হযরত (সা.) এর সাহাবীগণের মত ধর্মের জন্য তাদের কষ্টে অর্জিত ধন-সম্পদ হতে খরচ করে পৃথিবীতে ধর্মের জন্য হাজারো কাজ করে চলেছে, ইসলাম ধর্মের জন্য আহমদী জামা'তের সদস্যগণ নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরত করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে।

আহমদীয়া জামা'ত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবীতে একক নেতৃত্বের অধীনে ইসলাম ধর্মের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ইসলাম ধর্মের বিশ্ব বিজয়ের জন্য আহমদী জামা'ত তাদের ধন-সম্পদ কুরবানী করে প্রমাণ করেছে যে, তারা সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ধর্মকেই প্রধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি বল, তোমাদের পিতৃপুরুষ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের (অন্যান্য) আত্মীয়-স্বজন এবং তোমরা যে ধন-সম্পদ অর্জন কর এবং তোমরা যে বাড়িঘর পছন্দ কর, (এসব) যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তা হলে আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ দুষ্কর্মপরায়ন লোকদের হেদায়াত দেন না। (সূরা আততাওবা :২৪) যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় আছে তারা আহমদী জামা'তকে দেখে পরিস্কার উপলব্ধি করতে পারবে যে, আহমদী জামা'ত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে রয়েছে। আহমদীগণ এভাবে নিজেদের কষ্টে অর্জিদ ধন-সম্পদ হতে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য ব্যয় করে এক অতি মহান দায়িত্ব পালন করছেন মানব জাতির জন্য।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যগণকে ধর্মের জন্য মালের কুরবানীর ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, 'হে বুদ্ধিমানগণ! খোদাকে সন্তুষ্ট করার এটি সময় যা পরে আসবে না। খোদা তা'লার রাস্তায় নিষ্ঠার সাথে খেদমতের জন্য উপস্থিত হওয়া এমন আশীষ মন্ডিত কাজ যা প্রকৃতপক্ষে সকল বিপদ-আপদের চিকিৎসা....এ মহান জামা'তের সদস্য হবার জন্য সেই ব্যক্তি যোগ্য যে উচ্চ ধারণা রাখে আর নিজে পরবর্তীতে খোদা তা'লার সাথে সত্যিকারের ওয়াদা করে নেয় যে ধর্মীয় সমস্যা দূর করার ব্যাপারে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোন শর্ত ছাড়া প্রতিমাসে নিজের আয় থেকে দিতে থাকবে। (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৬০)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে না তাদের ভয়াবহতার কথা, 'হে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় ওলামাদের ও সন্ন্যাসীদের অনেকে অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র পথে যেতে (লোকদের) বাধা দেয়। আর যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও'। (সূরা আত্ তাওবা : ৩৪) মাল-সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে দিয়ে থাকেন। যে মাল সম্পদ আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে থাকেন সে মাল সম্পদ হতেই তিনি ধর্মের পথে ব্যয় করতে নির্দেশ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সেরা মানুষ যদি এ মহান নির্দেশটি উপলব্ধি করতো তাহলে মাল-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার ব্যাপারে ক্ষণিকের জন্য বিলম্ব করত না।

আহমদীয়া জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, 'আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আহমদী সদস্যরা আর্থিক কুরবানীতে এগিয়ে আসছে। ধর্মের খাতিরে ত্যাগের এরা এমন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে যা দেখে অবাক হতে হয়। বর্তমান সময় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রচুর বই পুস্তক ছাপানো প্রয়োজন। মুব্বাল্লেগ প্রশিক্ষণ, মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণ এবং বর্তমান গতিশীলতার যুগে যে সকল প্রচার মাধ্যম আবিষ্কার হয়েছে এসবের জন্য প্রচুর আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। (জুমুআর খুতবা, ৪ নভেম্বর ২০১১, বায়তুল ফতুহ)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব বিজয় হবার লক্ষ্যে ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা হবে এবং সেই জামা'ত মানবজাতির কল্যাণ পৌঁছাতে কাল কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আজ যারা এ মহান কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে নিজ অর্থ কুরবানী করে, তাদের কখনো মৃত্যু নেই, তারা জীবিত।

অর্থ-সম্পদ যদি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির জন্য ব্যয় না করে মজুদ করে রাখা হয়, ধর্মের জন্য কাজে লাগানো না হয় তা হলে অর্থ-সম্পদ এক সময় ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন, যেদিন জাহান্নামের আগুনে এসব (সোনা-রূপাকে) উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে দাগানো হবে। (তখন তাদের বলা হবে) 'এ সেই (সম্পদ) যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। অতএব তোমরা যা মজুদ করতে এর স্বাদ ভোগ কর। (সূরা আত তাওবা : ৩৫) এ দনিয়াতে মানব জীবন যাতে সুন্দর ও শান্তিময় হয় সে দিকেই মু'মিনদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। সৈয়দনা হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, 'সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি খরচ করা হয় তাহলে ঘরের শান্তিও বজায় থাকবে, সন্তানদের তরবীয়তও সুন্দরভাবে হবে, আয় উপার্জনেও বরকত হবে, আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানীর প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হবে, জামা'তের উন্নতির জন্যও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজ সম্পদের মধ্যে নিজের অধিকার আছে, স্ত্রী-সন্তানদেরও অধিকার আছে। তাছাড়া অন্য যারা তার অভিভাবকত্বের আওতার মাঝে আছে, তাদেরও অধিকার আছে (৫ নভেম্বর ২০১০, জুমুআর খুতবা)

যত ধরনের আলোচনাই করা হোক না কেন আল্লাহ্‌র পথে মাল-সম্পদের খরচ করা অনেক মহান কাজ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমরা হালকা বা ভারি (অস্ত্রে-সজ্জিত) অবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানাতে।" যারা বা যে জাতি আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদ থেকে কুরবানী করে তারা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এক মহান মর্যাদা রাখে। মর্যাদাবান বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেদের জীবন ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য কুরবানী করতে সামান্যম কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ্‌র বন্ধু হওয়া সামান্য কাজ নয় আর সকলে তা অর্জন করতে সক্ষম হয় না। নবীর যুগ আসলে নবীর আদেশ অনুযায়ী জীবন ব্যবস্থা পরিচালনাকারীগণ এক মহান মর্যাদা লাভ করায় তারা নিজ সম্পদ ও জীবন কুরবানী করে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মু'মিনগণের পা পিছনের দিকে যায় না বরং তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চায় না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভাল করেই জানেন। (সূরা আত্ তাওবা : ৪৪) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'হে নিষ্ঠাবানগণ! খোদা তা'লা তোমাদের হৃদয়ে শক্তি দান করুন। খোদা তা'লা তোমাদেরকে নেকি অর্জনের এবং পরীক্ষায় পাশ করার সুযোগ দিয়েছেন। তোমরা সম্পদকে ভালোবেস না কেননা সেই সময় আসছে যদি তোমরা সম্পদকে না ছাড় তাহলে সেটি (সম্পদ) তোমাদের ছেড়ে দিবে। (ইশতেহার ৩য় খন্ড, ৩১৮পৃ:)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা এবং তাদের আর্থিক কুরবানী থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীর সকল প্রান্তে জামা'তের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার আর্থিক কুরবানী প্রদানে কতটুকু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছেন এবং ঈমানে উন্নতির জন্য কিভাবে তাঁরা ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত। যারা জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার বুলি আওড়াতো আজ কোথাও তাদেরকে দেখা যায় না।

কিন্তু তাদের চ্যালা-চামন্ডা এবং সমপ্রকৃতির লোকেরা দেখে নিক, মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও কিভাবে ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। (৪ নভেম্বর, ২০১১, জুমুআর খুতবা) কারা আল্লাহ্‌কে ভালোবেসেছে, তারা, যারা দুনিয়াকে পদতলে রেখে আল্লাহ্ তা'লার আদেশকে অগ্রগণ্য করেছে। আজ পৃথিবীতে একটিই জামা'ত বা সংগঠন আছে তা হল আহমদী মুসলিম জামা'ত, তারা খেলাফতের অধীনে থেকে খলীফার যুগপথ নির্দেশনাকে মান্য করতে সদা প্রস্তুত। আহমদীগণ মানবজাতির শান্তির জন্য তাদের কষ্টে উপার্জিত ধন খলীফার হস্তে একত্র করে ধর্ম প্রচারের জন্য ও মানবজাতির শান্তির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

নবীনদের পাতা-

পুণ্যময় স্মৃতিচারণ–

দয়ার সাগর হাজী কলিমুদ্দিন মন্ডল

আমাদের গ্রামটির নাম মহারাজপুর, ডাকঘর, থানা- গুরুদাসপুর, জেলা- নাটোর। গ্রামটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমার পিতা হাজী কলিমুদ্দিন মন্ডল মুসলিম লীগের একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে হজ্জ করেন। গ্রামে যে কোন উন্নয়নমূলক কাজে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। যে দু'টি জামেয়া মসজিদ গ্রামে অবস্থিত তার দু'টিতেই আমার পিতার অবদান রয়েছে। আমার বড় ভাই মোহাম্মদ আবু তালেব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সম্মান কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বোদ্ধ হয়ে ভারতে যাওয়ার জন্য মা'এর কাছে বিদায় নিতে আসেন। তার মুখে এতটুকু উচ্চারণ হয়েছে যে, মা' আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। মা' এ কথা শুনে চিৎকার দিয়ে উঠে বলেন, "ও তালেবের বাপ দেখ তালেব যুদ্ধে যাচ্ছে"। বাবাও চিৎকার দিয়ে উঠেন। এ সময় আমার চাচারা ভাইকে খুঁজতে থাকেন। ভাই আমার খরের গাদার মধ্যে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করে ভারতে চলে যান। এমতাবস্থায় মা' শুধু ছেলের জন্য কাঁদতে থাকেন। যেখানেই মুক্তিযোদ্ধারা শাহাদৎ বরণ করত কথা শুনলেই মা' কেঁদে অস্থির হতেন। নয় মাস এ অবস্থা কাটার পর ভাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। এসেই বলেন যে, "বাবা তোমার পরিবারসহ বাইরে অবস্থান কর। আমি এস, এল, এম, জি সেট করে সমস্ত রাজাকারদের মেরে ফেলবো"।

আমাদের গ্রামে প্রায় ৩৬৫ জন রাজাকার। বাবা এবং গ্রামের মাতাব্বর মিলে ভাইকে এ কথা বলে যে, "এতগুলি লোকের জীবন হনন করে গুনাহগার হওয়ার প্রয়োজন নেই"। পরে সমস্ত রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করিয়ে হাজতে প্রেরণ করেন। বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে তারাও ক্ষমা পেয়ে যায়। বাবা গরীব মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। কারো মেয়ের বিয়ে, কারো অর্থনৈতিক দূরাবস্থা এমনকি যে কোন লোক বিপদে পরলে তিনি ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অ-সম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৮৭ সালে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণ করার পরে বিরোধীরা বাড়ী-ঘর ভাংচূরসহ লুঠতরাজ করলে বাবা গ্রাম ছেড়ে নাটোর শহরে হিজরত করেন। আমার বাবা যে কোন মানুষকে খুব সহজেই বিশ্বাস করতেন। আমি তাঁকে আমার চাকুরী স্থলে রাখার প্রস্তাব দিলে তিনি বলতেন- "গ্রামের লোকের দর্শন না হলে আমার ভাল লাগে না"। তাই তিনি নাটোরেই অবস্থান করতেন। ২০০০ সালের ৩০ জানুয়ারী আমার বাবা ইন্তেকাল করেন। ইন্না নিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ধর্মীয় সভায় তিনি দান করতে করতে নিজের চাদরটুকুও দান করে আসতেন। আমার মাতা ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। আমার বাবা পুনরায় আর বিয়ে করেননি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন আমি যদি বিয়ে করি তবে আমার ছোট ছেলের লেখাপড়া হবে না। ছেলেমেয়েরা আমার কাছ থেকে পর হয়ে যাবে। তিনি ধর্মীয় কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন। আমার মেঝো বোনকে তিনি তবলীগ করতে গিয়ে বলেন-"ঈসা (আ.) মারা গেছেন কিন্তু আমার বোন বলেন- ব্র্যাকেটের মধ্যে ঈসা (আ.) জীবিত আছেন। বাবা বলতেন- আমার মেয়েটির এই ব্র্যাকেটটি আমি আর উঠাতে পারলাম না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি (আমার পিতা) বলে গেলেন, আমি যেন তাঁর জানাযা পড়াই। আমি আমার পিতাকে জানাযা পড়িয়ে কবরে রাখলাম, ঠিক মনে হলো যেন তাঁকে আমি বিছানায় শুয়ে দিচ্ছি। এখনও কোন বিপদে বা কষ্ট হলে স্বপ্নের মাধ্যমে বাবার স্নেহের পরশ অনুভব করি। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে জান্নাতের উচ্চ মকাম দান করুন, আমীন এবং তার উত্তম আদর্শ যেন আমাদের মাঝে বজায় থাকে সেজন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
ভবানীগঞ্জ, নাটোর

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে মানুষ মানুষে ভ্রাতৃত্বের সু-সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয়

ইসলাম আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্মে প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথেই হয়েছে। তাঁর প্রেরিত সকল ধর্মের মূল সারমর্ম নিয়েই ইসলাম ধর্ম। তাই সার্বজনীন ধর্ম এটি এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য এই ধর্ম প্রেরিত হয়েছে। নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল। শান্তি ও ঐক্যের ধর্ম ইসলাম। অতএব এ ধর্মে প্রবেশের মধ্যে শান্তি নিহিত এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার অপরিসীম গুরুত্ব নিহিত। কেয়ামত পর্যন্ত যেন খাঁটি এই ধর্ম জীবিত থাকে এজন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে এর পরে ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইমাম মাহ্‌দীর আগমন প্রয়োজন বোধ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ৫৬নং আয়াতের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন খেলাফত প্রতিষ্ঠার। যার মাধ্যমে এ ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে! কেবল মাত্র আহমদীয়া জামা'ত এই ধর্ম খেলাফত ব্যবস্থার অধীনে থেকে খাঁটি ও প্রকৃত ইসলাম প্রচার করে চলেছে। মুসলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত খেলাফত ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বা জাতিতে নেই। ফলে সমগ্র জগতেই বিশৃঙ্খলা ঐক্যতাশূন্য! অথচ ঐক্যবদ্ধ থাকার মূল মাধ্যমই হলো খেলাফতের অধীনস্ত থাকা।

“আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূল উম্মতের উলিল আমরদের ইতায়াত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয করেছেন। সুতরাং এই খেলাফতের অধীনে থাকার দরুনই আহমদীগণ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারছেন। পৃথিবীর কোন ধর্মে বা জাতির মধ্যে এমন ঐক্যবদ্ধ থাকার নজীর দেখা যায় না। আহমদীদের খলীফা আহমদীদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকেন এবং দোয়াও করে থাকেন। রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে এবং যে কোন পরীক্ষার কামিয়াবীর জন্য অর্থাৎ সার্বিক বিষয়ের জন্যই যুগ-খলীফার নিকটে দোয়ার চিঠি লিখেন এবং এতে যে স্বস্থি পান তা কেবল আহমদী সম্প্রদায়ভুক্তরাই অনুভব করতে পারেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর খলীফার দোয়া অনেক বেশী কবুল করে থাকেন। আধ্যাত্মিক নেতার নেতৃত্ব মানার মধ্যে যে নেয়ামত তা কেবল জামা'তে আহমদীয়ার ন্যায় মহা সৌভাগ্যবান সংঘটনটির ব্যবস্থপনার মধ্যে নিহিত। নবী-রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বীয় বাক্য দ্বারা নবীগণকে সম্মানিত করে থাকেন। আসলে খেলাফতের-রজ্জু আঁকড়িয়ে থাকার মধ্যেই সকল কল্যাণ ও ঐক্যতা নিহিত এবং খলীফার আনুগত্য করাও ঐক্যবদ্ধ থকার মূল-স্তম্ভ।

ঐক্যবদ্ধ থাকার মাধ্যমে মানুষ মানুষে ভ্রাতৃত্বের সু-সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয়। ইসলামে ঐক্যবদ্ধতা, শান্তি, নিরাপত্তা, স্বস্তি ও তৃপ্তি দান করে থাকে। একজন খলীফার হাতে বয়আত করে এক ইমামের আনুগত্যের প্রতিজ্ঞার মধ্যে রয়েছে এক জামা'ত, এক মত, এক পথ ও এক উদ্দেশ্য। নবীগণের আগমনের মূল উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর মানুষকে একতাবদ্ধ করা। ঐক্যতার অভাবে বিশৃঙ্খলার শেষ নেই।

একটি গল্প না বললেই নয়- তা হল–“জনৈক বৃদ্ধ তাঁর মৃত্যুকালে সব ছেলেদের মধ্য থেকে এক জনকে ডেকে একটি পাট কাঠি দিয়ে বললেন ভেঙ্গে ফেলতে। এক পলকেই কাঠিটি ভেঙ্গে ফেলল। বৃদ্ধ তখন একসঙ্গে একাধিক পাটকাঠি একত্রে করে আদেশ করলেন একজন একজন করে পুত্রদের তা ভেঙ্গে ফেলতে বহু চেষ্টা করেও কোন ছেলেই একত্রে থাকা কাঠিগুলো ভাঙ্গতে সক্ষম হলো না তখন বৃদ্ধ বাবা তাদেরকে বললেন, তোমাদের মাঝে যদি ঐক্য থাকে তাহলে তোমাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না”। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কেউ স্থায়ী ভাবে বাস করতে আসে নাই। সকলকেই খোদার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তখন সঠিক-বিশ্বাস ও সৎ-আমল ব্যতীত কিছুই কাজে আসবে না।

যুগ-খলীফার কাজ মানব সম্প্রদায়কে একক নেতৃত্বাধীনে আনা এবং জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধ থাকার দরুন সার্বিক ক্ষেত্রেই তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। আহমদীগণ খেলাফতের অধীনস্ত থাকার জন্য শক্তি ও সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বে অসাধ্য সাধন করে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ্! পৃথিবীতে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমান, ঐক্য ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন। আহমদীরা সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক নেতার অধীনে থাকার কারণে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে চলেছে।

সূদূর আফ্রিকা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিভিন্ন অজ্ঞ জাতি-গোষ্ঠিদের মধ্যে ইসলামের শান্তি, ঐক্য ও তৌহিদের বাণী প্রচার করে তাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন ব্যাপক আলোড়ন ও সচেতনতা জাগিয়ে দিয়েছে! তারা এখন সুশৃঙ্খল ও শান্তির মধ্যে বাস করার স্বাদ অনুভব করছে। এটা একটা মহা সফলতা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের।

ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার ফলে রসূলের যুগেও সফলতা অর্জন হয়েছে এবং বর্তমানে ইমাম মাহ্‌দীর যুগেও সফলতা অর্জনে এগিয়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ্!!

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না' (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)।

আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্‌র একত্ব তথা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক নবীর মিশন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র একত্ব তথা তৌহিদের সাক্ষ্য হিসাবে ঐক্যকে নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই যে মহাবিশ্ব– তাতে কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই। চন্দ্রের সাধ্য নাই সূর্যকে অতিক্রম করে, সূর্য্যেরও সাধ্য নাই চন্দ্রকে ডিঙ্গিয়ে যায়। রাতের পর দিন। দীনের পর রাত। আবহাওয়া, ঋতু বৈচিত্র, জল-স্থল মহাকাশ সর্বত্রই শৃঙ্খলা, সর্বত্রই ঐক্য। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য এবং সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়োজিত করেছেন তাঁর সেবায়। মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীনতা।

আমরা জানি সভ্যতার ঊষালগ্নেই আল্লাহ্‌পাক হযরত আদম (আ.)কে তাঁর খলীফা নিয়োগ করে খেলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মানুষের জন্য সীরাতে মুস্তাকিম নির্ধারণ করেছেন, যার পূর্ণাঙ্গ পরিণত রূপ ঘটেছে গোটা বিশ্ব নেতৃত্বে সৈয়দেনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষাকে আদর্শ করে তাঁর আগমনের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের নির্ধারিত শরীয়ত বা বিধানই একমাত্র বিধান যা সমগ্র বিশ্বের জন্য নিয়ামক ও পথ প্রদর্শক। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাই ঐক্য কেন্দ্রীক। নামায, রোযা, হজ্জ সব কিছুতেই ঐক্য, সবই এক নেতার অধীন সম্পন্ন করতে হয়– যার চরম ও পরম পরিপূর্ণরূপ গোটা বিশ্ব ব্যাপক পবিত্র খেলাফত যা ইসলাম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেশ করেছে তার পূর্ণ শরীয়তের মাধ্যমে।

দুর্ভাগ্য আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অজ্ঞতা হেতু পরাজয়, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও ব্যর্থতার মূল কারণ হল তারা খেলাফত হারা। পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে আল্লাহ্ হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আ.)কে আবির্ভূত করে তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যুগ খলীফার পবিত্র নেতৃত্বে আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য পুন:প্রতিষ্ঠা করে চলেছে এবং সব ধর্মের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পূর্ণ হতে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

এখন আমাদের কাজ ও পবিত্র দায়িত্ব সেই মহান রসূল সৈয়দনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা। আর এ দুরূদ ও সালাম শুধু মুখের উচ্চারণে সম্পন্ন হতে পারে না– তা বাস্তবায়ন করতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শে রঙ্গীন হয়ে নিজ নিজ জীবনে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করে। যুগ খলীফা সৈয়দনা হযরত মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) সমগ্র বিশ্বের সামনে যে পথ নির্দেশনা দান করেছেন, ধ্বংসাত্মক বিশ্বকে ঐক্য ও সংহতির জন্য যে ডাক তিনি দিয়েছেন, বিপর্যয় ও বিধ্বস্ততা হতে রক্ষা করার যে আহ্বান যে তিনি করেছেন তা খাঁটি ও পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা।

হে অ-আহমদী ভাইয়েরা আমার, যদি এটা খাটি ইসলামী শিক্ষাই হয়, তবে বাধা কোথায় যুগ-খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে? ইসলামের ছায়াতলে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আধ্যাত্মিক সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে? গোটা বিশ্বের প্রতি আমাদের আবেদন, আসুন একক ইসলামের এই শিক্ষার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। ইসলামের শিক্ষা ঐক্যের শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা শান্তির শিক্ষা।

সমগ্র বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হোক-

সূচিত হোক শান্তির জয় ॥

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসদের এক উম্মতে পরিণত করার কাজ খোদা তা'লা এ যুগের খলীফার ওপর অর্পন করেছেন

ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব যে অপরিসীম এই ব্যাপারে সকল যুগের জ্ঞানী গুণি, পন্ডিত ব্যক্তিবর্গরা তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ঐক্য ছাড়া ইসলামের উন্নতি হতে পারে না। ইসলামের উন্নতির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আর এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে? তা হতে পারে একমাত্র ঐশী নেতৃত্বের অধীনে চলে জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে বলেছেন: এবং তোমরা সকলে সমবেত ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।

অর্থাৎ আমরা যদি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি তাহলে আমরা পরস্পর বিভক্ত ও মতভেদ থেকে রক্ষা পাব। আমাদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমাদের মাঝে জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর এই ঐক্য-ই আমাদেরকে এক উম্মতে পরিণত হবার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

আজ যদি সবাই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একক নেতৃত্বের অধীনে চলতো তাহলে অবশ্যই মুসলমানরা সর্বত্রে মার খেত না। যুগ-খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে যদি সাড়া দিত তাহলে মুসলিম বিশ্বের এই করুন অবস্থা দেখতে হতো না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, আমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করি। আর জামা'তের মাঝে সর্বদা ঐক্য এবং একতা বজায় রাখি। এই সত্যকে কখনই আগ্রাহ্য করবেন না, সকল পুণ্য এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য খিলাফতে রাশেদার পদতলেই নিহিত। (বইতুল্লাহ্ নির্মাণের ২৩ টি উদ্দেশ্য পৃ: ১১৬)।

একমাত্র খিলাফতই সেই ঐশী ব্যবস্থাপনা, যা মুসলমানদের বিভক্তির পরিবর্তে এক হতে ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে সুদৃঢ় করে। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল

মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন–অতএব স্মরণ রাখুন! আপনাদের ঐক্য খিলাফতের সাথে যুক্ত। আর এক উম্মতে পরিণত করার কাজ আহমদীয়া খিলাফতের ওপর ন্যস্ত, অন্য কেউ এর সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। আমি খোদার কসম খেয়ে এই মসজিদে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসদের এক উম্মতে পরিণত করার কাজ খোদা তা'লা এ যুগের আহমদী খলীফার ওপর অর্পন করেছেন। (জুমুআর খুতবা, ১৬ই জুলাই ১৯৯৩)

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামা'ত হতে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে। (আবু দাউদ, আহমদ)। তাই আমাদের একমাত্র কাজ হলো যুগের ইমামকে মেনে নিয়ে নিজেদের মাঝে চিরস্থায়ী ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলা আর এতেই চিরস্থায়ী মুক্তি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'বয়আত (বা দীক্ষাগ্রহণ) এর উক্ত সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মুত্তাকীগণের সংঘবদ্ধ দল সংগৃহীত করা। অর্থাৎ তাক্ওয়াপরায়ণ ব্যক্তিদের একটি জামা'তে একত্র কারা যাতে এরূপ মুত্তাকীদের একটি ভারী সংঘ জাগদ্বাসীর ওপর স্বীয় নেক প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, সন্মান, গৌরব ও কল্যাণময় ফলোদয়ের কারণ হয় এবং একমাত্র পবিত্র কলেমায় ঐক্যবদ্ধ হবার বরকত ও কল্যাণে ইসলামের পাক ও পবিত্র সেবা কার্য ও খেদমত সমূহ পালনে ত্বরিৎ নিয়োজিত হতে পারে" (বিজ্ঞপ্তি ৪-৩-৮৯)।

ইসলামে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে খেলাফতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের খেলাফতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের মাধ্যমে ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

মিলা পাটোয়ারী, আহমদনগর

ঐশী খেলাফতই পারে সমগ্র জাতিসমূহের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে

ইসলাম আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনিত ধর্ম। তাই ইসলাম মানুষের মনে অসাধারণ গুণের ও মহত্বের উন্মেষ ঘটাবে এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে ঘটেও তাই। ঘটেছেও তাই। স্বনিষ্ঠ ইসলাম অনুসারীদের মাঝ থেকে দেখা গিয়েছে বহু অসাধারণ গুণের ও মহত্বের সমবেশ। একনিষ্ঠ ইসলামের অনুসারীরা হয়েছে সকল অসাধারণ মানবিক, নৈতিক ও মহৎ গুণের অধিকারী। আজ যে ঐশী খেলাফতের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে তা থেকে মানুষ দূরে বলেই মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে অপদস্থ হচ্ছে।

আজ উম্মতে মুসলেমা শতধা বিভক্ত, যার ফলে মুসলমানদের মাঝেই লেগে আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। শতধা ভিক্ত হয়ে ইসলামের বারটা বাজিয়ে ছাড়ছে। প্রকৃত ইসলাম আজ খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতার যার যার ইচ্ছা মাফিক, ইসলামিক আইন-কানুন তৈরী করে নিয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অপব্যাখ্যা দিয়ে শান্তির ইসলামকে কালিমাযুক্ত করে অশান্তিতে পরিণত করছে। যার ফলে বি-ধর্মীদের মাঝে ইসলাম আজ সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু এই দোষতো ইসলামের নয়, দোষী হচ্ছে তারা যারা শান্তির ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করতে অনৈতিক কাজ করছে। আর তারা খেলাফতের অধিনে নেই বলেই এমনটা করতে পারছে। তাদের কোন আধ্যাত্মিক নেতা নেই, তাই আজ তারা অন্ধ হয়ে গেছে। ভালকে ভাল মনে করতে পারছে না। তাদের বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই। যে বলবে এটা ভাল নয়, এটা ঠিক নয়, এটা ইসলামে নেই এই ধরনের কথা বলার মত তাদের কেউ নেই।

আজ আহমদীয়া জামা'তেই একমাত্র ইসলামী খেলাফত রয়েছে বলেই তারা দিনের পর দিন উন্নতি করে যাচ্ছে এবং বিশ্ব বিজয়ের পতাকা তাদের হাতেই পত্-পত্ করে উড়তে দেখা যাচ্ছে। আজ জার্মান বলেন আর যুক্তরাষ্ট্র বা যুদ্ধরাজ্যে বলুন বা আফ্রিকার কোন দেশে বলুন হাজার হাজার লোক সমাগমে সম্মানের সাথে ধর্মীয় সম্মেলন করে যাচ্ছেন, তাদের কেউ বলে না যে এরা সন্ত্রাসী। সবাই জানে ইসলাম বলতে আজ এদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। এরা শান্তিকামী মানুষ। এরা সমাজের জন্য শান্তির বার্তাবহন করে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া অন্য কোন দলে খেলাফত ব্যবস্থা নেই বলে তারা ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারছে। কিন্তু ঐশী খলীফা ধর্মীয় আইনকে ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন এবং ভ্রান্তদেরকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছবার আহ্বান জানান। সকল প্রকার ধর্মীয় বেদাত দূর করে এক আল্লাহ তা'লার বিধান অনুযায়ী সৎকর্মীদের পবিত্র দল গঠন করেন। খলীফার নেতৃত্বে যারা থাকেন, তারা খলীফার ডাকে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধর্ম প্রচারে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, যা খলীফাহীন দলে দেখা যায় না।

খলীফার মাধ্যমে মুসলমানরা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং এক ঐশী গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী করে। সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য এক মহান নেতার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হয়ে বেষ্টিত থাকে। সমগ্র বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, সচল-দুর্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণকে এক সাধারণ যোগসূত্রে প্রথিত করে প্রগতিশীল জাতিতে সংঘবদ্ধ করার জন্য ঐশী নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন। যেহেতু, একতা, সংহতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা জাতির উন্নতির প্রধান উপকরণ, আর এ সবের সমাধান একমাত্র আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাঝেই থাকে। আর সকল মুসিবত থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তিনিই হলেন প্রকৃত খলীফা।

এমন মহাপুরুষ সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ বিনা দ্বিধায় মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। আজ আহমদীয়া খলীফার নেতৃত্বে সারাবিশ্বে লাখ লাখ ধর্ম প্রাণ মুসলমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ফলে আজ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের তিত্ববাদের দেশে-দেশে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়বে আর তারা একক নেতৃত্বে, এক ইসলামী খলীফার অধীনে চলবে।

বর্তমান সমগ্র বিশ্বের একক ইসলামী

নেতার খুবই প্রয়োজন। একক নেতৃত্ব ছাড়া বিশ্বের মুসলমান মাথা উঠিয়ে দাঁড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো খুবই প্রয়োজন। আর এর জন্য চাই একক নেতৃত্ব, ইসলামী খেলাফত। ইসলামী খেলাফতই পারে সমগ্র জাতি সমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সেই খেলাফত বিদ্যমান রয়েছে যার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) বলে গেছেন। তাই আর দেরি না করে ইসলামী ঐক্য গড়ে তুলতে হলে ইসলামী খেলাফতের ছায়ায় আসা ছাড়া আর কোন গতান্তর নেই। সত্যকথা হলো ঐশী খেলাফতই পারে সমগ্র জাতিসমূহের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

মুলমানদের মাঝে ঐক্য না থাকায় সর্বত্রে অশান্তি বিরাজ করছে

ইসলামে ঐকবদ্ধ থাকার যে বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন তা কুরআনের সাতশত আদেশের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজে তার রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব একটি দড়ি বিশেষ যা আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরন করে দেয়া হয়েছে। এটাই আল্লাহ্‌র রজ্জু। যাকে আল্লাহ্ ধরে রাখতে বলেছেন, এবং রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) যেভাবে ধারন করে রাখতে বলেছেন, যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন, সেভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারাটাই মুসলমানের সার্থকতা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার একমাত্র পথ। এভাবে থাকতে হলে অবশ্যই ইসলামের নিয়মানুযায়ী এক নেতার এতায়াতের মাধ্যমে থাকতে হবে।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন "তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত যাকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হতে বারণ করবে এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখবে।" এই আয়াতে মুসলমানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি বলা হয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয় যে, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাদের অভ্যুদয় হয়েছে যে তারা সৎকাজের প্রসার ঘটাবে এবং অসৎ কর্মের নিপাত করবে ও তারা শিরিক বিহীন ইবাদতের দ্বারা রসূল (সা.) এর আদর্শের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার সাধন করবে।

উদাহরস্বরূপ বলা যায়, যে কোন একটি লাঠি বা কাঠিকে যে কোন জন সহজেই ভাংতে পারে, কিন্তু দশটি লাঠিকে যদি এক সঙ্গে করে একটি বান্ডিল করা যায়, তবে সহজে তা কেউ ভাংতে পারবে না। ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান যদি আজ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে এক নেতা এক জামা'তের ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকতেন তবে কোন ভাবেই অবক্ষয়ের অতল তলে তলিয়ে যেত না এবং মুসলমানদেরকে কেউ কোন আঘাত করতে পারতো না। আর তাদের কোন পরাজয়ও হত না। কিন্তু তা না থাকার কারণে মুসলমান আজ লাঞ্ছিত, পদদলিত অবহেলিত, অবক্ষয়ে জর্জরিত ও সন্ত্রাসি জাতি বলে আক্ষায়িত। মুলমানদের ভিতরে আজ ঐক্য না থাকার কারণে, পরিবারে শান্তি নাই, সমাজে শান্তি নাই, রাষ্ট্রে শান্তি নাই এভাবে সমস্ত মুসলমানদের কোন শান্তি নাই, আগুনে সমস্ত পৃথিবী দাও দাও করে জ্বলছে।

অতএব পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আর বর্তমান বিশ্বের অনৈক্যের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ ও রসূলের আইন ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এক নেতার নেতৃত্বে একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে অবিরাম নিঃস্বার্থ সংগ্রাম করে যাচ্ছে একটি দল বা জামা'ত, যার নাম 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত'।

বর্তমান যুগের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে নির্ধারিত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মুসলমানদের ইমাম ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ উপাধিতে ভূষিত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে যথা সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত করেছেন। সারা বিশ্বের মানুষ যখন ভ্রান্ত মতবাদে পরিপূর্ণ হয়ে দিশেহারা ও সুপথহারা হয়ে দিক-বিদিক পাগল পারা হয়ে ছুটে কোথাও সন্ধান পাচ্ছে না তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে প্রেরিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আলোর সন্ধান দিতে পারে না।

তাই আজ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে প্রেরিত এক নেতার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঐশী নেতার এতায়াতের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এক নেতার নেতৃত্বে থেকে জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান, নূরনগর

ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম ঐশী খেলাফত

ঐশী খেলাফত ছাড়া জাতিসমূহের ঐক্য কোনভাগেই সম্ভব নয়। একমাত্র ঐশী প্রদত্ব খেলাফতই পারে জাতি সমূহকে শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করতে। আজ যদি সমগ্র বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ব ইমামকে মেনে নিয়ে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতো তাহলে সমাজ ও দেশের সর্বত্রে শুধু শান্তিই বিরাজ করতো এবং কারো এই সাহস থাকতো না ইসলামের ওপর আঘাত হানতে।

সারা পৃথিবীতে আজ ইহুদী, নাসারা আর মুশরিকরা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়। এ কারণে তারা সারা পৃথিবীতে তাদের অপশক্তির ক্ষমতা পাকা-পোক্ত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই সন্ত্রাসী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি। ইঙ্গ-মার্কিন এ পরাশক্তি কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ইহুদী, নাসারা আর মুশরিকদের মূল টার্গেট হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। তারা জানে যতো

দিন মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে থাকবে, ততোদিন তাদের ক্ষমতা পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে না। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম নিধনে অগ্রসর হচ্ছে। এই টার্গেট নিয়ে আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে মুসলমান পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

বর্তমান কালের রাজনীতি নোংরা, ন্যায়বিচারশূন্য ও তাকওয়াহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব মুসলিম রাষ্ট্র আজ ইসলামের নামে বড়াই করছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শিক্ষা বা ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। এ জন্যই ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।

আজ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য সব ফিরকা কোন বা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ সমর্থনের লক্ষ্যে কোন না কোন মুসলিম দেশকে অবলম্বন করছে। অথচ 'তাকওয়া' কেবল ইসলামী শিক্ষার সমর্থন করতে শিখায়। ইসলামের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলে, কেবল ইসলামের শ্বাস, কুরআনের স্বার্থ, সুন্নতে রসূল করীম (সা.)-এর স্বার্থ উদ্ধারে নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। এবং এই শিক্ষার আলোকে আমরা যদি বর্তমান রাজনীতির পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাই যে, মুসলমানদের ও অন্যদের (পাশ্চাত্যের) উভয়ের রাজনীতির ভিত্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়ালাসাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে।

আজ যদি সবাই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একক নেতৃত্বের অধিনে চলতো তাহলে অবশ্যই মুসলমানরা সর্বত্রে মার খেত না। যুগ খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে যদি সাড়া দিত তাহলে মুসলিম বিশ্বের এই করুণ অবস্থা দেখতে হতো না। ইসলামে যে ঐক্যের আহ্বান করা হয়েছে তার গুরুত্ব অতি ব্যপক। ইসলাম এটাই চায় যে, সবাই যেন এক নেতার অধিনে থেকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ঐশী ইমামের ছায়ায় থেকে জীবনের শেষ নি:শ্বাস নেয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

ইসলামী একক নেতৃত্বই মানুষকে প্রকৃত সুখ-শান্তি দিতে পারে

ইসলাম আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। বিশ্ব মানবের চলার পথে এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম অর্থ বিনীত ভাবে অনুগত হওয়া বা মহান আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পন করা। সবাই যেন এক নেতৃত্বের অধীনে থেকে জীবন পরিচালিত করে এটাই খোদা তা'লার ইচ্ছা আর এ লক্ষ্যেই তিনি নবী-রসূলদের প্রেরণ করেছেন। এতে সাদা কালো, উচু-নীচু, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ বৈষম্য নেই। আজ মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, হিংসা-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া, কলহ-বিবাদ, মারা-মারি দুর্বলের ওপর প্রবলের জুলুম-অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন কেন? এর উত্তর একটাই, আর তা হল ঐক্যবদ্ধ না থাকার কারণ।

মুসলমান জাতি যে আজ সকল দিক দিয়ে সকল জাতির কাছে অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অধ:পতনের চরম সীমায় এসে ঠেকেছে একথা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না। কেউ কি একবার ভেবে চিন্তে দেখেছেন যে, এই জাতির অধ:পতন কেন? এবং এর প্রকৃত কারণ কি? কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "খোদা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই না করে" (সূরা রাদ)।

মুসলমান জাতি আজ তেহাত্তর দলে বিভক্ত। নাই একতা, নাই শৃঙ্খলা, আর ভ্রাতৃত্ব করেছে বিদায়। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "বনি ইসরাঈলীগণ বাহাত্তর দলে বিভিক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই দোযখী হবে। ইসলামী একক নেতৃত্ব বা খিলাফত যে মানুষকে প্রকৃত সুখ-শান্তি দিতে পারে এই ব্যাপারেও সবাই আজ একমত। খিলাফত এমন এক ঐশী ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হয়।

পরম দয়াময় আল্লাহ্ চরম অধ:পতিত, মজলুম, নির্যাতিত, খেলাফত বিহীন হয়ে দিশেহারা জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে মানবতার উচ্চাসনে উন্নতি করার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানায় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে আবির্ভূত করেছেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহমদী জামা'ত আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত ভাবে ধারণ করে একতা শৃঙ্খলা ভ্রাতৃত্বের মহা বন্ধনে সংঘবদ্ধভাবে যুগ-খলীফার আদেশ উপদেশ শিরোধার্য করে আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমত নিজেদের ধন-সম্পদ এমনকি জীবন পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে নিমগ্ন। পরিশেষে প্রার্থনা করি, সবাই যেন যুগ খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশিত পথে থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

নিশাত জাহান রজনী, আহমদনগর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"নিজ সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ এপ্রিল, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।
১। আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

বিশেষ সফলতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা'র ৫৯তম সালানা জলসা ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

গত ১৪ মার্চ রোজ শুক্রবার ২০১৪ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কোড্ডা'র মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডার ৫৯তম সালানা জলসা ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব গাজী মাঝহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জানাব মাহাবুব রহমান জেপি। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সিবগাতুর রহমান মুকুল। বক্তৃতা পর্বে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। এরপর মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও ফজিলত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বি সিলসিলাহ। এরপর স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য রাখেন জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঁইয়া, সাবেক প্রিসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা এবং জনাব আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া, সাবেক প্রিসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা। এরপর তরবিয়তিমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শেষে তরবিয়তী বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব মুনির আহমদ ভূঁইয়া। বক্তৃতাপর্বে 'বিশ্বব্যপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। জলসার এ পর্যায়ে কয়েকজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব শাহারিয়ার রেজা জুষেফ। 'হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের এক ঝলক' এ বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু। শুকুরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব এ কে এম আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি-২০১৪। শেষে জলসার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

এ কে এম আতাউর রহমান
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি-২০১৪

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ)-এর প্রথম সালানা জলসা

গত ৪ মার্চ রোজ মঙ্গলবার ২০১৪ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রঘুনাথপুর (বাগ) মসজিদ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ) এর প্রথম সালানা জলসা। জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১১ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায–এ বিষয়ে বক্তব্য করেন জনাব মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ্। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়, এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি। নযম বাংলা পরিবেশন করেন জনাব জি, এম, সিরাজুল ইসলাম। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা করেন, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর মাঝেই ইসলামের জীবন, এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, মওলানা খুরশিদ আলম, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পরিবেশন করেন মওলানা খালিদ হাসান সবুজ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। যুগ-ইমামের হাতে বয়আত গ্রহণই বর্তমান ভয়াবহ হতে দুর্যোগ হতে বাঁচার একমাত্র উপায়, এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ।

এরপর সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন, জনাব আতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ)। প্রশ্ন উত্তর অধিবেশনে উত্তর প্রদান করেন জনাব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। প্রশ্ন উত্তর অধিবেশনের পর একটি পরিবারসহ ৯ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলাতে দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বয়আত পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪।

জলসায় ১৯২ জন আহমদী এবং ৪৫৮ জন অ-আহমদী মেহমান অংশগ্রহণ করেন

এস, এম, মাহমুদুল হক

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়

ঢাকা গত ২০/০২/২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলীগ, বকশীবাজার, ঢাকায় "হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস" পালিত হয়। বাদ আসর উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং মাগরীব ও এশার নামায জমা আদায়ের পর ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে মওলানা রাসেল সরকার "হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালনের প্রেক্ষাপট" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ "আহমদীয়াতের অগ্রগতিতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভূমিকা" বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য রাখেন এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ "মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর আদর্শ ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব জাকির হোসেন এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম রহমতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন হালকা থেকে যেরে তবলীগসহ প্রায় ২০০ জন আহমদী ও অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

বশীর উদ্দিন আহমদ

নূরনগর/ঈশ্বরদী গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নূরনগর/ঈশ্বরদীর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ আলী খান-এর সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী) এবং নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ মাসরূর আহমদ (শাওন), এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর খিলাফতকালীন জীবনের ইসলাম প্রচারের ও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে সামান্যতম অংশ আলোচনা করা হয়।

আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, জনাব মোহাম্মদ সাব্বির আহমদ খান ও সভাপতি। পরিশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দু'জন মেহমানসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ঘাটুরা গত ০৫/০৩/১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুছা মিয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম আরমান, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস এম এরফান। বক্তৃতা পর্বে প্রথমে প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আহমদ উজ্জ্বল। ২০ ফেব্রুয়ারী প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন এস এম নঈমউল্লাহ্। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের কিছু ঝলক এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এস এম ইব্রাহীম। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। সেক্রেটারী তালিম, তরবিয়ত জনাব এস, এম হাবিবুল্লাহ্ এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এস, এম হাবিবুল্লাহ্

গাজীপুর গত ২১/০২/১৪ তারিখ বাদ জুমুআ ২.৩০ মিনিট হতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর জামা'তে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভার প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা নযম পেশ করেন যথাক্রমে শেখ হাম্মাদ আহমেদ ও ইকবাল হোসেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য পেশ করেন, মৌ. লুতফর রহমান, তিনি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যকাল সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব কবির আহমদ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন জনাব হাবিবুর রহমান। পরিশেষে সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

জায়েদুল কাদের

তাহেরাবাদ গত ২০ ফেব্রুয়ারী তাহেরাবাদ জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব শহীদুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আব্দুল খালেক মোল্লা। শেষে সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

চট্টগ্রাম গত ২০/০২/২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোনেম বিল্লাহ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রাসেল আহমদ এবং নযম পেশ করেন জনাব ইমরান সাঈদ আকাশ। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরেন জনাব আহমদ দাউদ, নায়েব কায়েদ-১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ওপর আলোকপাত করেন জনাব আরিফ উজ্জামান।

এরপর মওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর খেলাফতকালের ওপর বক্তৃতা রাখেন। সর্বশেষ সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। এতে ১৪ জন খোদ্দাম, ২২ জন আনসার, ৪ জন আতফাল এবং ১০ জন মেহমান এবং ৪২ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সাহাবউদ্দিন সিহাব

রঘুনাথপুর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ) এর উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রোজ সোমবার মহান মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব আতিয়ার রহমান প্রেসিডেন্ট রঘুনাথপুর (বাগ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, সোহেল আহমদ, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখিত নযম পরিবেশন করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, জনাব সোহেল আহমদ ও জনাব আরমান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনের ওপর আলোচনা করেন, জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ) এবং মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়।

এস, এম, মাহমুদুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ২৩/০২/২০১৪ তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১ ঘটিকায় জনাব বাবুর বাড়িতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদীর উদ্যোগে রওশন আরা প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ সভানেত্রীত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন লাজলী জামান। বক্তৃতাপর্বে মাহমুদা জাহান জান্নাত, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জন্ম এবং কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন। মাকসুদা আকতার (দিপা) মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর একটি আপত্তির খন্ডন নিয়ে আলোচনা করেন। সায়রে রূহানী থেকে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর প্রিয়জন ও নিকটবর্তীগণদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন আফছানায়ারা। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন লাজলী জামান। সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ১০ জন লাজনা ও ৩ জন নাসেরাত।

রওশনয়ারা

লাজনা ইমাইল্লাহ ফাজিলপুর

গত ২৯/০২/২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মোস্তারীনা আক্তার। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস হাজেরা বেগম। নযম পাঠের পর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জেসমিন আক্তার, আমাতুল মতিন এবং মিসেস আমাতুল মজিদ, বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, যথাক্রমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং ২০ ফেব্রুয়ারীর প্রেক্ষাপট, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর শৈশবকাল এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কার্যাবলী।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আমাতুল মজিদ

কটিয়াদী

গত ২১/০২/২০১৪ তারিখ কটিয়াদী জামা'তের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট এড. মোহাম্মদ আজিজুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন কারী ফজলুল হক, যয়ীম আলা, বীর পাইকসা।

নযম পরিবেশন করেন জনাব সাদব আহমদ। বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ রহুল আমিন, সেক্রেটারী তবলীগ, কটিয়াদী এবং মৌ. নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

বেতাল হালকা

গত ২৬/০২/২০১৪ তারিখ বেতাল হালকা জামা'তের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রহমান। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন। দোয়া করান সভাপতি, নযম পরিবেশন করেন জনাব মিয়াচান ও জনাব মোবাশ্বের।

বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং মৌ. নাসের আহমদ আনসারী। সভাপতির সমাপনি ভাষন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রহুল আমিন

লাজনা ইমাইল্লাহ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৮/০২/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ মিলনায়তনে সফলতার সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর সভানেত্রীত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া, বাংলা ও উর্দু নযম পাঠ করেন বুশরা আক্তার ও খাওলাদিন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে: হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর স্মরণে বক্তব্য রাখেন উম্মে কুলসুম চায়না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ঐতিহাসিক ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে শুনান আমাতুন নূর। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর এর সত্যতার প্রমাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জাকিয়া আহমদ রুমকী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন আফসানা আহমদ টুম্পা।

অত:পর সভার সভানেত্রী ভাষণ প্রদান করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩২ জন লাজনা এবং ৮ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর এর উদ্যোগে মহান মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর।

প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শাওন, আহাদনামা পাঠ করান প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। হাদীস পাঠ করেন নাজিয়া সুলতানা। নযম পাঠ করেন ফায়িজা সুলতানা ঈমা। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নাফিয়া শারমিন, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নাছিমা বশির। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বাংলাদেশের প্রতি যে বাণী দিয়েছিলেন তাসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে ৬৯ জন লাজনা ও ১৪ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

মাহিগঞ্জ

গত ২০/০২/২০১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম। কুরআন পাঠ করেন মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আব্দুস সালাম লিমন। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোশারফ মিয়া, মৌ. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম এবং জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম। বক্তৃতার মাঝে মোছা: জান্নাতুল ফেরদাউস (জুঁই) নাসেরাত একটি সুন্দর নযম পরিবেশ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

বড়দর্গা

গত ২১/০২/২০১৪ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জের হালকা বড়দর্গাতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ শামসুল আলম, নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ মাসুম মিয়া। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, মৌ. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম এবং জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী। সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪ জন মেহমানসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ২৮/০২/২০১৪ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজিয়া আক্তার, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আয়শা কমল সেতু। এরপর হাদীস পড়ে শোনান নাজমা রাজু। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি। এরপর নযম পেশ করেন সোফিয়া খিলাত। বক্তৃতা পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.) এর বাল্য জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মরিয়ম সিদ্দিকা ইভা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রুখসানা মঞ্জু। এরপর জাভিন মোবারাকা ঐশী একটি নযম পেশ করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস এর বিভিন্ন দিক নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন সভানেত্রী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন মেহমানসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর (ডলি)

সংবাদ প্রেরণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় জামা'তী এবং বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের সংবাদ প্রেরণকারীদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ:

১। যে সংবাদটি প্রেরণ করছেন তা সংবাদ আকারে মূল বিষয় বস্তু স্পষ্টভাবে লিখে প্রেরণ করার চেষ্টা করুন। ছবিসহ সংবাদ পাঠালে ভালো হয়।

২। পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশের জন্য সংবাদটি পাক্ষিক আহমদীর ঠিকানায় আলাদাভাবে পাঠাতে হবে।

৪। প্রয়োজনে ই-মেইলে সংবাদ পাঠাতে পারেন।

সম্পাদক

পাক্ষিক আহমদী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা-১২১১

ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে আহমদী বাড়ি থেকে শীত ও সাধারণ বস্ত্র সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সাথে সামর্থ্যবান সদস্য হতে খেদমতে খালক খাতে অনুদান আদায় করা হয়। আদায়কৃত অর্থের মাধ্যমে কম্বল ক্রয় করা হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট ১৫৮ টি সাধারণ এবং শীত বস্ত্র আহমদী সদস্য/সদস্যা এবং অ-আহমদী ভাইদের মাঝে বিতরণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বেশি বেশি নেকী হাসিল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সাহাবউদ্দিন সিহাব

কৃতি ছাত্রী

আমাদের কন্যা কুররাতুল আঈন (সাদিয়া), ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পি,এস,সি) পরীক্ষায় হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তার মেধা শক্তি আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং সে যেন ভবিষ্যতে আরো উত্তম ফলাফল লাভ করতে পারে, সেজন্য আমরা জামা'তের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ আমানুল হক আমান
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তাদের বার্ষিক রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৪ রোজ শনিবার Surrey জেলায় অবস্থিত বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নারী সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তাদের বার্ষিক রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

২দিনের এই আয়োজনে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস থেকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের প্রায় ৮০০ কর্মকর্তা পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় এই মসজিদে আগমন করেন।

সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা যেন কার্যকর উপায়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সেজন্য ব্যবহারিক দিক-নির্দেশনা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে এই কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য লাজনার জাতীয় সদর মোহতরমা নাসিরা রহমান তাঁর বক্তব্যে কর্মকর্তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সফলতা অর্জনের জন্য ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বাসনায় চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

প্রত্যেক জাতীয়-কর্মকর্তা নিজ নিজ বিভাগের স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্কশপ করেন এবং তাদের দায়িত্ব ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভূমিকা বুঝিয়ে দেন। ১৫টি বিভাগ যেমন: অর্থ, প্রকাশনা, তালীম এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বা তরবীয়ত সম্পর্কে প্রত্যেক কর্মকর্তা নিজ নিজ পরিসরে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেন। প্রতিটি ওয়ার্কশপে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সিলেবাসের গুরুত্ব এবং এর নির্দেশনাসমূহ ও শিক্ষামালা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

শেষ দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতিতে আলোকিত হয়ে উঠে এবং তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

শ্রদ্ধেয় হুযূর কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সংগঠনের মূল কাজ হলো, তাদের অধীনস্ত যেসব সদস্য আছেন, তাদেরকে উজ্জীবিত করা, যেন তারা সর্বশক্তিমানের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, এই চেষ্টার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র-পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে, যেন তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করতে পারেন, যে কারণে প্রতিশ্রুত মাহদীর আগমন ঘটেছে।

হুযূর বলেন, "প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) ইসলামকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আপনারা প্রত্যেকে এর একেকটি শাখা। অতএব, ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে একে সজীব রাখা হচ্ছে আপনাদের অন্যতম দায়িত্ব। সর্বপ্রথম একজন কর্মকর্তাকে এই গুণ অর্জন করতে হবে এবং পরে অন্যদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে একের পর এক ধার্মিক-জীবনের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এভাবেই ইসলাম নামের বৃক্ষটি অমরত্ব লাভ করবে এবং ধীরে ধীরে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে।"

নীরব দোয়ার মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় হুযূর, তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্মকর্তারা তাদের প্রিয় ইমামের দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্য সম্বন্ধে আরো তথ্য এবং সাম্প্রতিক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন: www.lajna.org.uk

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেনিনে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন

গত ১৭ই জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেনিনের Alada অঞ্চলের Azohoue Cada জামা'তে নবনির্মিত একটি মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৬৫জন উপস্থিত ছিলেন। এতে আলাডা অঞ্চলের অন্যান্য জামা'ত থেকেও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ৩জন স্থানীয় রাজা, ২জন গ্রাম্য প্রধান, Vodoun এর ২জন চীফ, Avengelique চার্চের পাদ্রি, ২জন অ-আহমদী ইমাম, জামা'তের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগবৃন্দ এবং বেনিনের আমীর, মওলানা রানা ফারুক আহমদ সাহেব নিজ প্রতিনিধি দলসহ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন পাঠের পর আহমদী রাজা জনাব দাউদাহ্ জামুসো সাহেব অতিথিদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

এখানকার অ-আহমদী ইমাম আহমদীদের সেবামূলক কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, আহমদীয়া জামাত এখানে মসজিদ নির্মাণ করে আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছে। আমি সকল মুসলমানের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, আপনারা বেশি বেশি ইসলাম প্রচার করুন যাতে অচিরেই ইসলামের বিশ্ব বিজয় হয়।

এরপর তিনি ও তার আরেক সঙ্গী আহমদীদের সঙ্গে জুমুআর নামায পড়েন।

অনুরূপভাবে পাদ্রি এবং গ্রাম্য প্রধানগণও আহমদীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং ভাতৃত্ববোধের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য শুভকামনা করেন।

উক্ত অঞ্চলের মেয়রের প্রতিনিধি শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আহমদী জামা'তের সদস্যরা যে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে তা দেখে বার বার আমার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত হয় হায়! আমিও যদি আহমদী হতাম।

মোহতরম আমীর সাহেব সম্মানিত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং জুমুআর নামায পড়ান।

নামায শেষে আপ্যায়নের মাধ্যমে এই মহতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

‘ক্লিন-আপ অস্ট্রেলিয়া ডে’ উদযাপন করলো সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা’ত

আহমদিয়া মুসলিম জামা’ত, সাউথ অস্ট্রেলিয়া গত ২ মার্চ ২০১৪ তারিখে ‘ক্লিন-আপ অস্ট্রেলিয়া ডে’-তে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিবছর মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। দেশের সর্বত্র রাস্তা-ঘাট, পার্ক ইত্যাদি পরিষ্কার করাই এই দিবসের উদ্দেশ্য।

এডিলেইডের আবহাওয়া সেদিন চমৎকার ছিল। দিনের বেলায় মোটামুটিভাবে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। এডিলেইড এয়ারপোর্টের নিকটবর্তী টেপলিস হিল রোডে এই কার্যক্রম চালানো হয়। সকাল দশটার দিকে দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা’তের সদস্যরা পরিচ্ছন্ন-অভিযান শুরু করে।

এতে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত অংশ নেন। তারা রাস্তার দু’পাশের সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন। দৈহিক নিরাপত্তার খাতিরে সবাই গ্লাভস ও জ্যাকেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিধান করেছেন।

এডিলেইড জামা’তের এই কার্যক্রম স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আহমদীদের সঙ্গে এতে যোগদানও করেন। তাদেরই একজন, মিস্টার ম্যাট উইলিয়ামস এমপি, আহমদীদেরকে অভিনন্দন জানান। এছাড়া, লোকাল কাউন্সিলের মেয়র মিস্টার জন ট্রেইনার বলেন, “পরিচ্ছন্নতা অভিযানের জন্য এই স্থানটি বেঁছে নেওয়ায়, কাউন্সিল ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমি আহমদীয়া অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এটি অবশ্যই আপনাদের কমিউনিটির সত্যিকারের উদ্দীপনা তুলে ধরে।”

সাউথ অস্ট্রেলিয়া জামা’তের প্রেসিডেন্ট জনাব মঞ্জুর কাদির খান বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। এবং স্বদেশের প্রতি ভালোবাসাও ঈমানের অঙ্গ।”

টেপলিস হিল রোডের চার কিলোমিটার রাস্তা ছাড়াও আহমদীরা অন্যান্য সাবার্বেও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালান।

উডক্রফট এলাকায় প্যানালেটিঙ্গা রোডের প্রায় তিন কিলোমিটার পরিষ্কার করেন বেশ কিছু আহমদী।

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় অস্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়া জামা’ত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ‘ক্লিন-আপ অস্ট্রেলিয়া ডে’ -তে অংশ নিয়ে আসছে। প্রতি বছর আহমদীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এ কাজে যোগ দিয়ে থাকে।

স্বেচ্ছাসেবী ও তহবিল সংগ্রহের বিচারে বরাবরের মতো এ বছরও আহমদীয়া জামা’তে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইড জামা’ত এ বছর বেশ কিছু অর্থ অনুদান দিয়েছে।

সবশেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে আপ্যায়ন করা হয় এবং স্থানীয় জামা’তের প্রেসিডেন্ট সাহেব সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

“মন প্রাণ দিয়ে নিজের স্বামীর অনুগতা হও। তার সম্মানের অনেকখানি তোমার আওতায় রয়েছে।”

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

ভাল অভ্যাস গড়ে তুলুন, সুস্থ থাকুন

** খাবারের আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে দুই হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত নখ কাটুন। অপরিষ্কার হাত ও নখ নানাবিধ মারাত্মক রোগের কারণ।*

** বিশুদ্ধ পানি পান করুন। ডাইরিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েডের মতো অনেক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুন। বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন।*

** রক্তস্বল্পতা গর্ভবতী মা ও শিশুর একটি মারাত্মক সমস্যা যা মৃত্যুও ঘটাতে পারে। রক্তস্বল্পতা রোধে রঙ্গীন ও টাটকা শাকসবজি এবং ফলমূল বিশেষ উপকারী।*

** নবজাত শিশুকে শালদুধ খাওয়ান এবং ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ দিন। মায়ের দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।*

যেহানত ও সেহেতে জিসমানী
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ

(১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

(২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকী (তাকওয়াশীল) হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

(৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথ প্রদর্শক হন।

(৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তা নেগরানি করবেন।

(৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

(৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে চার ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তের ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

(৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

(১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

(১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

(১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে।

(১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০১০)

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবের্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামে বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুণরায় সজীব হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার, তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

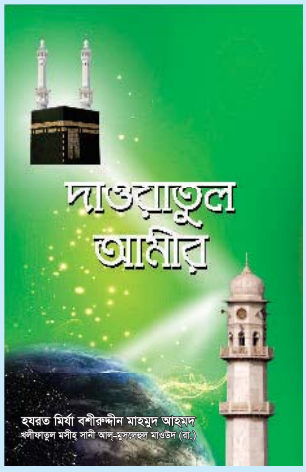

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. **76** | 18th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31st March, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com